সুপ্ত জাপান

যশোহর—জেলার মথুরাপুর নিবাসি—

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম, সি, ই, (জাপান)

এম, আর, এ, এস, (লণ্ডন),

কর্ত্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা

১৯৫।১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ শ্রীদেবকীনন্দন প্রেসে,

শ্রীপুলিনবিহারী দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১২ সাল।

মূল্য সাধারণ সংস্করণ ১৲ এক টাকা; কাপড়ে বাঁধাই ১।০ মাত্র।

[*All Rights Reserved.*]

উৎসর্গপত্র

মহামহিম,

মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত কাশীমবাজারাধিপতি

মহারাজা স্যর্ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীবাহাদুর

কে, সি, আই, ই;

মহিমার্ণবেষু।

মহারাজ!

আপনি দানবীর, বিদ্যোৎসাহী এবং জ্ঞানী। আপনার সদ্‌গুণে সমগ্র ভারত মুগ্ধ। নগণ্য আমিও আপনার স্নেহ এবং ভালবাসায় বঞ্চিত নহি। আপনার করকমলে অর্পণোপযোগী কিছুই এ দীনের নাই, তবে ভক্তিপরিপ্লুত হৃদয়ে যে ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি লইয়া আপনার দ্বারে উপস্থিত, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিলে চরিতার্থ এবং সার্থকশ্রম হইব। ইতি সন ১৩২২ সাল ৫ই কার্ত্তিক।

বিনয়াবনত—

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

ভূমিকা।

যাঁহারা নানাদেশে ভ্রমণ করিয়া সেই সেই দেশের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদি মাতৃভাষায় লিখিয়া স্বদেশবাসীগণকে উপহার দেন তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বদেশের মহৎ উপকার সাধন করিয়া থাকেন। যদি সেই সকল দেশ আবার নিতান্ত অপরিচিত হয় তাহা হইলে উপকার আরও বেশী হয়। ইউরোপের সহিত বঙ্গবাসীর পরিচয় প্রায় দেড়শত বৎসর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং ইউরোপ তত অপরিচিত নহে কিন্তু জাপান একেবারে অপরিচিত। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের স্বর্গীয় কবি হেমচন্দ্র জাপানকে 'অসভ্য জাপান' উপাধি দিয়াছিলেন। আমাদের দেশের লোকও তাহাই জানে কারণ তাঁহার সেই কবিতা অনেকেরই মুখস্থ আছে। কিন্তু এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে জাপান যেরূপ অদ্ভুত উন্নতি সাধন করিয়াছে তাহাতে অনেকেরই আগ্রহ হয় জাপানের ইতিহাস কি? তাহাদের আচার-ব্যবহার কিরূপ এবং কিরূপে তাহারা এত অল্পদিনের মধ্যে এত উন্নতি করিল? সে আগ্রহ ও সে কৌতূহল নিবারণের উপায় করিয়া দিয়া মন্মথবাবু বঙ্গবাসীর বিশেষ উপকার করিয়া দিয়াছেন। তিনি জাপান সম্বন্ধে তিনখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। একখানির নাম "জাপান-প্রবাস" একখানির নাম "নব্যজাপান" আর এখানির নাম "সুপ্ত-জাপান"। এই তিনখানি পুস্তক হইতে আমরা জাপান সম্বন্ধে অনেক খাঁটি খবর পাই।

জাপানের প্রত্যেক ব্যক্তিরই নাকি তিন রকম ধর্ম্ম। একজন মানুষের তিন রকম ধর্ম্ম কিরূপে হয় আমরা বুঝিতে পারিতাম না। আমরা

জানি যে বৌদ্ধ সে বৌদ্ধই হয় যে জৈন সে জৈনই হয়, যে শিখ সে শিখই হয়, যে মুসলমান সে মুসলমানই; কিন্তু জাপানীরা একাধারে শিন্তো কনফুসিয়ান এবং বৌদ্ধ কেমন করিয়া হন বুঝিতে পারিতাম না। মন্মথবাবু সেটি বেশ বুঝাইয়া দিয়াছেন। পূর্ব্ব পুরুষের উপাসনা জাপানের নিজের ধর্ম্ম। সকল জাপানীই শিন্তো। কনফুসিয়ানের নিকট তাহারা সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি যতরূপ নীতি আছে সব শিখিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকেও জাপানীরা দেবতা বলিয়া ভাবেন। কিন্তু পরকালে কি হইবে পরকালে কিরূপে উদ্ধার হইবে সেকথা শিন্তোও বলে না কনফুসিয়াসও বলে না। সুতরাং তাহার জন্য জাপানীদের বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইয়াছে। যে সময়ে জাপানীরা চীন হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম পাইয়াছিলেন সে সময়ে যে সকল দেব দেবীর উপাসনা হিন্দুধর্ম্ম হইতে বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিল তাহাও তাঁহারা লইয়াছেন। তাঁহারা ব্রহ্মা মানেন, ইন্দ্র মানেন, অগ্নি মানেন, যম মানেন, গণেশ মানেন, লক্ষ্মী মানেন, ও কালী মানেন। অনেক বৌদ্ধ মন্দিরে তাঁহাদের মূর্ত্তি আছে। ভারতবর্ষে এবং চীনে বৌদ্ধদের যেমন নানা সম্প্রদায় ছিল জাপানেও সেইরূপ নানা সম্প্রদায় আছে এমন কি তান্ত্রিক সম্প্রদায় পর্য্যন্ত জাপানে পাওয়া যায়। এইরূপে জাপানীরা কেমন করিয়া নানাধর্ম্মে মিল ও সামঞ্জস্য করিয়া লইয়াছেন তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয়। জাপানীরাও আমাদের দেবতা পূজা করেন, সেটা আমাদেরও কম গৌরবের কথা নহে। বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মে জাপানীরা নিশ্চয়ই আমাদের শিষ্য। মন্মথবাবু বলিতেছেন জাপানী ভিক্ষুরা সকলেই অল্পবিস্তর পালী ও সংস্কৃত শিখেন এবং পুঁথি রাখেন। তাঁহারা যে ভারতবর্ষের শিষ্য একথা ক্রমেই তাঁহাদের মনে উদ্বোধ হইতেছে। তাই এখন অনেক জাপানীছাত্র বুদ্ধদেবের জন্মস্থানে সংস্কৃত ও বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা করিতে আসে। কিন্তু হায়! তাহাদিগকে বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা দিবার একটি লোকও বাঙ্গালায় নাই।

তাহারা সংস্কৃত শিখিতে এখন আর ইউরোপে যায় না। তাহারা বুঝিয়াছে ভারতবর্ষে সংস্কৃত ও বৌদ্ধধর্ম্ম শিখিবার উত্তম স্থান।

১৯০৫ খৃঃ অব্দে পেড্‌লার সাহেব ভাইস্ চ্যান্সেলার ছিলেন তিনি তাঁহার কনভোকেসনের বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে জাপানীরা যে সময় ইউরোপীয় ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন বাঙ্গালীরাও সেই সময়ে ইংরাজী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করে। কিন্তু জাপানীরা এত উন্নতি করিলেন কিন্তু বাঙ্গালীরা কিছুই করিতে পারিল না। সেই অবধি অনেকের মনে কেন এরূপ হয় জানিবার আগ্রহ হইয়াছে। মন্মথবাবু সে আগ্রহ নিবারণ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন প্রাথমিক পরীক্ষা সকল জাপানীকেই নিজের ভাষায় দিতে হয়। সকল বালক বালিকাকেই সাত বৎসর হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত পাঠশালে থাকিতে হয়। যদি বাপ মা খরচ যোগাইতে না পারে তাহা হইলে রাজা সে খরচ যোগান। সুতরাং সকল বালক বালিকাই দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মাতৃভাষা চর্চ্চা করে। বাঙ্গালায় আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি ইংরাজী পড়িতে শিখি। অনেক বাবায়া আছেন ছেলের নাকটি ধরিয়া বলেন "ইটি কি!" ছেলে বলে "নাক"। তিনি অমনি বলেন—"না, ওটী নোজ"। আমার একজন জাপানীছাত্র বলিয়াছিলেন যে জাপানীরা ষোল বৎসর পর্য্যন্ত অন্য কোন ভাষা শিক্ষা করে না, কেবল জাপানী পড়িয়া থাকে। তাহার পর যাহারা সওদাগারী করিবে, অথবা রাজদূতের কাজ করিবে, তাহারাই বিদেশীয় ভাষা শিখে। অন্য কেহ শিখে না। কিন্তু আমাদের দেশে উচ্চ প্রাইমারি পাঠশালায়ও পণ্ডিত মহাশয়েরা লুকাইয়া লুকাইয়া ইংরাজী শিখান। মধ্য-বাঙ্গালা ইস্কুল উঠিয়া গিয়া মধ্য-ইংরাজী ইস্কুল হইতেছে। আর মধ্য-ইংরাজী ইস্কুল উঠিয়া গিয়া হাই-ইস্কুল হইতেছে। কেবল ইংরাজী শেখাই বাঙ্গালী জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। পেড্‌লার সাহেব বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে ছেলেরা ইংরাজী মাত্র মুখস্থ

করে, কিছুই বুঝিতে পারে না। তিনি এক ইস্কুলে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"What is an island ?" সকল ছেলেই বলিয়া উঠিল—"Island is a piece of land entirely surrounded by water." তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা বুঝিলে কি ?" ছেলেরা হা করিয়া রহিল; কিছুই বুঝিতে পারিল না। তখন তিনি বুঝিলেন যে মাতৃভাষায় না বলিলে ইহারা কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। তাহাতেই তিনি Vernacular scheme অর্থাৎ বাঙ্গালায় পড়াইবার নিয়ম করেন। নিয়ম হয় যে চতুর্থশ্রেণীর নীচে সব জিনিষ বাঙ্গালায় পড়াইতে হইবে। না হইলে ইহাদের বুদ্ধির বিকাশ হইবে না। কিন্তু বাঙ্গালীরা এ নিয়মের বিরুদ্ধে এমন তুমুল আন্দোলন করিল যে তাঁহার Scheme একরূপ উঠিয়াই গেল। সেদিনও বড়লাটের কাউন্সিলে মাতৃভাষায় পড়াইবার কথা উঠিয়াছিল। ভারতবর্ষীয় লোকেই তাহার বিরোধী হইয়া উঠিল। বিদেশীয় ভাষা শিক্ষায় যে বিস্তর পরিশ্রম করিতে হয় এবং ফল তত ভাল হয় না, বুঝিবেনই বা কেমন করিয়া ? তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ত সংস্কৃতই শিক্ষা দিতেন। সে শিক্ষাও অনেক পরিশ্রম করিয়া শিখিতে হইত, কিন্তু ফল বেশী হইত না—শিক্ষার বিস্তার একেবারেই হইত না। মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা ভারতবাসীর যেন অস্থিমজ্জাগত। কতবার মাতৃভাষা মাথা তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে, প্রতিবারই তাহা লোপ হইয়া আবার সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। এখন এমনি হইয়াছে যে সংস্কৃত টীকা না হইলে প্রাকৃত পুস্তক বুঝা যায় না। এমন কি আমাদের আদি বাঙ্গালা গ্রন্থগুলিরও সংস্কৃত টীকা আছে। আদি বাঙ্গলার কথাই বলি কেন রাধামোহন দাসের "পদামৃত সমুদ্র", সেত বেশী দিনের নয়—তাহারও সংস্কৃত টীকা আছে। মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি না হইলে আমরা শুকপাখীর মত সংস্কৃত না হয় ইংরাজী মুখস্থ করিব। যাহার বুদ্ধির বড় দৌ

সেই তাহাতে একটু উন্নতি করিতে পারিবে, বাকী সব "যে তিমিরে সেই তিমিরে"ই থাকিবে।

মন্মথবাবু অনেকবার দুঃখ করিয়াছেন জাপানের প্রাচীন ইতিহাস নাই। সময় তালিকা ভাল নাই কিন্তু ইতিহাসের যেটা জানা নিতান্ত আবশ্যক সেটা তিনি নিজেই দিয়া দিয়াছেন, অর্থাৎ যতবার রাজনীতি পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার একটা ধারাবাহিক বিবরণ দিয়াছেন। প্রথম সম্রাটেরা কর্ত্তা হন, তাহার পর শোগুণেরা কর্ত্তা হন, তাহার পর আবার সম্রাটেরা কর্ত্তা হন, তাহার পর আসিকাগা শোগুণেরা কর্ত্তা হইয়া তাহার পর একজন কৃষক দেশের কর্ত্তা হন, তাহার পর তকুগাওয়া শোগুণেরা কর্ত্তা হন। ১৮৬৮ খৃঃ অঃ আবার সম্রাট সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন। তিনিই জাপানিদের বর্ত্তমান উন্নতির মূল। তাঁহারই সুশাসনে জাপানীরা এই আটচল্লিশ বৎসরের মধ্যে একটী গণ্যমান্য জাতি হইয়া উঠিয়াছেন।

জাপানাদের নানারূপ কুসংস্কার আছে। জাপানীরা খেঁকশেয়ালী বিড়াল প্রভৃতির পূজা করিয়া থাকেন। এসম্বন্ধে মন্মথবাবু বেশ কয়েকটী গল্প দিয়াছেন। জাপানীরা ভূতও মানেন। তাঁহাদের হারাকিরী অতি ভীষণ ব্যাপার। এসকল কুসংস্কার সত্তেও জাপানীরা কেমনে বড় হইয়া উঠিয়াছেন—মন্মথবাবুর বই পড়িলে তাহা বেশ বুঝা যায় আমরা আমাদের অবস্থার সহিত জাপানের অবস্থার তুলনা করিলে অনেক শিখিতে পারি এবং মন্মথবাবু তাহা শিখিবার উপায় করিয়া দিয়াছেন বলিয়া মন্মথবাবুকে শত শত ধন্যবাদ।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

সুপ্ত-জাপান।

জাপানের উৎপত্তি—জাপানের উৎপত্তি-কাহিনী অতি চমৎকার। স্বর্গ এবং পৃথিবীর সৃষ্টি হইবার পর অনেকগুলি দেবতা জন্ম গ্রহণ করেন। 'ইজানাগী' নামক জনৈক দেবপুরুষ 'ইজানামী' নাম্নী জনৈকা দেবীকে বিবাহ করেন। ইঁহাদের প্রথম সন্তান 'জাপান'। জাপানের পর ইজানামীর গর্ভে অনেকগুলি দেব দেবীর জন্ম হয়। ইঁহাদের মধ্যে অগ্নিদেব সর্ব্বকনিষ্ঠ। ইঁহার জন্মের সময় 'ইজানামীর' মৃত্যু হয় এবং তিনি নরকে গমন করেন; তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য 'ইজানাগী' পাতাল পুরিতে গমন করেন এবং তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীকে ফিরাইয়া লইবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। গৃহে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে স্ত্রীর মুখ দেখিবেন না বলিয়া 'ইজানাগী' প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; কিন্তু কৌতুহলপরবশ হওয়ায় পথিমধ্যে স্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। এই অপরাধে তাঁহাকে ঘোরতর বিপদে পতিত হইয়া প্রাণ হারাইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সূর্য্যালোকে আসিয়া সর্ব্বাঙ্গ প্রক্ষালন করায় সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন। অনন্তর নদীর জলে শরীর প্রক্ষালন করায় তাঁহার নাসিকা হইতে 'সুসা-

নোও' নামক একজন দেবপুরুষ, বামনেত্র হইতে *সূর্য্যদেবী এবং দক্ষিণ নেত্র হইতে চন্দ্রমা দেবীর উৎপত্তি হয়। এই পুত্র এবং কন্যাদ্বয়ের উপর যথাক্রমে সমুদ্র, দিন এবং রাত্রি শাসনের ভার অর্পিত হইল।

'সুসানোও' তাঁহার মাতাকে (অর্থাৎ ইজানামীকে) দেখিবার জন্য মর্ত্তে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় পিতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হন। অনন্তর তিনি স্বর্গে গমন করিয়া তাঁহার সহোদরা সূর্য্যদেবীর উপর পাশবিক অত্যাচার করেন। সূর্য্যদেবী ভ্রাতার এরূপ অকথ্য ব্যবহারে ক্রোধান্বিতা হইয়া পর্ব্বত গহ্বরে প্রবেশ করেন, এবং বহুদিন যাবৎ বাহিরে না আসায় সমগ্র ভূমণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। অতঃপর দেবতাগণ সূর্য্যদেবীকে গহ্বরের বাহিরে আনিবার জন্য নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। অবশেষে জনৈক অপ্সরী গহ্বরের সম্মুখে নৃত্যগীত করায় সূর্য্যদেবী মুগ্ধা হইয়া বাহির হন এবং তখন পুনরায় পৃথিবী আলোক প্রাপ্ত হয়।

এদিকে 'সুসানোও' স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এবং জাপানের অন্তর্গত 'ইজুমো' নামক জায়গায় ইনি জনৈকা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী যুবতীকে অষ্টমুখবিশিষ্ট সর্পের করালগ্রাস হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। অতঃপর জীবনের শেষভাগ তিনি জাপানেই অতিবাহিত করেন।

* জাপানীরা সূর্য্যকে স্ত্রী-দেবতা বলিয়া থাকেন

এদিকে সূর্য্যদেবী জাপান শাসনের জন্য তাঁহার পুত্রকে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন; কিন্তু এরূপ একটী দুরূহ কার্য্যের সুচারু বন্দোবস্ত করিতে অনেক দিনের প্রয়োজন হওয়ায়, এবং তৎসময়ের মধ্যে তাঁহার পৌত্র রাজ্যশাসনে উপযুক্ত হইয়া উঠায়, সূর্য্যদেবী পুত্রকে জাপানের শাসনকর্ত্তা না করিয়া পৌত্রকে তথায় প্রেরণ করিলেন। ইনি একখানি দর্পণ, একখানি তরবারি এবং একছড়া মাণিকের মালা সঙ্গে লইয়া জাপানে অবতীর্ণ হন। এই দর্পণ, তরবারি এবং মালাটী আজও পর্য্যন্ত রাজপ্রাসাদে সযত্নে রক্ষিত আছে। এতৎসমুদয় রাজবংশসম্ভূত মহাপুরুষগণকে জ্ঞান, সাহস এবং দয়ালুতা শিক্ষা দিয়া থাকে।

ইনি 'তাকাচিহো' পর্ব্বতের শিখরদেশে অবতরণ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। ইঁহার প্রপৌত্র 'জিম্মু' জাপানের সর্ব্বপ্রথম সম্রাট্ পদে অভিষিক্ত হন। বর্ত্তমান জাপান সম্রাট্ এই বংশোদ্ভব। এই সম্রাটবংশ সূর্য্যদেবী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া জাপানীদের জাতীয় পতাকায় সূর্য্যমূর্ত্তি অঙ্কিত করা হয়। এবং এই বংশধরেরা জাপানীদের কর্ত্তৃক পুরুষানুক্রমে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। জাপানীদের রাজভক্তি আর ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুদের দেবভক্তির মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। জাপানীরা সম্রাট্‌বংশকে এইরূপ শ্রদ্ধা এবং ভক্তি করেন বলিয়াই এতদিন পর্য্যন্ত একই বংশ অক্ষুণ্ণভাবে রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। এমনকি যখন 'সোগুণগণ' সাম্রাজ্যের সর্ব্বে-

সর্ব্বা হইয়া উঠেন, তখন প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারাই রাজকার্য্য পরিচালন করিলেও তৎসাময়িক কেহ সম্রাট্‌কে কখনও রাজ্য-চ্যুত করিতে সাহসী হন নাই।

জাপানের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একটী কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনী আছে। *'খোজিকি' নামক জাপানীদের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ঐতিহাসিক গ্রন্থে এই বিষয়টী নিম্নবর্ণিতরূপে লিখিত আছে।

পূর্ব্বে ইজানাগী এবং ইজানামী নামক যে দেব ও দেবীর কথা বলা হইয়াছে তাঁহারা 'খোজিকি'-মতে ভ্রাতা এবং ভগ্নী। একদা ইঁহারা দুইজন দুইখণ্ড মেঘের সহিত সংলগ্ন স্বর্গের সেতুর উপর ভ্রমণকালে নিম্নে সমুদ্রের উত্তাল এবং উশৃঙ্খল ঢেউ দেখিতে পান এবং ইজানাগী তাহার হস্তস্থিত সড়কী খানির অগ্রভাগ দ্বারা সমুদ্র স্পর্শ করায় উহা তৎক্ষণাৎ দুইভাগ হইয়া † 'আওজি' নামক দ্বীপের উৎপত্তি হয়। অতঃপর সড়কীখানি উঠাইবার

* জাপানীদের পুরাতন ইতিহাস জানিবার কোনও উপায় নাই। 'খোজিকি' নামক গ্রন্থখানি খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৭১২ অব্দে লিখিত কিন্তু উহাতে তাহার ১৬০০ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনাও অনেক লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এরূপ গ্রন্থ কিরূপ বিশ্বাসযোগ্য তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন।

† এই দ্বীপে আমি কার্য্যোপলক্ষে গিয়াছিলাম। সবিশেষ বিবরণ মৎপ্রণীত জাপান প্রবাসে দ্রষ্টব্য।

সময় তাহার জল যেখানে যেখানে পতিত হয় সেখানে সেখানে একটী একটী দ্বীপের সৃষ্টি হইতে থাকে।

জাপানীদের বিশ্বাস জাপান জগতের সর্ব্বাপেক্ষা আদি সৃষ্টি। তাহাদের দেশের বাহিরে আর কিছু ছিল বলিয়াও তাঁহাদের জানা ছিল না।

সম্রাট্ বংশ :—পুরাকাল হইতে জাপানকে 'LAND OF GODS' অর্থাৎ 'দেবতাগণের দেশ' বলিয়া অভিহিত করা হইয়া আসিতেছে। এই জাপান সাম্রাজ্য-সৃষ্টি রহস্যের সঙ্গে সঙ্গে ইহার সম্রাট্ বংশ ও সাধারণ জাপানীদের উৎপত্তি কাহিনী পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইল। জাপানে একই সম্রাট্-বংশ পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে প্রায় ২৫৭৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান সম্রাট্ একশত-দ্বিবিংশতিতম।

আদিম নিবাসী—কিম্বদন্তী আছে যে জাপানের প্রথম সম্রাট্ 'জিম্মু'র প্রপিতামহ স্বর্গ হইতে 'তাকাচিহো' পর্ব্বতের শিখর দেশে অবতরণ করিয়া তাঁহার ভ্রাতার সাহায্যে জাপান অধিকার করিয়াছিলেন। এই সময়ে জাপানে 'ইয়ামতে' জাতির প্রাধান্য ছিল। বর্ত্তমান জাপানীগণ এই 'ইয়ামতো' জাতিসম্ভূত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। কেহ কেহ বলেন যে 'কোরো পক গুরু' নামক জাতি জাপানের আদিম নিবাসী ছিল। ইহারা অতি ক্ষুদ্রকায়। ইহাদের বংশধরের দুই এক জনকে এখনও পর্য্যন্ত ইয়েজোতে

(Yezo) দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের পর * 'আয়নু' জাতি জাপানে আসিয়া বাস করিতে থাকে। ইহারাও খর্ব্বাকায় এবং ইহাদের সর্ব্ব শরীর লোমাবৃত ও ইহারা অত্যন্ত অসভ্য। ইহাদের দেহের গঠন অতি কদর্য্য। মস্তকের কেশ এবং হস্তপদাদির নখর ইহারা ক্বচিৎ কর্ত্তন করিত। এখনও ইহাদের স্ত্রীলোকেরা উল্‌কি

* 'আয়নু'গণের বুদ্ধি এরূপ তীক্ষ্ণ এবং সংখ্যা গণনায় ইহারা এমনই তৎপর যে ঊনচল্লিশ বৎসর বয়স্ক কোন আয়নুকে তাহার বয়স জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে 'দশ বৎসর কম দুই কুড়ি নয় বৎসর'।

ইহারা সূর্য্য, বায়ু, সমুদ্র, ভল্লুক ইত্যাদিকে দেবতাস্বরূপ পূজা করে। ভল্লুককে পূজা করিলেও তাহার মাংস, ইহারা খাইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি অতি বিচিত্র গল্প প্রচলিত আছে। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণার্থে একটী গল্প নিম্নে বর্ণিত হইল।

'কুকুর কথা বলিতে পারে না কেন'?

একদা একটী শিকারী কুকুর তাহার প্রভুকে শিকারের ভাণ করিয়া এক নিবিড় অরণ্যের মধ্যে লইয়া যায় এবং তথায় তাহাকে একটী ভল্লুকের সাহায্যে হত্যা করিয়া ফেলে। অতঃপর কুকুরটী গৃহপ্রত্যাগত হইয়া প্রভু-পত্নীকে তাহার স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুর কথা জ্ঞাপন করে এবং প্রভু মৃত্যুকালে তাহাকে তদীয় পত্নীকে বিবাহ করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করে। কিন্তু বিধবা প্রভুপত্নী কুকুরের শঠতা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ কিছু বলিলেন না, পরে যখন বারংবার কুকুরটী এই কুৎসিত প্রস্তাব করিতে লাগিল তখন তিনি ক্রোধান্বিতা হইয়া এক মুষ্টি ধূলা তাহার মুখে নিক্ষেপ করিলেন। সেই হইতে তাহার এবং কুকুর জাতির মুখবন্ধ হইয়া বাক্‌শক্তিহীন হইয়া গেল।

দ্বারা গোঁপ (Tattooing moustache) চিত্রিত করে এবং জীবনে কখনও স্নান করে না। এই জাতিকে ধ্বংস করিবার জন্য বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের বহুল চেষ্টা সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত প্রায় বিশ সহস্র 'আয়নু' জাপানের স্থানে স্থানে পরিদৃষ্ট হয়। ইহাদের সহিত সাধারণ জাপানীরা বিবাহাদি আদান প্রদান কিছুই করেন না।

অনেকে বলেন যে এই 'আয়নু' জাতি হিমালয়ের দক্ষিণাংশ হইতে আসিবার অল্প কিছুদিন পরে হিমালয়ের উত্তরাংশ হইতে উল্লিখিত 'ইয়ামতো' জাতি আসিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া জাপানের প্রথম সম্রাট্‌ 'জিম্মু'র সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে ইয়ামতো জাতি মঙ্গোলিয়া হইতে আসিয়াছিল।

চীন ও ভারতবর্ষ—পুরাকালে জাপানীরাও যে ভারত ও চীনবাসিদের ন্যায় ধার্ম্মিক এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ইঁহাদের আচার ও ব্যবহার উল্লিখিত জাতিদ্বয় হইতে বড় বেশী বিভিন্ন নহে। ভারতবর্ষ যে দেবতাগণের লীলাভূমি ছিল, হিন্দুদের রামায়ণ এবং মহাভারত পাঠ করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। চীনদেশ এখনও পর্য্যন্ত Celestial Empire অর্থাৎ ঐশ্বরিক বা স্বর্গীয় সাম্রাজ্য বলিয়া অভিহিত হয়। চীনবাসিদের মতে এই রাজ্য ঈশ্বরদত্ত বলিয়া বিশ্বাস এবং তাঁহারা বলেন যে ইহার শাসনকর্ত্তা ঈশ্বর কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন। চীনদেশে সম্রাটের পুত্র হইলেই সম্রাট্‌ হইতে পারেন না।

বর্ণভেদ।

ঘরের শত্রু—অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া পুনরুত্থান আমাদের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে করেন। যে দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির বাস এবং এক জাতি অন্য জাতির সহিত সামাজিক সূত্রে আবদ্ধ নহে ; অধিকন্তু যে দেশের শাসনকার্য্য বিদেশীয়দের দ্বারা বহুদিন হইতে পরিচালিত হইতেছে তথাকার পুনরুত্থান অসম্ভব বলিয়া বোধ হইলেও জাপানের অভ্যুত্থান এরূপ ধারণার অনুকূলে প্রমাণ দিতেছে। জাপান যদিও কখনও বিদেশীয়দের কর্ত্তৃক অধিকৃত বা শাসিত হয় নাই তথাপি অনেক সময়ে সম্রাট্ আপনার সমস্ত ক্ষমতা হারাইয়া প্রজাবর্গের কোনও রূপ উন্নতির চেষ্টা করিতে পারেন নাই। বরং তাঁহাকে কাষ্ঠের পুত্তলিকার ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত পারিষদবর্গের খামখেয়ালী মতানুসারে অনেক সময়ই এমন কার্য্য করিতে হইয়াছে যাহাতে জাতীয় একতা একেবারে ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। ভারতবর্ষে যেরূপ মোগল, পাঠান এবং ইংরাজেরা আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন, জাপানে সেরূপ অন্য কোনও জাতি বাহির হইতে আসিয়া রাজত্ব না করিলেও, অনেক স্বেচ্ছাচারী জাপানী দ্বারা

জনৈক সামুরাই বংশধরের সহিত গ্রন্থকার।

অনেক সময়ে ইহার ভাগ্যচক্র পরিচালিত হইয়াছিল। এবং ইহা-দের শাসনের ফল জাপানের পক্ষে বিষময় হইয়াছিল। ইঁহারা নিজেদের ক্ষমতা যাহাতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং বহুদিনের জন্য অক্ষুণ্ণ থাকে তাহা করিবার জন্য কত যে অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ইঁহারা পুরুষানুক্রমে জাপা-নের শাসনভার বহন করিবার জন্য যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাতে জাতীয় বল এবং স্বভাবসিদ্ধ স্ফূর্ত্তি ক্রমান্বয়ে কমিয়া আসিতেছিল। পাছে কেহ সম্রাটের পক্ষ সম-র্থন করিয়া ইঁহাদের উচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করে সে পথ রুদ্ধ করিবার জন্য সমস্ত জাতিকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছিল এবং যাহাতে এক শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীর বিরুদ্ধা-চরণ করে তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এইরূপে জাপানি-দিগকে অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে না পারায় জাতীয় একতা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। ঘরের শত্রুই অধিকতর অনিষ্ঠের মূল। ইহারা ভিতরের সমস্ত বিষয় অবগত থাকায় যে কার্য্য শীঘ্র সম্পাদন করিতে পারে, বাহিরের লোক হঠাৎ তাহা করিতে পারে না। সুতরাং জাপানের অবস্থা আমাদের দেশের অপেক্ষা যে অধিকতর শোচনীয় হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সেই জাপানের উত্থান আজ জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছে। জাপা-নের দৃষ্টান্তে কার্য্য করিলে ভারতবর্ষও যে অচিরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষ আজও

পর্য্যন্ত 'ধনে এবং জনে' জাপান অপেক্ষা বড় এবং সৌভাগ্য ক্রমে, এক্ষণে একটী সুসভ্য উদার জাতির শাসনাধীন।

শাসন প্রণালী—জাপানীরা কি উপায়ে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন তাহা পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করাইবার জন্য ইঁহাদের শাসনপ্রণালী কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

প্রথম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত জাপানে সম্রাট্‌ই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। ইঁহারা অমাত্যবর্গের পরামর্শানুসারে রাজকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন। এই সময়ে * কিয়োতো রাজধানী ছিল। রাজধানী হইতে দূরে অবস্থিত প্রদেশ সমূহের শাসনের প্রতি ইঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি না থাকায় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে 'কামাকুরা' নগরে কতকগুলি লোক ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন এবং তথাকার শাসনকার্য্য তাঁহারাই সম্পন্ন করিতে থাকেন। ইঁহারা 'সোগুণ' নামে অভিহিত। ক্রমান্বয়ে ইঁহারা এমন ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন যে প্রকৃত পক্ষে জাপানের শাসনকার্য্য ইঁহাদের দ্বারাই পরিচালিত হইতে লাগিল। এই 'সোগুণ' গণ ১১৮৬ হইতে ১৩৩৩ সাল পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ইহার পরে কিছুদিনের জন্য সম্রাট্‌ পুনরায় নিজের সমস্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; কিন্তু সে ক্ষমতা তিনি বেশীদিন উপভোগ করিতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে আর একদল 'সোগুণ'

* জাপানীরা ট উচ্চারণ করিতে পারেন না। সেই জন্য 'কিয়োটো' না বলিয়া আমরা 'কিয়োতো' বলিলাম।

ক্ষমতাপন্ন হওয়ায় ইঁহারা ১৩৩৬ হইতে ১৫৭৩ সাল পর্য্যন্ত রাজধানী কিয়োতো হইতেই রাজকার্য্য পরিচালন করিতে থাকেন। ইঁহারা 'আসিকাগা' নামে অভিহিত। ইঁহাদের পতনের পর প্রায় ২৫ বৎসর ধরিয়া ঘরোয়া বিবাদ (Civil War) চলে। এই সময়ে অনেকেই রাজ্যে স্ব স্ব প্রাধান্য স্থাপনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশেষে নেপোলিয়নের ন্যায় বিচক্ষণ একজন কৃষক এই ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সেই ক্ষমতা রক্ষা করিতে না পারায় ১৬০০ খৃষ্টাব্দে 'তোকুগাওয়া' সোগুণদের হস্তে জাপানের শাসনভার পতিত হয়। এই 'তোকুগাওয়া' সোগুণেরা এরূপ চতুরতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন যে প্রকৃত পক্ষে ইঁহারা রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেও সাধারণের নিকট শাসন-প্রণালী রাজতন্ত্র বলিয়া বোধ হইত। ইঁহাদের বংশধরেরা যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সম্মান এবং গৌরব অক্ষত রাখিতে পারেন তাহার সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইঁহারা জগতের অন্যান্য জাতির সহিত জাপানের সম্বন্ধ একেবারে ছিন্ন করিয়া দেন এবং জাপানীদিগকে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তাহাদের পরস্পরের সহিত যাহাতে আর শীঘ্র মিলন না হয় তাহা করিয়াছিলেন। এইরূপ ভাবে বিভক্ত হওয়ায় জাপানী-দের মধ্যে ইউরোপীয়ানদের ন্যায় শ্রেণীগত বিদ্বেষ এবং ভারত-বাসিদের ন্যায় বর্ণগত দোষ আসিয়া পড়ে। এবং ইঁহাদের জাতীয় একতা একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে যদিও 'সোগুণেরা' এক দলের পর, আর একদল রাজ্যে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন এবং প্রকৃত-পক্ষে শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন তথাপি তাঁহারা সম্রাট্‌কে পদচ্যুত করেন নাই কিংবা করিতে সাহস পান নাই। 'তোকুগাওয়া' সোগুণদের সময়ে রাজপ্রাসাদে সম্রাট্‌কে বন্ধ হইয়া থাকিতে হইত। তিনি ইচ্ছানুসারে বাহিরে আসিতে পারিতেন না কিংবা কেহ ইচ্ছা করিলেই সম্রাট্‌কে দেখিতে পাইতেন না। সোগুণগণের অনুমতি ব্যতীত সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপায় ছিল না। এই উপায়ে সোগুণেরা নিজেদের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা রাখিয়া ছিলেন, সম্রাট্ কেবল নামে মাত্র ছিলেন।

শ্রেণী বিভাগ—সোগুণদিগের শাসনের সময়ে জাপানীরা কিরূপভাবে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিৎ আভাস নিম্নে দেওয়া গেল। সম্রাট্‌বংশ সর্ব্বোপরি; তন্নিম্নে কুগেবংশ অর্থাৎ যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সম্রাটের মন্ত্রী ছিলেন। এই 'কুগে'দিগকে সোগুণেরা মনোরঞ্জন বড় বড় উপাধি দ্বারা ভূষিত করিতেন; কিন্তু রাজকার্য্যে কাহাকেও নিয়োগ করিতেন না। ইঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য রাজকোষ হইতে বৃত্তি দেওয়া হইত এবং যাহাতে ইঁহারা কখনও সোগুণদিগের বিরুদ্ধাচরণ না করেন তজ্জন্য ইঁহাদের সহিত 'তোকুগাওয়া'র সোগুণেরা বিবাহাদি আদান প্রদান করিতেন।

কুগেদিগের নিম্নে 'দাইমিয়' অর্থাৎ Feudal Lords. ইঁহাদের সংখ্যা প্রায় ৩০০ শত ছিল। ইঁহাদের অধীনস্থ প্রদেশ-

গুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করা হইয়াছিল এবং যাহাতে ইঁহাদের সকলে একত্র হইয়া সোগুণদিগের কোনও অনিষ্ট সাধন না করিতে পারেন তাহার উপায় করা হইয়াছিল। ইঁহাদের পরিবারবর্গকে রাজধানীতে বাস করিতে বাধ্য করান হইত এবং ইঁহাদিগকে প্রতি দুই বৎসর অন্তর রাজধানীতে আসিয়া সোগুণদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে হইত। সম্রাটের সহিত ইঁহাদের সাক্ষাৎ হইবার কোনও উপায় ছিল না।

সোগুণদের পরিচালনে এই সমস্ত 'দাইমিয়' দিগের একটী সভা প্রতি দুই বৎসর অন্তর আহুত হইত এবং ইঁহাদের কার্য্য-কলাপ আলোচনা করা হইত। এই সময়ে কেহ পদচ্যুত এবং কেহ নূতন প্রদেশে বদলি হইতেন। এইরূপে পরিচালিত হওয়ায় 'দাইমিয়'গণ সোগুণদের বিরুদ্ধে কোনও ষড়যন্ত্র করিবার অবসর পাইতেন না।

'দাইমিয়'দিগের নিম্নে সামুরাই অর্থাৎ ভদ্রবংশসম্ভূত যুদ্ধ-ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণ। ইঁহাদের সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ ছিল। ইঁহারা দুই খানি করিয়া তরবারি ব্যবহার করিতেন এবং সৈনিক-পুরুষের সমস্ত সদ্‌গুণই ইঁহাদের ছিল। সোগুণেরা ইঁহাদের এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে ইহারা পূর্ব্বপুরুষদিগের ব্যবসা ভুলিয়া গিয়া কেবল সোগুণদিগের প্রশংসা করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদে মত্ত রাখিয়া যুদ্ধব্যবসা একেবারে ভুলাইতে চেষ্টা করা হইয়াছিল। যে সমস্ত সামুরাই প্রভু কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইতেন তাঁহারা

এবং যে সকল সামুরাইয়ের দ্বিতীয় পুত্র সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেন তাঁহারা 'রোণিন' নামে অভিহিত হইতেন। এই রোণিনদিগের প্রভুভক্তি কিরূপ প্রবল তাহা সকলেই জানেন। ইঁহাদের সম্বন্ধে যথা স্থলে বলা যাইবে।

'সামুরাই'দের নিম্নে সাধারণ জাপানী। ইঁহারা কৃষক, ব্যবসায়ী কিংবা কারিকর। সোগুণেরা ইঁহাদের নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া রাখিয়াছিলেন। কথনও কখন ইঁহাদিগকে বাস্তবিক অনেক সুবিধাজনক স্বত্ব দেওয়া হইত। এই সময়ে ব্যবসা বাণিজ্য বেশ চলিতেছিল।

ইঁহারা যাহাতে সোগুণদিগের সহসা কোনও অনিষ্ট না করিতে পারে তজ্জন্য ইহাদিগকে নিরস্ত্র করা হইয়াছিল। ইঁহা-দের গতিবিধি অবলোকন করিবার জন্য বহুসংখক ছদ্মবেশী পুলিশ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিল। ইহাদিগকে সোগুণদগের সমস্ত কার্য্যই সমর্থন করিতে বাধ্য করান হইত। এই উপায়ে সোগুণেরা নিজেদের ক্ষমতা অনেকদিন পর্য্যন্ত অক্ষত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সাধারণ জাপানীদের নীচে একদল লোক ছিল যাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কোনও গুরুতর অপরাধে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়া-ছিল। ইহাদের সহিত অন্য কেহই সামাজিক সূত্রে বা অন্য কোনও প্রকারে বদ্ধ হইত না। ইহাদের মধ্যে অনেকে চামড়া এবং তদনুরূপ অন্যান্য ব্যবসা একচেটে করায় প্রভূত অর্থ উপা-র্জ্জন করিত। যে সমস্ত ব্যবসা ধর্ম্মসঙ্গত নয় বলিয়া বিবেচিত

হইত ইহারা সেই সমস্ত ব্যবসা দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিত। ইহাদের মধ্য হইতেই জল্লাদ (Public Executor) নিযুক্ত করা হইত। সম্রাট 'মাৎসুহিতো'র সিংহাসন আরোহণের পূর্ব্বে ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে জাপানীরা * অসূচী মনে করিতেন। এক্ষণে অবশ্য আর সে দিন নাই। আইনানুসারে সকলকে সমান করা হইয়াছে। পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রেণীভেদ আর নাই। এক্ষণে সকলেই সৈনিকপুরুষ হইয়া সামুরাই হইতে পারে।

বর্ত্তমান 'মেজি' অব্দের প্রারম্ভ অর্থাৎ ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জাপানের অবস্থা এইরূপ বিশৃঙ্খল ছিল। ছিন্ন ভিন্ন জাপানীদিগকে পুনরায় একতার সূত্রে বন্ধন করিতে সম্রাটকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। বিশেষতঃ এই সময়ে রাজ্যের প্রকৃত শাসনভার কাহার হস্তে ন্যস্ত হইবে তদ্বিষয় আলোচনা করিবার জন্য তিনটী

* এখনও পর্য্যন্ত জাপানে 'ইতা' নামক এক শ্রেণীর লোক আছে যাহাদের সহিত সাধারণ জাপানীরা সামাজিক সূত্রে আবদ্ধ হইতে চাহেন না। ইহারা ভারতবর্ষের মুরদোফারাস্ জাতির ন্যায় সমস্ত ঘৃণিত কার্য্য সম্পাদন করে। এখন জাপানের রাস্তায় রাস্তায় যে সকল লোকেরা জুতা মেরামত করিয়া বেড়ায় তাহারা এই শ্রেণীভুক্ত। ইহারা অত্যন্ত দরিদ্র। ইহাদের স্ত্রীলোকগণ বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া যৎসামান্য জীবিকা উপার্জ্জন করে। তোকিয়োর অন্তর্গত আসাকুসায় দানজাইযেমন নামক একজন ইতা আছে। জাপানের সমস্ত ইতাজাতি ইহারই অধীন। দানজাইযেমন এবং ইতাজাতির অন্যান্য প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া ইহাদের সামাজিক ও নৈতিক শাসনকার্য্য সম্পন্ন করে।

দলের আবির্ভাব হয়। প্রথম দল, সম্রাট্‌কে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ-দিগের ন্যায় সমস্ত শাসনভার দিবার পক্ষে। দ্বিতীয় দল, সোগুণ-দিগের প্রবল ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষে। এবং তৃতীয় দল, উল্লিখিত দুইটী দলকে একত্র হইয়া জাতীয় উন্নতির দিকে দৃষ্টি-পাত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। অবশেষে শেষোক্ত দলের অভিমত অপর দুই দলের দ্বারা গৃহীত হইলে, সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে সম্রাট্‌ই প্রকৃত শাসনকর্ত্তা হইলেন। অনন্তর সোগুণ-গণের প্রভুত্ব একেবারে লোপ পাইল।

সম্রাট্ 'মাৎসুহিতো' অত্যন্ত বিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি সম্রাট্‌পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই দেখিলেন যে জাপানী জাতির একতাসূত্র ছিন্ন হইলেও পুনরায় উহা অপেক্ষাকৃত অধিকতর দৃঢ় করিয়া গ্রন্থন করা অসম্ভব নহে। একই জাতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ায় জাতীয় একতা লুপ্ত প্রায় হইয়াছিল, ইহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি এই ঘোষণা করিলেন যে তাঁহার সম্রাজ্যের সকলেই সমান ; কেহ বড় বা ছোট নহে, প্রজার উপভোগ্য অধিকার সমূহ সকলেই তুল্য-ভাবে ভোগ করিতে থাকিবে। স্ব স্ব বিদ্যা এবং বুদ্ধির প্রভাবে যে কেহ উপযুক্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে। পূর্ব্বে যেমন সামুরাইগণ ব্যতীত অন্য কেহ যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি-তেন না এক্ষণে আর সেরূপ থাকিবে না, সকলেই যোদ্ধা হইয়া কীর্ত্তিলাভ করিতে পারিবে। এই উপায়ে শ্রেণীগত দোষ জাপানীদের মধ্য হইতে অতি শীঘ্র তিরোহিত হইয়াছে।

প্রজাবৎসল সম্রাট্‌—জাপানীরা কেন সম্রাটের সমস্ত বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে দ্বিগুণ উৎসাহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা এস্থলে বলা আবশ্যক। ইহার একমাত্র কারণ, তাঁহাদের প্রগাঢ় রাজভক্তি এবং জগতে অতুলনীয় স্বদেশ-প্রেম। ইতিহাস পাঠ করিয়া জাপানীরা জানিয়াছেন যে তাঁহাদের সম্রাট্‌বংশ সূর্য্যদেবী হইতে সম্ভূত হওয়ায়, যতদিন জাপান তৎবংশধরগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইয়াছিল ততদিন প্রজাকুল মহাসুখে কাল যাপন করিত। পক্ষান্তরে সোগুণগণের প্রাধান্য সময়ে সম্রাটের সমস্ত শক্তি খর্ব্ব হওয়ায় তৎসময়ে প্রজাগণ নানারূপ অসুবিধা ভোগ করিত এবং রাজ্যে শান্তি থাকিত না। সর্ব্বদাই তাহারা শশঙ্কিতভাবে বাস করিত।

সম্রাটের প্রতি প্রজাগণের যাহাতে কোনও রূপ বিদ্বেষ না জন্মে তজ্জন্য তিনি, তাহাদিগের প্রতিনিধিগণের মতামত লইয়া শাসনদণ্ড পরিচালন করিবেন বলিয়া প্রচার করিলেন এবং উচ্চ উচ্চ রাজকার্য্যে নীচ এবং উচ্চবংশোদ্ভব উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিতে লাগিলেন।

শিক্ষা যে জাতীয় উন্নতির মূলমন্ত্র তাহা তিনিই প্রকৃতপক্ষে বুঝিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি স্বরাষ্ট্রে শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করিলেন এবং সমস্ত জেলায়, থানায়, এমন কি প্রত্যেক পল্লীতে যাহাতে পাঠশালা স্থাপিত হয়,তাহা করিলেন। উচ্চ শিক্ষা দিবার জন্যও দুইটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল। এবং প্রত্যেক বালক এবং বালিকা সাত বৎসর বয়ঃক্রমে যাহাতে পাঠশালায় যাইয়া

অন্ততঃ তিন বৎসর কাল তথায় পাঠ করিয়া নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা পাশ করে তাহার ব্যবস্থা করিলেন। সন্তানের বয়ঃক্রম সাত বৎসর হইলে তাহার মাতাপিতা তাহাকে পাঠশালায় পাঠাইতে বাধ্য। যদি কোনও ছাত্রের পিতার অবস্থা নিতান্ত খারাপ হয়, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট হইতে উক্ত ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হয়। অনেক সময় কাপড় চোপড় এবং পুস্তকাদিও গভর্ণমেণ্ট হইতে দেওয়া হইয়া থাকে। এইজন্য আধুনিক প্রত্যেক স্ত্রী এবং পুরুষ লেখা পড়া জানেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের পর যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই স্বল্পবিস্তর শিক্ষিত; লেখাপড়া জানেন না এরূপ লোক জাপানে এখন পাওয়া দুর্লভ। সামান্য কুলি হইতে আরম্ভ করিয়া ঝি, চাকরেরাও সংবাদ পত্র পাঠ করিতে পারে। ইহা দেখিলে মনে কি বিমল আনন্দের উদয় হয়!

উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা দেশে থাকিলেও অদ্যাপি অসংখ্য জাপানী ছাত্র ইউরোপ এবং আমেরিকায় শিক্ষালাভ করিতে যাইতেছে। জার্ম্মাণি এবং আমেরিকায় অধিক সংখ্যক ছাত্র যাইয়া থাকে। এক্ষণে ঠিক্ কতগুলি ছাত্র বিদেশে আছে তাহা জানি না, তবে গত ১৯০৯ সালে আমার একজন জাপানী বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি যে কেবল Sanfranciscoতে তখন ১০,০০০ দশ সহস্র ছাত্র ছিল। এই কথাটী সত্য হইবার সম্ভাবনা, কারণ তিনি একজন শিক্ষিত লোক। ইনি চৌদ্দ বৎসর আমেরিকায় থাকিয়া ইংরাজী সাহিত্যে এবং Political Economyতে বেশ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন

তিনি এক্ষণে Higher Commercial Schoolএর ইংরাজী প্রফেসর।

অতল সমুদ্র গর্ভে নিহিত রত্নরাশির অন্বেষণে লোকে যেমন প্রচুর অর্থ ব্যয় করে এবং বহু কষ্ট স্বীকার করে জাপানী ছাত্রেরাও বিদেশীয়দের গুণরাশি গ্রহণ করিবার জন্য তদ্রূপ করিয়া থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় রত্ন যেমন নানা প্রকার অব্যবহার্য্য এবং ঘৃণিত পদার্থের সহিত মিশ্রিত থাকায় সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না, অপর জাতির গুণরাশিও তদ্রূপ তাহার দোষ সমূহ দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত গুণ গ্রহণ করিবার জন্য জাপানী ছাত্রেরা অনেক দিন ধরিয়া এক এক দেশে বাস করিয়া থাকে। এইরূপে জগতের যে দেশের যে টুকু সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাপানী ছাত্রেরা মধুকরের ন্যায় তাহা অতি যত্নে বহন করিয়া নিজেদের দেশে আনিয়াছে। জাপান, শাসন-পদ্ধতি জার্ম্মাণী হইতে শিক্ষা করিয়াছে। যুদ্ধ-বিদ্যা ফ্রান্স, হলাণ্ড এবং ইংলণ্ড হইতে শিক্ষা করিয়াছে। আমেরিকা এবং জার্ম্মাণী হইতে শিল্প-বিজ্ঞান এবং Political Economy শিখিয়াছে। এই রূপে যে দেশ যে বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট জাপানীরা তথা হইতে তাহা শিক্ষা করিয়াছেন। ইউরোপ এবং আমেরিকায় জাতীয় শিক্ষার সুফল দেখিয়া নিজেদের দেশে অবিলম্বে তাহার চলন করিয়াছেন। বর্ত্তমান জাপানী জাতিতে পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতির গুণাবলী পরিদৃষ্ট হয়। দয়া, দাক্ষিণ্য এবং অতিথি-সৎকারে ইঁহারা ভারতবাসীর ন্যায়।

বিদেশীয় জাতির সহিত অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশায় ইঁহাদের সামাজিক জীবনে অনেক * পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

সম্রাট 'মাৎসুহিতো' সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া স্ত্রী-জাতির প্রতি যাহাতে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হয় তাহারও ব্যবস্থা করেন। প্রকৃত পক্ষে, অতি প্রাচীন কাল হইতেই এখানে স্ত্রী এবং পুরুষ প্রায় সমস্ত বিষয়ে সমান অধিকার পাইয়া আসিতেছেন। সম্রাট্-বংশে পুরুষ সন্ততির অভাবে তদ্বংশোদ্ভব স্ত্রীলোক সম্রাজ্ঞী হইয়াছেন এবং তাঁহারা অনেক সময়ে স্বয়ং শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জাপানীরা সূর্য্যকে দেবী বলিয়া মনে করেন। সুতরাং স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ ইঁহাদের সম্মানার্হ। সোগুণগণের প্রাধান্যের সময় অনেক গুলি স্ত্রীলোক শাসন-কার্য্যে বিলক্ষণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বিখ্যাত জাপানী লেখক Baron Suyematsu প্রণীত পুস্তক পাঠ করিলে জাপানীরা স্ত্রীলোকের প্রতি কিরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। তিনি লিখিয়াছেন যে সম্রাট্বংশ সূর্য্যদেবী হইতে উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াই যে জাপানীরা স্ত্রীলোককে সম্মান করেন তাহা নহে, ইঁহারা 'Epitome of the past and reservoir of the future'.

* এ সম্বন্ধে মৎপ্রণীত নব্য জাপানে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

সম্রাট্ ‘মাৎসুহিতো’ জাতীয় উন্নতি অতি অল্প সময়ে সাধন করায় তাঁহাকে জাপানীরা দেবতা জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন। জাপান যে অবস্থা হইতে সহসা উঠিয়া আজ জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছে তাহা কোনও দেশে ঘটে নাই। জাপানের উদীয়মান্ সূর্য্যরশ্মি চীন দেশে পড়িয়াছে তাই আজ চীনের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে জাপানে একটীমাত্র চীনা ছাত্র ছিল না, কিন্তু এক্ষণে প্রায় ১৪০০০ হাজার ছাত্র জাপানে যাইয়া নানারূপ বিদ্যা শিখিতেছে। এতদ্ভিন্ন ইউরোপ এবং আমেরিকাতেও অনেক ছাত্র গিয়াছে ও যাইতেছে।

এই উদীয়মান্ সূর্য্যের রশ্মি চীনদেশ হইতে দুই একটা রেখা ভারতের পূর্ব্ব বঙ্গেও কি পতিত হইয়াছে? পূর্ব্ব বঙ্গের মহাত্মাগণের অদম্য উৎসাহ দেখিলে ইহাই বোধ হয়। বর্ত্তমান সময়ে বিদেশে যতগুলি ভারতীয় ছাত্র আছে, তন্মধ্যে পূর্ব্ব বঙ্গের ছাত্রই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। রাত্রি প্রভাত হইলে কে আর ঘুমাইতে পারে?
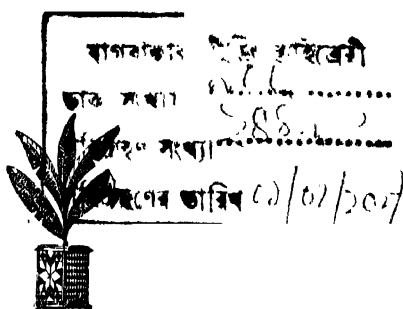
সামুরাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সামুরাইগণ যুদ্ধ-ব্যবসায়ী। ইঁহারা সাহস ও বিক্রমে ভারতীয় ক্ষত্রিয়গণের ন্যায় ছিলেন। পুরাকালে ইঁহারা যে সকল কীর্ত্তি করিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে এখনও হৃদয়ের তন্ত্রী ভয়ে বিকম্পিত হইতে থাকে। ইঁহারা অতি দুর্জ্জয় সাহসে শত্রুপক্ষের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন, এবং শত্রুকৃত অপরাধের প্রতীকার না করা অবধি অস্থির থাকিতেন। ইঁহারা যে কার্য্যকে ন্যায় সঙ্গত বলিয়া মনে করিতেন, তাহা শত সহস্র বিঘ্ন স্বত্ত্বেও সম্পাদন করিতেন; এবং কর্ত্তব্য সাধনে মৃত্যুকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন।

প্রভু-ভক্তিতে ইঁহারা অদ্বিতীয় ছিলেন এবং প্রভুর আদেশ পালন করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। পুরাকালে ইঁহারা সোগুণ এবং দাইমিয়গণের অধীনে কার্য্য করিতেন। আজকাল অবশ্য শ্রেণী-বিভাগ উঠিয়া গিয়াছে এবং সকলেই একশ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে সৈনিক পুরুষগণ সাধারণ জাপানীদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন।

সামুরাইগণ যদি কখনও কাহারও প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিতেন, কিংবা অন্য কোনও কারণে প্রভুর ক্রোধানলে পতিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা আত্মহত্যা করিয়া স্ব স্ব সম্মান ও

মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন। ইঁহারা যে প্রণালীতে আত্মহত্যা করিতেন এবং আজও পর্য্যন্ত *'হারা কিরি'র অর্থাৎ উদর কর্ত্তন করিয়া আত্মহত্যার দৃষ্টান্ত যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অতি লোমহর্ষক এবং আশ্চর্য্যজনক। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য একটী প্রকৃত ঘটনার বিবরণ দিতেছি। এই ঘটনাটী পাঠ করিলে 'হারা কিরি' সংক্রান্ত নিয়মাবলী তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। পুরাকালীন সামুরাইগণ এবং বর্ত্তমান সময়ের জাপানীগণ নিজেদের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণপাত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন। ইঁহারা বলেন যে জন্ম হইলেই মৃত্যু যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধির জন্য জীবন দান করা অপেক্ষা আর কি অধিক বাঞ্ছনীয় হইতে পারে? পরের উপর অন্যায় অত্যাচার করিয়া যে জীবন রক্ষা করিতে হয় তাহার শেষ যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সামুরাইগণ আত্মহত্যাকেও গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করিতেন।

সামুরাইগণের আত্মহত্যাকরণ-প্রথা অতি বিচিত্র রকমের। ইঁহারা নিজের উদর স্বহস্তে বিদীর্ণ করিয়া অসহনীয় মৃত্যু-যাতনা

* 'হারা'—উদর; 'কিরি',—কর্ত্তন।

জাপানীদের বিশ্বাস যে আত্মা উদরে থাকিয়া মানুষকে পরিচালনা করে সুতরাং উদর কর্ত্তন করিয়া আত্মাকে বাহির করাই জাপানীরা প্রশস্ত মনে করেন।

ধৈর্য্যের সহিত অতি গম্ভীরভাবে সহ্য করিতেন, যদি কোনও সামুরাই এমন কোনও কাজ করিতেন যাহাতে বিশুদ্ধ সামুরাই শ্রেণীতে কলঙ্ক পড়িবার আশঙ্কা হইত, তাহা হইলে তাঁহাকে 'হারা কিরি' সম্পন্ন করিয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। অধিকাংশ স্থলেই সামুরাইগণ স্বেচ্ছাক্রমে 'হারা কিরি' করিতেন। যাঁহারা স্বেচ্ছানুসারে আত্মহত্যা না করিতেন তাঁহারা তাঁহাদের প্রভু কর্ত্তৃক উক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হইতেন। এই 'হারা কিরি' উৎসবে অনেকগুলি শিক্ষিত এবং উপযুক্ত লোকের দরকার হইত। সমাজের পদমর্য্যাদা অনুসারে সামুরাই-গণের 'হারা কিরি'র স্থান নিরূপিত হইত। খুব উচ্চপদস্থ সামুরাই হইলে রাজ প্রাসাদে তাঁহাকে 'হারা কিরি' সম্পন্ন করিতে হইত। সাধারণতঃ ধর্ম্ম মন্দির কিংবা প্রভুর বাগান বাটীতে সামুরাইগণ আত্মহত্যা করিতেন।

পূর্ব্বে কেবল মাত্র 'হারা কিরি' করিয়াই সামুরাইগণ নিষ্কৃতি পাইতেন না। তাঁহাদের সমস্ত বিষয় সম্পত্তিও গভর্ণ-মেণ্টে বাজে আপ্ত হইয়া যাইত। কিন্তু আধুনিক আইনা-নুসারে দোষী ব্যক্তি 'হারা কিরি' সম্পন্ন করিলে তাঁহার বংশ-ধরেরা তাঁহার বিষয় ও সম্পত্তি উপভোগ করিবার অধিকার পাইয়া থাকেন।

'হারাকিরি'র জন্য যে স্থানটী নির্দ্দিষ্ট করা হইত তাহার চতুর্দ্দিক্ ঘিরিয়া উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে দুইটী ফটক প্রস্তুত করা হইত এবং উহার মধ্যস্থলে দুখানি মাদুর বিছাইয়া শ্বেতবর্ণ

রেশম দ্বারা তাহা আবৃত করা হইত। বেড়ার চারিকোণে চারিটী খুঁটী পুঁতিয়া তাহাতে পরদা সংলগ্ন করা হইত এবং বিস্তৃত মাদুর দুখানির সম্মুখে মন্দিরের সম্মুখস্থ ফটকের ('তো-রি') ন্যায় একটী বংশ-নির্ম্মিত ফটক প্রস্তুত করা হইত। এই ফটকটী দৈর্ঘে আট ফিট্ এবং প্রস্থে ছয় ফিট্। ইহা শ্বেতবর্ণ রেশম দ্বারা আবৃত থাকিত এবং ইহার চতুর্দ্দিকস্থ খুঁটি গুলিতে সাদা রেশমের পরদা এবং পতাকা বাঁধিয়া দেওয়া হইত। এই পতকা গুলির উপর ধর্ম্ম পুস্তক হইতে তৎ-সময়োচিত শ্লোক কিংবা বাক্যাংশ উদ্ধৃত করিয়া লিখিত হইত। 'হারা কিরি' শেষ হইলে এই পতাকাগুলি মৃত ব্যক্তির সমাধিস্থলে লইয়া যাওয়া হইত। যদি উৎসব রাত্রিতে সম্পন্ন করা হইত, তাহা হইলে দুইটি মোমবাতি মাদুর দুখানির উপর রক্ষিত হইত, এবং প্রয়োজনানুসারে অন্যান্য স্থলেও উপযুক্ত আলোর বন্দোবস্ত করা হইত। দণ্ডিত সামুরাই যখন উত্তর দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া উত্তর মুখ হইয়া মাদুরের উপর উপবেশন করিতেন, ঠিক সেই সময়েই * সহকারিগণ (Seconds) দক্ষিণ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া তাঁহার সম্মুখস্থ মাদুরের উপর দক্ষিণমুখ হইয়া উপবেশন করিতেন।

* এই সহকারিগণ জল্লাদের কাজ করেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে জল্লাদ বলিলে ঘোর অপমাননা করা হয়; কারণ ইঁহারাও উচ্চ বংশসম্ভূত সামুরাই।

আজকাল 'হারাকিরি' উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য উপযুক্ত স্থান কিংবা সময়ের অভাব হইলে দণ্ডিত ব্যক্তিকে যে ঘরে অভ্য-র্থনা করা হয় সেই থানেই 'হারাকিরি' সম্পাদন করা হইয়া থাকে।

হারাকিরি উৎসব—গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অভিযুক্ত সামু-রাইকে বিচার শেষ হওয়া পর্য্যন্ত যুবরাজের তত্ত্বাবধানে থাকিতে হয়। এই সময়ে দুইজন বিচারক রাজকীয় কার্য্যোপলক্ষে যুব-রাজের সহিত তদীয়প্রাসাদেসাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং যুবরাজ তাঁহাদের আবেদন মঞ্জুর করিয়া জনৈক সহকারী বিচারকের দ্বারা তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া পাঠান। এই বিচারক দ্বয় উৎসবের সাক্ষী স্বরূপ কাজ করেন। 'হারাকিরি' সম্পন্ন হইয়া গেলে মৃতদেহ দণ্ডিত ব্যক্তির কিনা তাহা ইঁহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া সাক্ষ্য দিতে হয়।

উৎসব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে একজন সহকারী বিচারক নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া উৎসবের বন্দোবস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঘর-টীর চিত্র অঙ্কিত করিয়া লন এবং উৎসবে যাঁহারা উপস্থিত থাকিবেন তাঁহাদের নাম এবং ধাম লিখিয়া লন। অনন্তর 'কাই-সকু'গণ (অর্থাৎ সহকারিগণ) উপযুক্ত কিনা তাহা দেখিয়া বিচারকদ্বয়কে তিনি তথায় আনয়ন করেন। এই বিচারকদ্বয় উৎ-সবের উপযোগী পরিচ্ছদ (Uniform) পরিধান করিয়া তথায় উপস্থিত হইলে যুবরাজের কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদিগকে যথোচিত

সম্মান প্রদর্শন করেন। এদিকে যুবরাজ * বন্দীকে লইয়া সদর কাছারীতে উপস্থিত হইলে পর, প্রধান বিচারপতি, জনৈক 'সামুরাই'এর 'হারা কিরি'র দণ্ড প্রচার করিবার জন্য আসিয়াছেন এবং অপর বিচারপতিগণ উৎসবের সাক্ষী থাকিবেন বলিয়া যুবরাজকে জ্ঞাপন করেন। উৎসবের সময় তাঁহার উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে কিনা যুবরাজ প্রধান বিচারপতিকে তাহাও জিজ্ঞাসা করেন।

উৎসবের সমস্ত আয়োজন ঠিক্ হইলে পর উৎসব ঘরের কর্ত্তা বিচারকদ্বয়কে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দণ্ড প্রচার করিতে অনুরোধ করেন। এই সময় হইতে বিচারকদ্বয় সর্ব্বদাই তরবারি পরিয়া থাকেন।

অনন্তর যুবরাজ একটী উচ্চাসনে উপবিষ্ট হইলে পর তাঁহার পারিষদবর্গ এবং বিচারকদ্বয় যথা স্থানে উপবেশন করেন এবং উপস্থিত পারিষদবর্গের একজন স্বস্থান হইতেই কয়েদীকে তথায় আনিবার জন্য বিচারকদ্বয়ের অনুমতি প্রার্থনা করেন। ইহার পূর্ব্বেই যুবরাজের লোক কয়েদীর নিকট যাইয়া তাঁহাকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া প্রস্তুত থাকিতে বলেন।

* দণ্ডিত সামুরাইকে যেরূপ প্রহরী বেষ্টিত করিয়া রাখা হয় তাহাতে তাঁহাকে কয়েদী বলা যাইতে পারে; কিন্তু এ যাবৎ এমন একটী ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায় নাই যে প্রাণদণ্ডে অভিযুক্ত সামুরাই জীবন রক্ষার্থে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এই সময়ে সাক্ষীদ্বয়কে কয়েদীর সহিত পরিচিত করিয়া দেওয়া হয়। উৎসব গৃহে প্রবেশ করিবার সময় কয়েদীর অগ্রে একজন লোক ছোট একখানি তরবারি লইয়া চলিতে থাকেন এবং তাঁহার উভয় পার্শ্বে ছয় জন সশস্ত্র প্রহরী ও পশ্চাতে জনৈক কর্ম্মচারী সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকেন। ইঁহারা সকলেই উৎসব মন্দিরে প্রবেশ করিয়া যাঁহার যাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করেন। দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করা হইলে কয়েদী উৎসব গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পরিধেয় পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করেন। এই সময়ে প্রধান বিচারপতিও বাহিরে গমন করেন এবং কয়েদী প্রত্যাগমন না করা পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বিচারক অভ্যর্থনা মন্দিরে অপেক্ষা করেন। তৎপর কয়েদী পুনরায় উৎসব গৃহে প্রবেশ করিলে তাঁহাকে বেদীতে অর্থাৎ হত্যার যায়গায় লইয়া যাওয়া হয় এবং এই বার্ত্তা যুবরাজের পারিষদবর্গ দ্বারা দ্বিতীয় বিচারককে জ্ঞাপন করা হয়। সংবাদ প্রাপ্ত মাত্র দ্বিতীয় বিচারক একখানি বড় এবং একখানি ছোট তরবারি লইয়া উৎসব মন্দিরে পুনরায় প্রবেশ করেন। তৎপরে যুবরাজ তরবারি দ্বারা সজ্জিত হইয়া এক কোণে উপবিষ্ট হইলে পর নিম্নস্থ কর্ম্মচারিগণ দ্বিতীয় বিচারকের সম্মুখে উপবেশন করেন। ইঁহারা এক এক খানি ছোট তরবারি মাত্র পরিধান করিতে পান।

কয়েদীকে আত্ম-হত্যা করিতে সাহায্য করিবার জন্য আর তিন জন লোকের প্রয়োজন হয়। ইঁহাদিগকেও সহকারী বলে। ইঁহা-দের একজন একখানি ছোট তরবারি কয়েদীর হস্তে প্রদান করেন,

সেই তরবারি দ্বারা স্বহস্তে উদর বিদীর্ণ করিবামাত্র একজন সহ-কারী তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়া সমস্ত জ্বালার নিবৃত্তি করেন। তৃতীয় সহকারী মুণ্ডটী পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য দ্বিতীয় বিচারকের নিকট লইয়া যান। অতঃপর কয়েদীর মস্তক-হীন দেহ একটী পরদার আড়ালে লইয়া যাওয়া হয় এবং তথায় নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য পোড়ান হয়। এই সময়ে যুবরাজ সাক্ষী দ্বয়কে (অর্থাৎ বিচারকদ্বয়) ধন্যবাদ দিয়া প্রাসাদে প্রত্যাগমন করেন, কিন্তু তাঁহার অনুচরবর্গ পূর্ব্ববৎ ভূমিতেই বসিয়া থাকেন।

মৃতদেহের সমাধি-ক্রিয়া এবং উৎসব-গৃহ পরিষ্কারের ভার চারি-জন 'সামুরাই'এর উপর ন্যস্ত হয়। যদিও সামুরাইগণের দিবারাত্রি তরবারি পরিয়া থাকিবার নিয়ম ছিল, তথাপি মৃত 'সামুরাই'এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ উক্ত সামুরাই চারিজন সে সময়ে তরবারি পরিতেন না।

বিচারক, সাক্ষী, প্রহরী এবং সহকারিগণের কি কি কার্য্য ছিল তাহা জানিবার জন্য পাঠকবর্গ বোধ হয় উৎসুক হইতে পারেন। তাঁহাদের অবগতির জন্য এবিষয় একটু বিস্তৃতভাবে বলিতেছি।

প্রধান বিচারকের কর্ত্তব্য—প্রধান বিচার-পতিকে দণ্ড প্রচার করিবার সময় কয়েদী হইতে অন্ততঃ দ্বাদশ ফিট্ দূরে অবস্থান করিতে হইত। এই সময়ে তাঁহাকে তরবারি পরিয়া বিচার ফল প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্বরে পাঠ

করিয়া কয়েদীকে শুনাইতে হইত। এবং সেই সময়ে তাঁহাকে ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে হইত। 'হারাকিরি'র দণ্ড প্রচার হইবার পরও, দণ্ডিত সামুরাই তাঁহার আত্মীয় স্বজন কিংবা অন্য কোনও প্রিয়জনকে দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে প্রধান বিচারপতি তাহা মঞ্জুর করিতে পারিতেন; কিন্তু এরূপ প্রার্থনা করিবার সময় কয়েদী যদি ভীত কিংবা বিচলিত হইতেন তাহা হইলে তাঁহাকে বিচারকের সম্মুখ হইতে নিঃসারিত হইতে হইত এবং তাঁহার কোন আবেদন শুনা হইত না। 'হারিকিরি' করিবার আদেশ প্রচার হইবার পর যত শীঘ্র সম্ভব উৎসবের আয়োজন করা হইত; নচেৎ মৃত্যুভয়ে কয়েদী নিস্তেজ হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা ছিল। প্রধান বিচারপতিকে এবিষয়েও লক্ষ্য রাখিতে হইত।

সাক্ষিগণের কি কি কাজ করিতে হইত পাঠকবর্গ তাহা অবগত আছেন; সুতরাং তদ্বিষয়ে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন দেখি না। বিচারকদ্বয়ের মধ্যে একজন প্রধান বিচারকের কাজ করিতেন এবং দ্বিতীয় জন ও সহকারী বিচারক প্রকৃত প্রস্তাবে সাক্ষীর কাজ করিতেন।

প্রহরী এবং সহকারিগণের কর্ত্তব্য—'হারাকিরি' উৎসবে সাধারণতঃ ছয় জন প্রহরী নিযুক্ত হইত। এই প্রহরিগণ ছোট ছোট ছোরা তাহাদের পরিচ্ছদের মধ্যে লুক্কায়িত রাখিত এবং কয়েদী পলায়ন করিবার চেষ্টা করিলে কিংবা কোনও কারণ বশতঃ প্রথম সহকারীর প্রতি ক্রোধের ভাব দেখাইলে

তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিত। কয়েদী অতি দুর্ব্বল হইলে কিংবা রোগাক্রান্ত হইয়া চলাচল করিতে অক্ষম হইলে এই প্রহরিগণ তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিত। কয়েদীর শিরশ্ছেদন করিবার সময় ইহারা প্রথম সহকারীর সহায়তা করিত এবং 'হারাকিরি' করিবার পূর্ব্বে ইহারা কয়েদীর দেহের উপরি-ভাগের পরিচ্ছদ খুলিয়া দিত।

সহকারী সর্ব্বদাই তিন জন নিযুক্ত হইতেন। ইঁহারা সকলেই উচ্চ সামুরাই বংশসম্ভূত এবং প্রায়শঃ কয়েদীর বন্ধু কিংবা আত্মিয়-গণের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইতেন। প্রথম অথবা প্রধান সহকারী, কয়েদীর ইচ্ছানুসারেই নিযুক্ত হইতেন; জানি না কি কারণে জাপানী সামুরাইগণ তাঁহাদের প্রিয়জনের হস্তে মৃত্যুকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। মৃত্যু যন্ত্রণা হইতে শীঘ্র ত্রাণ পাইবার জন্যই কি ইঁহারা এই ঘোর বিপদে বন্ধুর সাহায্যের প্রার্থী হন!

'রোগে শোকে শ্মশানেতে সহায় যে হয়,
সেই জন বন্ধু কেহ তার তুল্য নয়।

এই উক্তিটীর অর্থ জাপানী সামুরাইগণই বুঝিয়াছিলেন; নচেৎ কোন্ ব্যক্তি উহার পরম বন্ধুকে হত্যা করিতে পারে?

প্রথম সহকারীকে অবশ্য একাঘাতে কয়েদীর শিরশ্ছেদন করিতে হইত এবং কয়েদীর অনুমতি পাইলে তিনি নিজের তর-বারি ব্যবহার করিতে পারিতেন; নচেৎ কয়েদীর তরবারি ব্যবহার করিবার নিয়ম ছিল। দ্বিতীয় সহকারী একটী কাষ্ঠপাত্রের উপর

ছোট একখানি তরবারি রাখিয়া উহা কয়েদীর হস্তে অর্পণ করি-তেন। কয়েদী উক্ত তরবারি দ্বারা তাঁহার উদর বিদ্ধ করিবা মাত্র প্রধান সহকারী লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিতেন। কখনও কখন কাষ্ঠপাত্রস্থিত তরবারি খানি লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ কালেই কয়েদীর মস্তক কাটিয়া ফেলা হইত। তরবারি লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সহকারিগণ কয়েদীকে উহা লইতে বাধ্য করিতেন, এবং 'হারাকিরি' শেষ হইলে কাটা মুণ্ডটি লইয়া তৃতীয় সহকারী, বিচা-রকগণ এবং যুবরাজের নিকট উপস্থিত করিতেন। অতঃপর পরী-ক্ষান্তে মৃতদেহটীর সমাধি দেওয়া হইত।

একটী প্রকৃত ঘটনা—বর্ত্তমান 'মেজি অব্দের প্রথম বর্ষে অর্থাৎ ১৮৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 'তাকি জেন-জাবুরো' নামক জনৈক রাজকর্ম্মচারী হিয়োগোর বিদেশীয় ব্যবসায়িগণের গৃহে অগ্নি দিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। আইন-বিরুদ্ধ আচরণ করায় সম্রাট্ তাঁহাকে 'হারাকিরি' করিতে আদেশ করেন। এই উৎসবটী 'সেই ফুকুজি' মন্দিরে রাত্রি সাড়ে দশ ঘটিকার সময় সম্পন্ন হয়। বিদেশীয় ব্যবসায়িগণের প্রতিনিধিগণ এই উৎসবে যোগদান করিতে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; এবং যিনি এই ঘটনাটী লিপিবদ্ধ করিয়া-ছেন তিনিও উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"আমরা সাত জন বিদেশীয় প্রতিনিধি মন্দিরে প্রবেশ কালে সম্মুখস্থ রাস্তার দুইধার লোকে লোকারণ্য দেখিলাম। উহার

মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বালিত করিয়া অনেকগুলি সৈন্য তাহা পরিবেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মন্দিরের ভিতরস্থ একটী ঘর আমাদের বিশ্রামের জন্য নিরূপিত করা হইয়াছিল এবং উহার পার্শ্বের ঘরেই প্রধান প্রধান জাপানী কর্ম্মচারিগণ অবস্থান করিতেছিলেন। আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া উপবেশন করিবার কিছুক্ষণ পরে (উৎসব-গৃহে উপস্থিত ব্যক্তিগণের কেহই কোনও সাড়া কিংবা শব্দ না করায় এবং বাহিরের প্রকৃতিদেবী নিস্তব্ধা থাকায়, গভীর নির্জ্জনতা বোধ করিতে লাগিলাম; বোধ হইয়াছিল যেন বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিলাম) হিয়োগোর শাসনকর্ত্তা আমাদের নিকট আগমনপূর্ব্বক আমাদের নাম এবং ধাম লিখিয়া লইলেন এবং আমাদিগকে বলিলেন যে তিনি সম্রাটের প্রতিনিধি স্বরূপ কার্য্য করিবেন। তিনি আমাদিগকে আরও বলিলেন যে এই উপলক্ষে সাত জন জাপানী সাক্ষী নিযুক্ত করা হইবে এবং তাঁহারাই ইঁহার প্রকৃত বিচার করিবেন। অতঃপর কয়েদীকে কিছু বলিবার আছে কি না আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, আমাদের বলিবার কিছুই নাই বলিয়া উত্তর দিলাম।

অনন্তর হিয়োগোর শাসনকর্ত্তা আমাদের নিকট হইতে প্রস্থান করিবার অল্প কিছুক্ষণ পরেই জাপানী সাক্ষিগণের সহিত উৎসব-প্রাঙ্গণে যাইবার জন্য আমাদিগকে আহ্বান করা হইল। তথায় যাইয়া দেখি, এক বিচিত্র ব্যাপারের আয়োজন করা হইয়াছে। কাল রংএর বৃহৎ বৃহৎ স্তম্ভোপরি সংরক্ষিত প্রকাণ্ড

লাট্‌মন্দিরের অত্যুচ্চ ছাদ হইতে বৌদ্ধমন্দিরের ন্যায় অনেকগুলি 'চোচিন' অর্থাৎ কাগজের লণ্ঠন ঝুলাইয়া, উহার সম্মুখে তিন চারি ইঞ্চি উচু করিয়া একটী বেদী প্রস্তুত করা হইয়াছিল। এই বেদীর উপরিভাগ লোহিত বর্ণের কার্পেট দ্বারা আবৃত করা হইয়াছিল এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে শ্বেতবর্ণ মাদুর বিস্তৃত করায় সেই স্থানটি শুচি পবিত্র বলিয়া মনে হইতে লাগিল। উৎসব-প্রাঙ্গণস্থ আলোকগুলি সমস্তই মিট্‌ মিট্‌ করিয়া জ্বলিতে থাকায় সময়ে সময়ে আমাদের মনে ভয়ের সঞ্চারও হইতেছিল। বেদীর দক্ষিণ পার্শ্বে আমাদের এবং আমাদের বামপার্শ্বে জাপানী সাক্ষিগণের বসিবার স্থান করা হইয়াছিল। আমরা সকলে যথাস্থানে উপবিষ্ট হইবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই * 'জেনজাবুরো'

---

* এ স্থলে 'তাকি জেনজাবুরো' না বলিয়া শুধু জেনজাবুরো বলিলাম; কারণ জাপানীরা প্রকৃত নাম ধারণপূর্ব্বক আহ্বান না করিয়া পরিবারিক উপাধির শেষে একটী 'সান্‌' শব্দ যোগ করিয়া সচরাচর ডাকিয়া থাকেন। এই 'সান্‌' শব্দটীর অর্থ বাঙ্গালায় ঠিক্‌ অনুবাদ করা যায় না; কারণ উহা উভয় লিঙ্গেতেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হইলে উহার অর্থ 'মহাশয়'। এই সম্বন্ধে পাঠকবর্গকে আর একটী কথা বলিবার আছে। আমরা এবং জগতের অন্যান্য প্রায় সকল জাতিই যেমন নামের পর পারিবারিক উপাধি যোগ করিয়া থাকি এবং থাকেন, জাপানীরা তাহা না করিয়া সর্ব্বাগ্রে পারিবারিক উপাধি এবং তৎপরে নাম ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং ঠিক্‌ জাপানীভাবে লিখিলে 'জেনজাবুরো তাকি' লেখা উচিত; কারণ 'তাকি' শব্দটীতে নাম বুঝাইতেছে।

উৎসবোচিত উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক ধীরপদে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহার বয়স বত্রিশ বৎসর মাত্র। ইনি বেশ বলিষ্ঠ এবং সুশ্রী পুরুষ। ইঁহার সহিত তিনজন সহকারী কর্ম্মচারী এবং একজন 'কাইসাকু' অর্থাৎ সহকারী ছিলেন। যিনি এই 'হারাকিরি' উৎসবে সহকারীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি 'তাকি জেনজাবুরো'র একজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তরবারি চালনে বেশ সুদক্ষ বলিয়া ইঁহাকেই সহকারী পদে মনোনীত করা হয়।

'তাকি জেনজাবুরো' তাঁহার প্রিয়তম শিষ্যকে বামদিকে করিয়া আস্তে আস্তে জাপানী সাক্ষিগণের নিকটবর্ত্তী হইয়া অতি ভক্তিভরে মস্তক অবনত করিলেন। এবং আমাদের নিকট আসিয়া আমাদিগকে অভিবাদন করিলে পর আমরাও তাঁহাকে যথাযথ সম্মান করিলাম। অতঃপর তিনি অতি ধীরে ধীরে এবং নির্ভীক অন্তঃকরণে বেদীর উপর হাঁটু পাতিয়া উপবেশন করিয়া দুইবার মাত্র মন্দিরাভিমুখী হইয়া অতি ভক্তিসহকারে প্রণত হইলেন। এই সময়ে জনৈক কর্ম্মচারী কাগজে মুড়িয়া একখানি ছোট তরবারি 'জেনজাবুরো'র হস্তে প্রদান করিলেন। এই তরবারিখানি সাড়ে নয় ইঞ্চ লম্বা এবং অতি তীক্ষ্ণ ধারসম্পন্ন। উহা হস্তে ধারণপূর্ব্বক 'জেনজাবুরো' নতশিরে চাহিয়া আমাদিগকে বলিতে লাগিলেন :—

"আমি হিয়োগো এবং কোবের বিদেশীয়গণকে দগ্ধ করিয়া হত্যা করিবার আদেশ দেওয়ায় বাস্তবিকই দোষী। সেই অপরাধের

প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য আজ আমি আপনাদের সম্মুখে আত্ম-হত্যা করিব।”

এই বলিয়া উপস্থিত সকলকে নমস্কারপূর্ব্বক ‘জেনজাবুরো’ তাঁহার শরীরের উপরিভাগের কাপড় খুলিয়া ফেলিলেন এবং যাহাতে মৃত্যুর পর চিৎ হইয়া না পড়েন সেইরূপ ভাবে বসিলেন; কারণ ‘হারাকিরি’ করিবার পর দেহটী উপুড় হইয়া পড়িলে মৃত-ব্যক্তির না কি মান এবং গৌরবের বৃদ্ধি হয়। অতঃপর ‘জেনজাবুরো’ হস্তস্থিত ছোরাখানি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে উদরের বাম-পার্শ্ব বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন এবং দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া বাহির করিয়া পুনরায় উহা উদরে বিদ্ধ করিয়া উপর দিকে টানিয়া তুলিলেন। এই সময়ে তিনি ভয় কিম্বা যন্ত্রণার লেশ মাত্র চিহ্ন প্রদর্শন করেন নাই। শোণিতের ধারায় বেদী প্লাবিত হইতে লাগিল; তৎপ্রতি মূহুর্ত্তের জন্যও দৃক্‌পাত না করিয়া গম্ভীর ভাবে গ্রীবা প্রসারণ করিয়া দিলেন। এই সময়ে মুখে একটু বিষাদের ছায়া দেখা গিয়াছিল বটে; কিন্তু শব্দমাত্র করেন নাই। ইত্যবসরে ‘কাইসাকু’ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং হস্তস্থিত খড়্গ দ্বারা গুরুর মস্তক একাঘাতে কাটিয়া ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিলেন। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ হইল এবং উপস্থিত কেহ কোনও শব্দ করিলেন না। দৃশ্যটী যে কিরূপ ভয়ানক বোধ হইয়াছিল লেখনি তাহা সম্যক্ ব্যক্ত করিতে অক্ষম।

‘কাইসাকু’ আমাদিগকে প্রণাম করিয়া অস্ত্রখানি পরিষ্কার

করিতে লাগিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে উৎসব-প্রাঙ্গণ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

এইক্ষণে হিয়োগোর গভর্ণর অর্থাৎ সম্রাটের প্রতিনিধি আমাদের নিকট আসিয়া বলিলেন যে অপরাধীর শিরশ্ছেদন করিয়া তৎকৃত অন্যায় কার্য্যের সমুচিত দণ্ড দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে আপনারা সচ্ছন্দে থাকিতে পারেন। উৎসব শেষ হইলে আমরা স্ব স্ব ভবনে ফিরিয়া আসিলাম।"

পাঠকবর্গ! শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন যে বর্ত্তমান 'মেজি অব্দে' এই 'হারাকিরি' প্রথা উঠাইবার জন্য জাপান পার্লামেণ্টে প্রস্তাব উত্থাপন করিলে পর দুইশত নয়জন সভ্যের মধ্যে কেবল মাত্র নয় জন সভ্য উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন, বাঁকি দুই শত জন সভ্যই উহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন এবং বলেন যে 'হারাকিরি' অপেক্ষা সম্মানের সহিত মৃত্যু আর হইতে পারে না; সুতরাং কোনও প্রকারে উহা রহিত করা উচিত নহে।

সি জু হিচি গিসি

অর্থাৎ

সাতচল্লিশ জন রোণিন্।

এই গল্পটী উপন্যাসের মত বোধ হইবে, সুতরাং ইহা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখা উচিত যে এটী অমূলক গল্প নহে, একটি প্রকৃত ঘটনা। জাপানী সামুরাইগণ কিরূপ প্রভু-ভক্ত এবং তাঁহাদের প্রভুর শত্রুকে বিনষ্ট করিবার জন্য কিরূপ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তাহা এই বিবরণটি পাঠ করিলে সহজেই প্রতীয়মান্ হইবে। আধুনিক পাঠশালার পাঠ্য-পুস্তকে এই ঘটনাটি চিত্রিত করিয়া সুকুমারমতি বালকবালিকাদিগকে শত্রু-কৃত হিংসা কিংবা অনিষ্টের প্রতিশোধ লইতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই 'সি জু হিচি গিসি নো হানাসি' অর্থাৎ সাতচল্লিশ জন রোণিনের গল্প জানেন না এমন লোক জাপানে একজনও নাই। রঙ্গালয়ে গেলে ইহার অভিনয় দেখিবেন, পাঠশালায় গেলে ইহা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রত্যেক তন্ত্রীতে গ্রন্থিত দেখিতে পাইবেন; জাপানী গৃহস্থের বাটিতে গেলে মাতা এবং ঠাকুরমাতার মুখে শিশুগণকে এই গল্প বলিতে শুনিবেন। বস্তুতঃ জাপানের যেথানে যাইবেন সেই খানেই এই Spirit বিদ্যমান্ দেখিবেন।

'রোণিন্' বলিলে সাধারণতঃ যাহা বুঝায় পাঠকবর্গ তাহা অবগত্ব আছেন। অনেক সময়ে প্রভু গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক 'হারাকিরি' করিতে আদিষ্ট হইলে সামুরাইগণ 'রোণিন্' হইয়া বাহির হন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত অতি দীনভাবে কাল যাপন করেন। এতদ্ব্যতীত প্রভু কাহারও দ্বারা অপমানিত কিম্বা আহত হইলে, সামুরাইগণ প্রভুর উক্ত শত্রুর প্রতিশোধ না লওয়া পর্য্যন্ত কোনও মতে নিরস্ত থাকিতেন না। এই সময়ে ইঁহারা রোণিন্ বলিয়া অভিহিত হইতেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জাপানের অন্তর্গত হারিমা প্রদেশে 'আসানো তাকুমি নো থামি' (অতঃপর সংক্ষেপে আসানো বলা যাইবে) নামক জনৈক লর্ড 'আকো' দুর্গে বাস করিতেন। একদা সম্রাট্ তাঁহার প্রতিনিধিকে ইয়েদোব (আধুনিক তোকিও) সোগুণের নিকট প্রেরণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায়, 'আসানো' এবং 'কামেই সামা' নামক আর একজন লর্ড, উক্ত প্রতিনিধিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য নিযুক্ত হন। ইঁহারা উভয়েই উচ্চ কর্ম্মচারীর প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হয় তাহা অনবগত থাকায়, 'কিরা কৎসুকে নো সুকে' (আমি ইঁহাকে সংক্ষেপে 'কৎসুকে' বলিব) নামক জনৈক বৃদ্ধের হাতে তাঁহাদের শিক্ষার ভার অর্পিত হয়। অতঃপর ইঁহারা প্রত্যহ 'কৎসুকে'র দুর্গে শিক্ষার্থে যাইতে লাগিলেন; কিন্তু 'কৎসুকে' অত্যন্ত অর্থলোভী হওয়ায় পুরস্কারাদি দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল। সুতরাং তিনি সৎশিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক, ইঁহা-

দিগকে এমনই কুশিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন যে উক্ত যুবকদ্বয় যেখানে যাইতেন সেইখানেই অপমানিত এবং অপদস্থ হইতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত বৃদ্ধের অমানুষিক অত্যাচারে উভয়েই কিছু দিনের মধ্যে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। কর্ত্তব্যানুরোধে 'আসানো' সমস্তই অম্লান বদনে সহ্য করিতেন। কিন্তু 'কামেই সামা' অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া অবশেষে কৎসুকেকে হত্যা করিতে মনস্থ করিলেন।

অতঃপর একদিন রাত্রিতে 'কৎসুকে'র দুর্গ হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া 'কামেই সামা' তাঁহার পারিষদবর্গকে আহ্বান করিয়া বলিলেন :—

"কৎসুকে আমাদিগকে সদ্ব্যবহার-শিক্ষা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; কিন্তু অজ্ঞাতসারে আমাদিগকে বিপরীত শিক্ষা দেওয়ায় আমরা সম্রাটের প্রতিনিধির সমীপে যথেষ্ট অপমানিত হইয়াছি। ক্রোধান্ধ হইলেও আমি তাঁহাকে দুর্গের ভিতর হত্যা করি নাই; কারণ তাহা হইলে আমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি সরকারে বাজে আপ্ত হইয়া যাইত এবং আমিও সেইখানেই জীবন হারাইতাম। আগামী কল্য তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য আমি কৃতসংকল্প হইয়াছি। এ বিষয়ে আমি কাহারও উপদেশ শুনিব না; সুতরাং আপনারা কোনও বাধা দিবেন না বলিয়া আশা করি। এই বলিতে বলিতে তাঁহার মুখমণ্ডল এবং গণ্ডস্থল রক্তিম বর্ণ হইয়া উঠিল।

'কামেই সামা'র পারিষদবর্গের মধ্যে একজন বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ ছিলেন। কুসংকল্প হইতে প্রভুকে ফিরাইতে চেষ্টা করা বৃথা দেখিয়া তিনি বলিলেন :—

"প্রভুর কথাই আইন, আপনি যাহা অভিপ্রায় করিবেন তাহাই হইবে। 'কৎসুকে'র হত্যার জন্য যাহা করা আবশ্যক অবিলম্বে করা হইতেছে। আগামী কল্য কৎসুকে যদি পুনরায় আপনার সহিত রূঢ় ব্যবহার করেন তবে তাঁহাকে নিশ্চয়ই হত্যা করিতে হইবে"।

অনন্তর প্রভুর দুরভিসন্ধির বিনাশ সাধনার্থে তিনি নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার মনে পড়িল যে কৎসুকে যেরূপ অর্থলোলুপ তাহাতে কিছু অর্থ ব্যয় করিলেই এ বিষয়ের সুমীমাংসা হইয়া যাইবে। এই স্থির করিয়া তিনি সেই রাত্রিতেই ২১০০ আউন্স অর্থাৎ প্রায় একমণ পঁচিশ সের রৌপ্য লইয়া 'কৎসুকে'র দুর্গে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার অনুচরবর্গকে আহ্বান করিয়া বলিলেন :—

"আমার প্রভুর শিক্ষার্থে 'কৎসুকে' মহোদয় বহু পরিশ্রম এবং কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। অতি যত্ন সহকারে প্রভুকে শিক্ষা দেওয়ায় তিনি সন্তুষ্ট হইয়া এই পারিতোষিক প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা অতি অকিঞ্চিৎকর হইলেও, 'কৎসুকে' মহোদয়কে গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ ইহা অতি ভক্তিসহকারে প্রদত্ত হইতেছে। এই বলিয়া তিনি পাঁচ সের রৌপ্য অনুচরবর্গকে

প্রদান করিলেন এবং বাঁকি দেড় মণ'কৎসুকে'কে দিবার জন্য ইঁহাদের হস্তে অর্পণ করিলেন। 'কৎসুকে' মুদ্রা দর্শনে অতি সন্তুষ্ট হইয়া বাহককে স্বকক্ষে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন যে আগামী কল্য হইতে 'কামেই সামা'কে অতি যত্ন সহকারে শিক্ষা দিবেন। অভীষ্ট সিদ্ধ হইল দেখিয়া 'কামেই সামা'র পরিষদ প্রফুল্ল চিত্তে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

'কামেই সামা' এ সমস্ত ঘটনার কিছুই জানিতেন না, সুতরাং শত্রু বিনাশের পন্থা ভাবিতে ভাবিতে সে রাত্রিতে তিনি আর নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। অতঃপর রাত্রি প্রভাত হইলে 'কৎসুকে'কে হত্যা করিবার জন্য তিনি যথোপযুক্ত সজ্জিত হইয়া তাঁহার দুর্গে উপস্থিত হইলেন। তথায় যাহা দেখিলেন তাহা অতি বিস্ময়কর। দেখিলেন, 'কৎসুকে'র পূর্ব্ববৎ রূঢ়াচরণ আর নাই। তিনি অতি ভদ্র এবং শান্ত হইয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার ভদ্রতাতে আজ 'কামেই সামা'কে মুগ্ধ হইতে হইয়াছিল। 'কামেই সামা'র সহিত সাক্ষাৎ হইবা মাত্র 'কৎসুকে' বলিতে লাগিলেন :—

"কামেই সামা, আজ আপনি বড়ই প্রত্যূষে এখানে আসিয়াছেন। শিক্ষার প্রতি আপনার অনুরাগ দেখিয়া আমি অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। আজ আমি আপনাকে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় শিক্ষা দিব। এত দিন পর্য্যন্ত আপনার প্রতি যে অসৎ ব্যবহার করিয়াছি তজ্জন্য অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি স্বভাবতঃ একটু রূঢ় প্রকৃতির লোক, সুতরাং নিজগুণে আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।"

বৃদ্ধ কৎসুকের মুখ হইতে হঠাৎ এরূপ বিনয়পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া 'কামেই সামা'র মন বিগলিত হইয়া গেল এবং তিনি বৃদ্ধকে হত্যা করিবার সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। এইরূপে তাঁহার পরিষদের চতুরতায় এবং বুদ্ধির কৌশলে কামেই সামা আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরেই 'আসানো' দুর্গে আসিয়া উপস্থিত হইলে 'কৎসুকে' তাঁহাকে নানারূপ বিদ্রূপ এবং উপহাস করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি 'কৎসুকে'কে এ যাবৎ উল্লেখ যোগ্য কোনও পুরষ্কার বা উপঢৌকন না দেওয়ায়, তাঁহার প্রতি অসদ্ব্যবহারের মাত্রাটী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনন্তর তাঁহাকে অতি-শয় নিরীহ দেখিয়া দয়া প্রকাশ করা দূরে থাকুক তাঁহাকে ক্রমশঃ ঘৃণার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। একদা কৎসুকে 'আসা-নো'কে বলিলেন "আমার জুতার ফিতা খুলিয়া গিয়াছে, বাঁধিয়া দাও।" এই বলিতে বলিতে জুতা আসানোর সম্মুখে ধরিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া ক্রোধানলে জ্বলিতে জ্বলিতে 'আসানো' জুতার ফিতা বাঁধিয়া দিলেন; কিন্তু বৃদ্ধ কৎসুকে ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "তুমি অতি জঘন্য জীব, জুতার ফিতাও বাঁধিতে শেখ নাই। তুমি একটী গণ্ড গ্রামের অসভ্য, ইয়োদোর আচার ব্যবহার কিছুমাত্র জান না।"

আসানো এতদিন সমস্ত সহ্য করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু এবার তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "মহাশয় একটু অপেক্ষা করুন, চলিয়া যাইতেছেন কেন?"

"কি বলিতে চাও" বলিয়া কৎসুকে যেমন ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, অমনি 'আসানো' তাঁহার হস্তস্থিত ছোরা দ্বারা বৃদ্ধকে আঘাত করিলেন। মস্তকে উষ্ণীষ থাকায় আঘাতটী কপালে সামান্য মাত্র লাগিয়াছিল এবং চিরকালের জন্য তথায় একটী দাগ হইয়া রহিল। অনন্তর বৃদ্ধ প্রাণভয়ে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু আসানো তাঁহার পশ্চাৎ অনুধাবন করিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া আর একবার ছোরা নিক্ষেপ করিলেন। এবারে ছোরা খানি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় একটী স্তম্ভে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। ইত্যবসরে 'কৎসুকে'র জনৈক কর্ম্মচারী 'আসানো'কে ধৃত করিলে 'কৎসুকে, 'যঃ পলায়তে স জীবতি' করিলেন।

অনন্তর আসানো 'কৎসকে'কে হত্যা করিবার চেষ্টা করার অপরাধে অভিযুক্ত হন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ সপ্রমাণিত হওয়ায় তাঁহার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি গভর্ণমেণ্ট বাজে আপ্ত করিয়া তাঁহাকে 'হারাকিরি করিবার আদেশ দিলেন। তাঁহার পরিষদ এবং অনুচরবর্গের মধ্যে কেহ অন্য 'দাইমিয়'র অধীনে কার্য্য গ্রহণ করিলেন, কেহ বা ব্যবসায়ী হইয়া জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করিতে মনস্থ করিলেন।

'ওইসি কুরানুসোকে' (আমি সংক্ষেপে, 'ওইসি' বলিব) নামক আসানোর প্রধান পরিষদ অপর ৪৬ জন অনুচরের সহিত মিলিত হইয়া 'কৎসুকে'কে হত্যা করিয়া প্রভুর মৃত্যুর পরিশোধ লইবার জন্য দলবদ্ধ হইলেন। 'ওইসি' মহোদয় একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দুর্গে উপস্থিত থাকিলে তাঁহার প্রভুর

এরূপ বিপত্তি কখনই ঘটিত না। তিনিও কিছু অর্থ দিয়া 'কৎ-সুকে'কে বশ করিতে পারিতেন ; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইনি সেই সময়ে অনুপস্থিত ছিলেন। তাই এই লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, এই ৪৭ জন রোণিন্ হইয়া প্রভুর মৃত্যুর পরিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর হইলেন। 'কৎসুকে' এই সংবাদ পাইয়া বড় ভীত হইলেন এবং তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর দুর্গ পাহারা দিবার জন্য তাঁহার শ্বশুর মহাশয় অনেকগুলি প্রহরী দিলেন। কৎসুকের ভয় অপেক্ষাকৃত কম হইল বটে ; কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া 'ওইসি'র গতিবিধি অবলোকন করিবার জন্য কতকগুলি গুপ্তচর নিযুক্ত করিলেন। সুদক্ষ এবং বিশ্বাসী প্রহরীদ্বারা কৎসুকের দুর্গ সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত থাকায়, রোণিন্‌গণ উহা আক্রমণ করিবার সুবিধা পাইলেন না। কৎসুকে যাহাতে নিশ্চিন্ত হইয়া প্রহরীর সংখ্যা হ্রাস করেন তাঁহারা সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দলভঙ্গ হইয়া এক এক জন এক এক দিকে চলিয়া গেলেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ মিস্ত্রী, কেহ রাজমিস্ত্রী, কেহ বা সওদাগর সাজিয়া কাল হরণ করিতে লাগিলেন। 'ওইসি' কিয়োতো নগরের এক জঘন্য স্থানে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। 'কৎসুকে'র গুপ্তচরদিগের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা সুরা পান এবং বেশ্যালয়ে গমন আরম্ভ করিলেন। বস্তুতঃ তিনি এরূপভাবে সুরা এবং বেশ্যাসক্ত হইয়া পড়িলেন যে সময়ে

সময়ে নেশার ঘোরে রাস্তায় পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকিতেন। পথিকেরা তাঁহার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া নানারূপ ব্যঙ্গ করিত। একদা তিনি নেশার ঝোঁকে রাস্তায় পড়িয়াছিলেন, এমন সময়ে একজন সাৎসুমাবাসী লোক সেই দিক্ দিয়া যাইতে-ছিলেন। তিনি 'ওইসি'র এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—

"এই কি আসানোর প্রধান মন্ত্রী? ও হে বর্ব্বর, প্রভুর মৃত্যুর পরিশোধ না লইয়া সুরা ও বেশ্যাসক্ত হইয়া রাস্তায় পড়িয়া আছ? তুমি বিশ্বাসঘাতক পশু, আজ সামুরাই এর পবিত্র নামে কলঙ্ক দিতে বসিয়াছ।" এই বলিয়া তিনি ধূলাবলুণ্ঠিত 'ওইসি'র মুখে পদাঘাত করিয়া তাঁহার গাত্রে থুৎকার দিয়া চলিয়া গেলেন। কৎসুকে গুপ্তচরের নিকট হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বিপদ্‌পাতের আর কোনও আশঙ্কা নাই মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

ইহার পর আর এক দিন 'ওইসি'র ধারণাতীত শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বলিলেন, "স্বামিন্, আপনি বলিয়াছিলেন যে শত্রু বিনাশ করিবার জন্য আপনি এই উপায় অবলম্বন করিবেন; কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি ঠিক্ তাহার বিপরীত। আপনার পতন অবশ্যম্ভাবী, তবে এখনও সময় আছে।" 'ওইসি' উত্তর করিলেন, "তুমি আমাকে বিরক্ত করিও না, আমি তোমার উপদেশ চাই না। যদি আমার আচরণ তোমার অসহ্য হইয়া থাকে, তুমি যথেচ্ছা যাইতে পার।

আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম। বাজারে কত সুন্দরী যুবতী বেশ্যা আছে, আমি তাহাদিগকে লইয়া সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদে দিন যাপন করিব। আমি বৃদ্ধা স্ত্রী দেখিতে দেখিতে বিরক্ত হইয়াছি, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।”

এই বলিয়া ‘ওইসি’ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলে, তাঁহার স্ত্রী অতি ভীতা হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, “প্রভু, স্বামিন্, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি বিশ বৎসর আপনার চরণ সেবা করিয়া আপনার অনুগ্রহে তিনটী পুত্ররত্ন পাইয়াছি, আপনার রোগে এবং শোকে সর্ব্বদাই চরণ সেবা করিয়া আসিতেছি। অতএব হে প্রভু, আমাকে বাটী হইতে বাহির করিবেন না। অপরাধ ক্ষমা করুন।”

ওইসি বলিলেন, “বৃথা বিলাপ করিয়া কোনও ফল নাই। আমি যাহা বলিয়াছি, অবশ্যই হইবে। তুমি তোমার পথ দেখ, ছেলে গুলি যখন তোমারই বাধ্য, তখন তুমি তাহাদিগকে লইয়া যাইতে পার।” ওইসির স্ত্রী স্বামীরএই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কাতরা হইলেন এবং স্বামীর ক্রোধ অপনয়ন করিবার জন্ম জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ওইসির মন টলিল না; তিনি অবিচলিত চিত্তে পুত্রকে বলিলেন, “ইচ্ছা করিলে তুমিও তোমার গর্ভধারিণীর সঙ্গে যাইতে পার।”

উপায়ন্তর না দেখিয়া ওইসির স্ত্রী জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পিতার নিকট রাখিয়া অপর দুই জনকে সঙ্গে লইয়া পিত্রালয়ে গমন করিলেন। জেষ্ঠ পুত্রের নাম ‘চিকারা’।

গুপ্তচরের মুখে ওইসির এই সমস্ত পাশবোচিত ব্যবহার, শুনিয়া কৎসুকে ভাবিলেন তাঁহার আর ভীত হইবার কোনও কারণ নাই। সুতরাং তাঁহার শ্বশুরের অনুচরবর্গের প্রায় অর্দ্ধেক ফিরাইয়া দিলেন এবং অজ্ঞাতসারে ওইসির বিস্তৃত জালে পতিত হইবার উপক্রম করিলেন্।

ওইসির কি অকপট প্রভুভক্তি! আজ প্রভুর জন্য তিনি কি না করিলেন? প্রাণাধিক্ স্ত্রীপুত্রকেও পরিত্যাগ করিতে তিনি মনে দ্বিধা মাত্র করিলেন না! জাপানের ইতিহাসে তাঁহার কীর্ত্তি সুবর্ণাক্ষরে লিখিত আছে এবং থাকিবে।

এদিকে অপর ৪৬ জন রোণিনের কেহ মিস্ত্রী, কেহ তাহার সহকারী কুলি হইয়া কেহ বা জুতা মেরামত করিবার ছলে কৎসুকের দুর্গের ভিতরে প্রবেশ লাভ করিয়া দুর্গের সর্ব্বত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দুর্গস্থিত প্রহরিগণের মধ্যে কে কে সাহসী এবং তাহারা কে কোথায় কি কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, এ সমস্ত বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহারা ওইসির নিকট লিখিয়া পাঠাইতেন। ওইসি প্রতিশোধের দিন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে বুঝিয়া কিয়োতো হইতে পলায়ন করিয়া ইয়েদোয় গমন করিলেন। কৎসুকের গুপ্তচর ইহার কিছুই জানিতে পারিল না। অনন্তর ওইসি অপর ৪৬ জনের সহিত মিলিত হইয়া প্রভুর শত্রু বিনাশের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ডিসেম্বর মাসে জাপানে অতি অসহনীয় শীত। ঐ সময়ে দিবারাত্রি তুষার পড়িতে থাকে এবং রাত্রিতে দুর্জ্জয় ঠাণ্ডাতে

কেহ বাহির হইতে পারে না। একদা রাত্রিতে অত্যন্ত তুষার পাতের পর, যখন সকলে শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে শান্তিসুখানুভব করিতেছিল, তখন এই ৪৭ জন বীরপুরুষ কৎসুকের দুর্গে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অনন্তর দুর্গে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা দুই দলে বিভক্ত হইলেন। এক এক দলে ২৩ জন রোণিন্। যে দল সম্মুখদ্বার দিয়া দুর্গে প্রবেশ করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল তাহার নেতা হইলেন 'ওইসি' স্বয়ং। আর দুর্গের পশ্চাৎ দ্বার হইতে আক্রমণ করিবার দলেরনেতা হইলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র চিকারা ইনি ষোড়শ বর্ষীয় যুবক হইলেও খড়্গ চালনে ইতিমধ্যেই সুদক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

অতঃপর প্রকৃত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে রোণিন্গণ নিম্ন লিখিতরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

(১) 'ওইসি'র আদেশানুসারে রণবাদ্য বাজানো হইলেই সকলকে একযোগে দুর্গ প্রবেশ করিতে হইবে।

(২) 'কৎসুকে'র শিরশ্ছেদন করিয়া উহা 'সেনগাকুজি' মন্দিরে লইয়া যাইতে হইবে।

(৩) অভীষ্টসিদ্ধ হইলে অর্থাৎ শত্রুর বিনাশ সাধন হইলে গভর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের দোষ স্বীকার করিয়া সংবাদ প্রেরণ করিতে হইবে এবং উহার আদেশ পাইলে সকলকেই 'হারাকিরি' সম্পন্ন করিতে হইবে।

অবশেষে 'ওইসি' অপর ৪৬ জন রোণিন্কে আহ্বান

করিয়া বলিলেন, "অদ্য রাত্রিতে আমরা শত্রুর দুর্গ আক্রমণ করিতে যাইতেছি; তাঁহার অনুচরবর্গ অবশ্যই আমাদিগকে বাধা দিবে; সুতরাং আমরা তাঁহাদিগকেও হত্যা করিতে বাধ্য হইব। কিন্তু যাহাতে কোনও নির্দ্দোষী, দুর্ব্বল কিংবা অবলার প্রতি অত্যাচার করা না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রোণিনগণ সকলে তাঁহাকে একমুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং অতি উদ্বিগ্নচিত্তে দ্বিপ্রহর রাত্রির আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া আসিলে প্রবল ঝটিকা আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে তুষারপাত হইতে লাগিল। রোণিনগণ এই দারুণ শীতেও বিচলিত হইলেন না। তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া 'কৎসুকে'র দুর্গের সম্মুখীন হইলেন। অতঃপর পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট-মতে তাঁহারা দুই দলে বিভক্ত হইলে পর ৪ জন রোণিন্ রজ্জুর সাহায্যে ফটক অতিক্রম করিয়া দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং দ্বারবানের নিকট সদর দরজার চাবি চাহিলেন। দ্বারবান্ বলিল "চাবি আমার নিকট নাই, কর্ম্মচারিগণের নিকট আছে, উহা এক্ষণে পাওয়া সুকঠিন।" অনন্তর রোণিনগণ তাহার হস্ত পদ বন্ধন করিলে সে কম্পিত কলেবরে জীবন ভিক্ষা চাহিল। রোণিনগণ তাহাকে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করিয়া ক্ষমা করিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহারা হাতুড়ী দ্বারা সদর দ্বার ভঙ্গ করিয়া দেখেন 'ওইসি'পুত্র চিকারা, তাঁহার অধীনস্থ ২৩ জন রোণিনের সঙ্গে অন্দরদ্বার দিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। অতঃপর প্রতি-

বেশিগণকে তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা জানাইবার জন্য দূতদ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন ঃ——

"আমরা 'আসানো'র অনুচর। প্রভুর মৃত্যুর পরিশোধ লইবার জন্য আমরা এক্ষণে 'কৎসুকে'র দুর্গ আক্রমণ করিব। আমরা দস্যু নহি; সুতরাং আপনাদের ভয়ের কোনও কারণ নাই। আপনারা নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতে পারেন।"

এই প্রতিবেশিগণ অর্থপিশাচ 'কৎসুকে'কে অত্যন্ত ঘৃণা করিত; সুতরাং কেহই তাঁহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইল না।

এদিকে 'কৎসুকে'র কোনও অনুচর যাহাতে সাহায্যার্থে বাহিরে না যাইতে পারে তজ্জন্য 'ওইসি' প্রাঙ্গণের চারিকোণে ধনুর্ব্বান হস্তে চারি জন রোণিন্‌কে দণ্ডায়মান থাকিতে বলিলেন। এই চারিজন যে কেহ দুর্গের বাহিরে যাইতে চেষ্টা করিতেছিল তাহাকেই হত্যা করিতে আদিষ্ট হইলেন। এইরূপে সমস্ত বন্দোবস্ত যথাবিধি স্থিরীকৃত হইলে 'ওইসি' স্বহস্তে ঢোল বাজাইয়া দুর্গ আক্রমণের আদেশ প্রচার করিলেন।

'কৎসুকে'র কতিপয় অনুচর দুর্গমধ্যে অকস্মাৎ রণবাদ্য শ্রবণ করিয়া জাগরিত হইল এবং রোণিন্‌দিগকে দেখিবামাত্র তাঁহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে রত হইলে, ঠিক্ সেই সময়ে 'চিকারা' তাঁহার দল লইয়া উদ্যানের ভিতর দিয়া দুর্গের পশ্চাৎ দিক্ আক্রমণ করিলে, 'কৎসুকে' প্রাণভয়ে সপরিবারে বারান্দাসংলগ্ন একটী সংকীর্ণ নিভৃত ঘরে লুক্কায়িত হইলেন।

ইত্যবসরে 'কৎসুকে'র অন্যান্য অনুচরগণ সজ্জিত হইয়া

যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইল। সর্ব্ব প্রথম যে কয়জন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহারা সকলেই রোণিন্‌গণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া আহত হইয়াছিল; কিন্তু এক জন রোণিন্‌ও এই যুদ্ধে হত হন নাই। এ কারণে তাঁহারা দ্বিগুণ উৎসাহে আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই তাঁহারা 'চিকারা'র দলের সহিত মিলিত হইলেন।

এইবার রোণিন্‌গণের সহিত 'কৎসুকে'র অনুচরগণের এক ভীষণ যুদ্ধারম্ভ হইল। 'কৎসুকে'র অনুচরগণ যুদ্ধ করিয়া রোণিন্‌দিগকে পরাস্ত করা অসম্ভব দেখিয়া 'কৎসুকে'র শ্বশুরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে সংকল্প করিলেন। কিন্তু দূত কি প্রকারে দুর্গের বাহিরে যাইবে? যে বাহির হইতে যাইতেছিল, তাহাকেই প্রাঙ্গণের কোণস্থিত রোণিন্‌গণ শরক্ষেপে সংহার করিতে লাগিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া অনুচরবর্গ হতাশ হইয়া পুনরায় যুদ্ধে রত হইল। এই সময়ে 'ওইসি' উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কৎসুকেই আমাদের প্রভুর একমাত্র শত্রু। তোমরা যে কেহ একজন তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে এখানে আনয়ন কর।"

'কৎসুকে'র শয়নকক্ষের দ্বারে তিন জন সুদক্ষ সাহসী প্রহরী খড়্গ হস্তে দণ্ডায়মান ছিল। তাহারা রোণিন্‌গণের সহিত অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিল এবং কয়েকবার পরাস্ত করিবারও উপক্রম করিয়াছিল। ইহা দেখিয়া 'ওইসি' ক্রোধে দন্ত কড়মড় করিয়া বলিতে লাগিলেন:—"একি! তোমরা সকলেই না

প্রভুর মৃত্যুর পরিশোধ লইবার জন্য প্রাণপাত করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তবে তিন জন লোকের দ্বারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেছ কেন ? তোমরা অতি কাপুরুষ, তোমাদের সহিত কথা বলাও উচিত নহে। তোমরা কি ভুলিয়া গিয়াছ যে প্রভুর জন্য প্রাণপাত করা অপেক্ষা তাঁহার অনুচরদের আর কিছুই অধিকতর গৌরবের বিষয় নাই ?”

তৎপরে স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র 'চিকারা'কে আহ্বান করিয়া অতি গম্ভীরস্বরে বলিলেন :—“ চিকারা, হয় এই তিন ব্যক্তিকে সংহার কর, নচেৎ তুমি উহাদের হস্তে প্রাণ সমর্পণ কর।”

পিতার এই তিরস্কার মিশ্রিত উৎসাহপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া চিকারা ক্ষিপ্ত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া শত্রুদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই প্রহরিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে 'চিকারা' উদ্যানস্থিত এক পুষ্করিণীর মধ্যে পতিত হওয়ায় জনৈক প্রহরী যেমন তাঁহাকে কাটিবার জন্য খড়গ উত্তোলন করিল অমনি 'চিকারা' তাহার পদযুগল কাটিয়া ফেলিলেন। অনন্তর প্রহরী ভূতলে পতিত হইলে 'চিকারা' পুষ্করিণী হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উঠিয়া তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। এদিকে অপর দুই জন প্রহরীও রোণিনগণের হস্তে প্রাণ হারাইয়াছিল। এক্ষণে কৎসুকের যুদ্ধোপযোগী লোক আর না থাকায় 'চিকারা' নিঃসন্দেহচিত্তে 'কৎসুকে'র শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিয়াও 'কৎসুকে'র কোনও চিহ্ন পাইলেন না। এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে 'কৎসুকে'র শয়নকক্ষ তল্লাস করিয়া দেখিবার

সময় তদীয় পুত্র 'চিকারা'র সহিত কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করেন এবং পরাভূত হইয়া অচিরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন।

'কৎসুকে'কে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য 'ওইসি' রোণিন্-দিগকে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করিলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা 'কৎসুকে'র কোনও অনুসন্ধান পাইলেন না। তাঁহারা যে দিকে যাইতে লাগিলেন সেই দিকেই স্ত্রীলোক এবং বালকবালিকাদের করুণ রোদন শুনিতে লাগিলেন। অবশেষে রোণিন্‌গণ হতাশ হইয়া 'হারাকিরি' করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই সময়ে 'কৎসুকে'কে ভালরূপে আর একবার অনুসন্ধান করিবার জন্য 'ওইসি' প্রস্তাব করিলেন; এবং তিনি স্বয়ং 'কৎসুকে'র শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার বিছানায় হাত দিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলেন। উহা অল্প অল্প গরম থাকায় তিনি রোণিন্‌দিগকে ডাকিয়া বলিলেন—" 'কৎসুকে'র বিছানা যখন এখনও পর্য্যন্ত গরম আছে তখন তিনি নিশ্চয়ই এখানেই কোথায় লুক্কায়িত আছেন।" এই কথা শুনিয়া রোণিন্‌গণ পুনরায় কৎসুকের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

'কৎসুকে'র শয়ন কক্ষে একখানি প্রকাণ্ড ছবি ঝুলানো ছিল, এবং উহার পশ্চাতে এক সুড়ঙ্গ একটী অন্ধকারময় কাঠ এবং কয়লার ঘরের সহিত সংলগ্ন দেখিয়া রোণিন্‌গণ উহার ভিতর একে একে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। এই ঘরের এককোণে দুইজন প্রহরী বেষ্টিত হইয়া 'কৎসুকে' লুকাইয়া ছিলেন। রোণিন্-গণ ঘরে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে প্রহরীদ্বয়কে সংহার করিলেন,

তৎপরে 'কৎসুকে'র সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বার্দ্ধক্য হেতু 'কৎসুকে' সহজেই পরাস্ত হইয়া শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। অনন্তর বন্দী, 'কৎসুকে' কি না তাহা প্রমাণ করিবার জন্য 'ওইসি' একটী লণ্ঠন লইয়া বৃদ্ধের মুখের সম্মুখে ধরিয়া দেখিলেন 'আসানো' ছোরা দ্বারা তাঁহার কপালে যে আঘাত করিয়াছিলেন তাহার স্পষ্ট দাগ তখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। এতদ্দর্শনে বন্দী যে 'কৎসুকে' তদ্বিষয়ে কাহারও আর কোনও সন্দেহ রহিল না।

রোণিন্‌গণ 'কৎসুকে'র নাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহার কোনও উত্তর দিলেন না। অতঃপর 'ওইসি' সসম্ভ্রমে 'কৎসুকে'র সম্মুখে জানুপাতিয়া উপবেশন করিয়া করজোড়ে বলিতে লাগিলেন ঃ—

"আমরা 'আসানো'র অনুচর। গত বৎসর আপনার সহিত বিবাদ করায় আমাদের প্রভুকে 'হারাকিরি' সম্পন্ন করিতে হইয়াছে এবং তাঁহার সমস্ত বিষয়াদি গভর্ণমেণ্টে বাজে আপ্ত হইয়া গিয়াছে। অদ্যকার রাত্রিতে আমরা প্রভুর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছি; কারণ এরূপ করা অনুচরগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। আশা করি, আপনি আমাদের এই সদুদ্দেশ্যের অনুমোদন করিবেন এবং স্বহস্তে 'হারাকিরি' সম্পন্ন করিয়া আমাদিগকে চিরবাধিত করিবেন। আমি আপনার সহকারীর কার্য্য করিব। আপনার ছিন্ন মস্তক লইয়া আমরা 'আসানো'র সমাধিস্থলে পূজা দিব।"

'কৎসুকে'র 'থরহরি কম্প' উপস্থিত হইল এবং তিনি নির্ব্বাক

রহিলেন। 'ওইসি' বারংবার তাঁহাকে স্বহস্তে 'হারাকিরি' করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু বৃদ্ধের কর্ণে তাহা প্রবেশ করিল না। রোণিনগণ যখন দেখিলেন যে বারংবার অনুরোধ করা সত্বেও 'কৎসুকে' স্বহস্তে 'হারাকিরি' সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত নহেন, তখন তাঁহারা 'ওইসি'র পরামর্শ চাহিলেন। 'ওইসি' নিজে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিবেন বলিলে রোণিনগণ ক্ষান্ত হইলেন এবং অবিলম্বে শুভকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য 'ওইসি'কে অনুরোধ করিলেন। নিমেষমধ্যে 'কৎসুকে'র গর্ব্বিত মস্তক ধূলায় লুণ্ঠিত হইল। যে ছোরা দ্বারা 'আসানো' 'হারাকিরি' করিয়াছিলেন, আজ সেই ছোরাই তাঁহার শত্রুর শিরশ্ছেদন করিল।

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া রোণিনগণ 'যৎপরোনাস্তি' উল্লাসিত হইলেন এবং 'কৎসুকের' ছিন্ন মস্তক লইয়া সানন্দে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। দুর্গ হইতে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে রোণিনগণ যেখানে যেখানে অগ্নি এবং আলো ছিল তাহা সমস্ত নির্ব্বাপিত করিলেন; কারণ ঐ সমস্ত অগ্নি প্রতিবেশীদের গৃহে লাগিবার সম্ভাবনা ছিল।

অনন্তর রক্তাক্ত কলেবর রোণিনগণ 'সেনগাকুজি' মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথেই রাত্রি ভোর হইয়া গেল। রোণিনগণের এই বীরোচিত কার্য্য অনুমোদন করিয়া রাস্তার দুধারে অসংখ্য লোক দণ্ডায়মান হইয়া গেল এবং সমস্বরে তাঁহাদিগকে অকপট প্রভুভক্তির জন্য প্রশংসা করিতে লাগিল।

অবশ্য রাস্তা দিয়া গমনকালে রোণিনগণ প্রতি মুহূর্ত্তেই 'কৎসুকে'র শ্বশুরের অনুচর দ্বারা আক্রান্ত হইবার শঙ্কা করিতেছিলেন এবং তদনুসারে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। শত্রুগণ 'কৎসুকে'র মস্তক কাড়িয়া লইতে সমর্থ হইলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ 'হারাকিরি' করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কেহই ইঁহাদের আর কোনও বাধা দেয় নাই।

রোণিনগণের এই অদ্ভুত বীরত্ব-কাহিনী নিমেষমধ্যে সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া পড়িল এবং দুইজন 'দাইমিয়' তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। ভৃত্য মুখে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া 'কৎসুকে'র শ্বশুর মহাশয় অনুচর পাঠাইতে নিরস্ত হইলেন। একজন 'দাইমিয়' রোণিনগণের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া স্বীয় দুর্গে তাঁহাদিগকে আহ্বান করেন এবং তাঁহাদের সহিত চা এবং সুরা পান করিয়া নিজকে চরিতার্থ মনে করেন।

অতঃপর রোণিনগণ 'সেনগাকুজি' মন্দিরে পৌঁছিলে কূপজলে 'কৎসুকে'র মস্তক ধৌত করিয়া উহা প্রভুর সমাধির পার্শ্বে স্থাপন করিলেন, এবং মন্দিরের পুরোহিতকে ডাকিয়া মন্ত্রপাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। মন্ত্রপাঠকালে 'ওইসি' ও তদীয় পুত্র 'চিকারা' কিছু সুগন্ধি * পোড়াইলেন এবং অপর রোণিনগণ একে

---

* জাপানে এই প্রথা আজও প্রচলিত আছে। মৃতদেহ বাহকেরা বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে রাখিলে পুরোহিত যখন মন্ত্রপাঠ করিতে থাকেন তখন মৃতব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব তাঁহার আত্মার মঙ্গল কামনা করিয়া সুগন্ধি পোড়াইয়া থাকেন।

একে তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। পুরোহিতের কার্য্য শেষ হইলে 'ওইসি' তাঁহাকে যথারীতি দক্ষিণা দিয়া বলিলেনঃ—"প্রভো, আমরা সকলে এখানে 'হারাকিরি' করিব। আমাদের মৃতদেহগুলিকে অনুগ্রহপূর্ব্বক সমাধি দিবেন এবং আত্মার মঙ্গল কামনা করিয়া যথারীতি মন্ত্র পাঠ করিবেন।"

পুরোহিত রোণিনগণের এই অকৃত্রিম প্রভুভক্তির পরিচয় পাইয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাদের প্রার্থনানুযায়ী কাজ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। এইরূপে সমস্ত কার্য্যের সুবন্দোবস্ত হইয়া গেলে, তাঁহারা গভর্ণমেণ্ট হইতে 'হারা-কিরি' করিবার দণ্ডাদেশের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আদেশ যথাসময়ে আসিয়া পৌঁছিলে রোণিনগণ তদনুযায়ী 'হারাকিরি, সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত হইলেন। পূর্ব্ব হইতেই 'হারাকিরি' করিতে প্রস্তুত থাকায় শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ইঁহারা অবিচলিত ছিলেন এবং প্রত্যেকেই প্রফুল্লবদনে স্বহস্তে উদর কর্ত্তন করিয়া সামুরাই বংশের মুখোজ্জ্বল করিলেন। অনন্তর প্রভু 'আসানো'র সমাধির পার্শ্বে ইঁহাদের সমাধি দেওয়া হইল। এই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচার হইতে না হইতেই চারিদিক হইতে লোক আসিয়া ইঁহাদের আত্মার মঙ্গল কামনা করিয়া সুগন্ধি পোড়াইতে লাগিলেন।

সাৎসুমাবাসী জনৈক পথিককর্ত্তৃক 'ওইসি' কিয়োতোর রাস্তায় কিরূপ অপমানিত হইয়াছিলেন, পাঠকবর্গের তাহা স্মরণ থাকিতে পারে। এক্ষণে তিনি রোণিনগণের এই কীর্ত্তি শুনিয়া

'ওইসি'র সমাধিস্থলে আসিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ—"গত বৎসর আপনি যখন সুরাপান করিয়া কিয়োতোর রাস্তায় ধূলি লুণ্ঠিত অবস্থায় ছিলেন তখন আপনাকে বিশ্বাসঘাতক মনে করিয়া আমি অবজ্ঞা করিয়াছিলাম, তখন আপনি প্রভুর মৃত্যুর প্রতিশোধ না লইয়া সুরা এবং বেশ্যাসক্ত হইয়া দিনাতিপাত করিতেছিলেন। কে জানিত যে আপনি শত্রুকে জালে ফেলিবার জন্য ওরূপ জঘন্য পন্থাবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই? নরাধম আমি—আপনার ন্যায় প্রভুভক্তের প্রতি যে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলাম, তজ্জন্য, হে প্রভো, আমাকে ক্ষমা করুন। প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আজ আমি 'হারাকিরি' সম্পন্ন করিয়া এ পাপ জীবনের শেষ করিব।"

এই বলিতে বলিতে নিমেষমধ্যে কটিদেশ হইতে এক খানি ছোরা বাহির করিয়া স্বহস্তে উদর চিরিয়া ফেলিলেন এবং অম্লান বদনে মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর মন্দিরের প্রধান পুরোহিত মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইঁহাকেও রোণিন্‌গণের পার্শ্বে সমাধি দিলেন। আজও পর্য্যন্ত এই ৪৮টী সমাধিই বিদ্যমান আছে এবং উহা এক পবিত্র তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ সহস্র সহস্র জাপানী তথায় যাইয়া সমাধিগুলির প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন এবং নিজেরাও সেই ৪৭ জন রোণিনের ন্যায় সাহসী এবং প্রভুভক্ত হইবার বর প্রার্থনা করেন।

ধর্ম্ম।

জাপানে সর্ব্বসমেত তিনটী ধর্ম্ম প্রচলিত—শিন্তো, বৌদ্ধ এবং কন্‌ফিউশিয়ান্ ধর্ম্ম। শিন্তো ধর্ম্ম অর্থাৎ পূর্ব্ব পুরুষ উপাসনা সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন এবং ইহাই জাপানীদের আদিম ধর্ম্ম। কেহ কেহ বলেন যে এই ধর্ম্ম কোরিয়া হইতে জাপানে প্রচারিত হয়। ৫৩৪খৃঃ অব্দে জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সূত্রপাত হয়। কথিত আছে যে ঐ সময়ে একজন চীনবাসী বুদ্ধদেবের প্রস্তর মূর্ত্তি এখানে আনিয়াছিলেন, এবং 'ইয়ামাতো' প্রদেশে একখানি পর্ণ কুটীরে সেই মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিতেন। দলে দলে জাপানীরা সেই প্রশান্ত মূর্ত্তি দর্শন করিতে আসিয়া উক্ত পুরোহিতের সহিত বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানা আলোচনা করিতেন। ৫৫২খৃঃ অব্দে কোরিয়ার জনৈক নরপতি জাপানের সম্রাট্‌কে কতকগুলি বুদ্ধদেবের স্বর্ণ-মূর্ত্তি উপঢৌকন প্রদান করেন। তৎসঙ্গে অনেক গুলি ধর্ম্ম পুস্তকও প্রেরিত হইয়াছিল। এই ধর্ম্ম পুস্তকগুলি আজও 'জেঙ্কোজি' মন্দিরে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। ৫৭২ এবং ৫৮৪ খৃঃ অব্দে পুনরায় কোরিয়া হইতে কয়েকজন পুরোহিত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি এবং পুস্তক লইয়া জাপানে আসিয়াছিলেন। অতঃপর জাপ-সম্রাট্ স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া
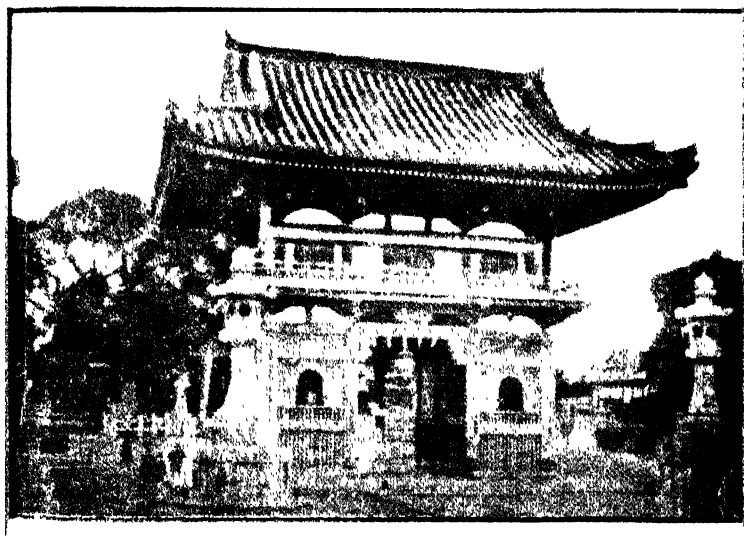
প্রাপ্ত মূর্ত্তিগুলি স্বরাজ্যে স্থাপন করিবার জন্য মন্ত্রীবর্গের মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা বলিলেন যে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি এখানে স্থাপন করিলে দেশী দেবতাগণকে অপমান করা হইবে। কিন্তু প্রধান মন্ত্রীবর বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনুকুলে মত প্রকাশ করিয়া তাঁহার বাটীতে মূর্ত্তিগুলি রাখিয়া দিলেন। অবশেষে এই বাটীই মন্দিরে পরিণত হয়।

ইহার কিছুদিন পরেই জাপানে এক মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়। সহস্র সহস্র লোক ইহার করাল গ্রাসে পতিত হওয়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম বিরোধী ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিল যে দেশী দেবতাগণের অসন্তুষ্টিই এ মহামারীর একমাত্র কারণ। সুতরাং তাহারা বৌদ্ধ-মন্দির অগ্নি সংযোগে ভস্মসাৎ করিয়া মূর্ত্তিগুলি নদীতে নিক্ষেপ করিল। কথিত আছে যে স্বর্গ হইতে অকস্মাৎ এক প্রজ্জ্বলিত বহ্নি ইহাদিগকে দগ্ধ করায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি সাধারণ লোকের আস্থা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনন্তর প্রধান মন্ত্রী মহাশয় পুনর্ব্বার একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন এবং কোরিয়া হইতে অনেকগুলি পুরোহিত আনয়ন করিলেন। কতকগুলি দুষ্টলোকে আবার এই মন্দিরটী পোড়াইয়া দেয়; কিন্তু মন্ত্রীবর পুনরায় উহা নির্ম্মাণ করিলেন। পরে যুবরাজ স্বয়ং বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বন করেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় উহা জাপানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ৬২১ খৃঃ অব্দে জাপানে সর্ব্ব সমেত ৪৬টী বৌদ্ধমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখানকার সমস্ত প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলি

ঐ সময়ে নির্ম্মিত। ৬৫০ খৃঃ অব্দে ইউয়াং চাঙ্ (Hiouen Thsang) নামক জনৈক চীনদেশীয় পরিব্রাজক ভারতবর্ষে যাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া জাপানে আসিয়াছিলেন। ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার জন্য অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। ইনি বুদ্ধদেবের জন্মভূমি দেখিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া লোকে ইঁহাকে পরম পুণ্যবান্ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এই সময় হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি লোকের এমন অনুরাগ হইয়াছিল যে অসংখ্য যুবক প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া 'জাঙ্ক' (ছোট ছোট সামুদ্রিক নৌকা বিশেষ) আরোহণ পূর্ব্বক সমুদ্র পার হইয়া * চীন দেশে যাইতে লাগিলেন এবং তথা হইতে মূল ধর্ম্মশাস্ত্র সংস্কৃত এবং পালিতে পাঠ করিয়া উহার চীন ভাষার অনুবাদ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। এই কারণেই পুরোহিতগণ চীন ভাষায় মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। মন্ত্রের মধ্যে দুই একটা সংস্কৃত শব্দ আছে মাত্র। ৭১০ খৃঃ অব্দে 'নারা' নগরে এক বৃহৎ আশ্রম স্থাপিত হয়। এই সময় হইতে ধর্ম্ম বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে

* বৌদ্ধ ধর্ম্ম চীন দেশ হইতে জাপানে প্রচারিত হইয়াছিল। চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণ ভারতবর্ষে আসিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র মূলভাষায় পাঠ করিয়া উহার চীন ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। কোনও জাপানী ধর্ম্মশিক্ষার্থে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত আসেন নাই, সুতরাং জাপানী ধর্ম্মপ্রচারকগণ ভারতবর্ষ অপেক্ষা চীনদেশীয় সভ্যতার বেশী অনুকরণ করিয়াছিলেন।

জাপানীরা ভারতীয় সভ্যতা অনুকরণ করিতে লাগিলেন। পুরাতন কুসংস্কার সমূহ বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে একে একে তিরোহিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে জাপানীরা কোনও বাটীতে একজন লোকের মৃত্যু হইলে তথায় বাস করিতে ভীত হইতেন। এইজন্য প্রত্যেক সম্রাটের মৃত্যুর পর নব সম্রাট অন্য স্থানে রাজধানী স্থাপন করিতেন। 'নারা'নগরে বৌদ্ধ-মন্দির স্থাপিত হইবার পরে ৭৫ বৎসরের জন্য ইহাই জাপানের রাজধানী ছিল। পরে 'কিয়োতো' নগর সম্রাট মাৎসুহিতের সিংহাসন আরোহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জাপানের রাজধানী থাকে এবং ১৮৬৮খৃঃ অব্দ হইতে 'তোকিয়ো' রাজধানীতে পরিণত হইয়াছে।

৭৩৭খৃঃ অব্দে সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশেই বৃহৎ বৃহৎ বৌদ্ধ-মন্দির নির্ম্মাণের জন্য গভর্ণমেণ্ট আদেশ প্রচার করিলেন এবং জন সাধারণের মধ্যে এই ধর্ম্মালোক বিস্তারের জন্য চারিদিকে চেষ্টা হইতে লাগিল। এই বৎসরেই 'নারা' নগরে বুদ্ধদেবের এক প্রকাণ্ড সুবর্ণ মণ্ডিত কাংসমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবার জন্য সর্ব্বসাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। তৎসাময়িক সম্রাটই ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। পাছে শিন্তোদেব দেবীগণ ইহাতে রুষ্ট হন, এই ভয়ে তাঁহাদের অভিপ্রায় জানিবার জন্য 'গিওকু' নামক জনৈক বিখ্যাত পুরোহিত 'ইছে' মন্দিরস্থিতা সূর্য্যদেবীর নিকট প্রেরিত হইলেন। এই মহাত্মা সাত দিন অনাহারে মন্দির দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিবার পর হঠাৎ দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং তিনি প্রস্তাবের প্রতিকুল বাণী শ্রবণ করেন। পুরোহিত

মহাশয়ের প্রত্যাগমনের পর রাত্রি সূর্য্যদেবী সশরীরে সম্রাটের স্বপ্নাবস্থায় দেখা দিয়া বলিলেন যে জাপানের প্রধান দেবতা সূর্য্যদেবী হিন্দুদেবতার (Birushana or Vairokana) অন্যতম অবতার মাত্র। সুতরাং জাপানীরা নিঃসন্দেহচিত্তে হিন্দুদেবতা স্থাপন করিয়া পূজা করিতে পারেন। অনন্তর ৭৫৯ খৃঃ অব্দে জাপানে যে স্বর্ণ পাওয়া গিয়াছিল তদ্দ্বারা বুদ্ধদেবের মুর্ত্তি মণ্ডিত করা হয়। প্রায় ১১০০ বৎসর হইল, সেই মুর্ত্তি আজও পর্য্যন্ত অক্ষুন্ন থাকিয়া সহস্র সহস্র ধার্ম্মিক জাপানীদের প্রাণে উৎসাহ প্রদান করিয়া আসিতেছে। ক্রমান্বয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানীদের হৃদয়কে এরূপভাবে অধিকার করিয়া ফেলিল যে তাঁহাদের আদিম ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস কথঞ্চিৎ দ্রবীভূত হইয়া আসিল। সম্রাট্-গণ পুরাতন উপাধি সমূহ পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ পুরোহিতদত্ত উপাধি গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরের বরপুত্র বলিয়া অভিহিত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে পর্য্যায়ক্রমে কয়েক জন সম্রাট্ সন্ন্যাসধর্ম্ম-অবলম্বন করিয়া বুদ্ধ দেবের প্রদর্শিত পথের অনুগামী হইলেন। তাঁহারা আর রাজকার্য্যে ব্যাপৃত না থাকিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জনে মনো-নিবেশ করিলেন। এই অবসরে 'সোগুণ'গণ রাজ্যে প্রাধান্য স্থাপন করিয়া প্রায় ৭০০ বৎসর জাপান শাসন করিয়াছিলেন। ইঁহারা কিরূপ শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহা পাঠকবর্গ অবগত আছেন, সুতরাং এ স্থলে আর কিছু বলা অনাবশ্যক।

খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫৫৩ অব্দে চীনদেশে 'কন্ফিউসিয়াস্' (Confucius) নামক জনৈক ধার্ম্মিক মহাত্মার আবির্ভাব হয়।

গৌতম বুদ্ধ যেমন মূল হিন্দু ধর্ম্ম হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম সৃষ্টি করেন, কন্‌ফিউসিয়াস্‌ও সেইরূপ চীন দেশীয় পুরাতন ধর্ম্ম হইতে এক নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মনুষ্যগণের মধ্যে পরস্পরের কিরূপ সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক ইনি তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন; সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের কি সম্পর্ক তদ্বিষয়ে তিনি কিছুই বলেন নাই। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে ইঁহাকে ধর্ম্ম-প্রচারক না বলিয়া নীতি-প্রচারক বলা যাইতে পারে। চীনের পুরাতন ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে রাজার সহিত প্রজার, পিতার সহিত পুত্রের, স্বামীর সহিত স্ত্রীর, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতার, এবং বন্ধুগণের মধ্যে কি সম্পর্ক তাহা ইনি অতি বিশদ্‌ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। চীনদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই ধর্ম্ম কোরিয়ায় প্রচারিত হয় এবং তথায় উহা এখনও পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মাপেক্ষা অধিকতর প্রবল। 'শিন্তো' এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের ন্যায় এই 'কন্‌ফিউসিয়ান্‌' * ধর্ম্মও কোরিয়া হইতে জাপানে প্রচারিত হয়। অতএব পাঠকবর্গ দেখিতেছেন যে জাপানীদের নিজেদের কোনও ধর্ম্ম ছিল না। শুধু ধর্ম্ম কেন প্রকৃত প্রস্তাবে জাপানীদের নিজেদের উল্লেখ-যোগ্য কিছুই ছিল না। ইঁহারা পুরাকালে সমস্তই চীন কিংবা ভারতবর্ষ হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে পাশ্চাত্য

* ঠিক্‌ ধর্ম্ম না হইলেও এই নীতিমালাগুলিকে জাপানীরা ধর্ম্মের একটী অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। এবং এই জন্য সকল লেখকই কনফিউসিয়ান্‌ ধর্ম্ম বলিয়া লিখিয়াছেন।

দেশ হইতে শিক্ষা করিতেছেন। জাপানকে জাপানী-ভাষা 'নিপ্পন্' বলে। চীন-ভাষা হইতে এই নাম গৃহীত হইয়াছে ইহার অর্থ সূর্য্যের উৎপত্তি স্থান। জাপান চীনদেশের পূর্বে অবস্থিত হওয়ায় চীনবাসিগণ উহাকে সূর্য্যের উৎপত্তি ভূমি বলিয়া থাবেন। পাঠকবর্গ দেখিলেন, দেশের নামটী পর্য্যন্ত জাপানীরা চীন হইতে ধার করিয়াছেন!

একাধারে তিন ধর্ম্ম—উল্লিখিত তিনটী ধর্ম্ম পরস্পর স্বতন্ত্র হইলেও তাহারা এরূপ ভাবে মিশ্রিত যে একই জাপানী একাধারে তিন ধর্ম্মাবলম্বী। একই ব্যক্তি কিরূপে তিন ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া তাহা পালন করিতে পারে তাহা আমাদের ধারণার বহির্ভূত। কিন্তু এই বিষয়ে 'কিসিমোতো' নামক জনৈক জাপানী ধর্ম্ম-শাস্ত্রবিদ্ কি বলিতেছেন শুনুন :—

"জাপানের ধর্ম্মত্রয় বিভিন্ন হইলেও ইহারা পরস্পর এরূপ ভাবে মিশ্রিত যে একই জাপানী 'শিন্তো' কন্‌ফিউসিয়ান্ এবং বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী। আমরা শিন্তো ধর্ম্ম হইতে ঈশ্বরের এবং বীর পুরুষদের সম্বন্ধে জানিতে পারি ও স্বদেশভক্তি শিক্ষা করি; কনফিউসিয়ান্ ধর্ম্ম হইতে সামাজিক রীতিনীতি শিক্ষা করি। এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম আমাদিগকে আত্মার মুক্তির পথ প্রদর্শন করে।"

এই ধর্ম্মত্রয় কিরূপে পরস্পর মিশ্রিত হইল তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। বৌদ্ধ ধর্ম্মে জাপানীদের বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইলে পুরোহিতগণ প্রচার করিতে লাগিলেন যে শিন্তো দেবতা

গণ বুদ্ধদেবের অবতার মাত্র এবং যখনই জাপানীদের ইতিহাসে কোনও দুর্দ্দিন ঘটিয়াছিল তখনই বুদ্ধদেব জাপানে অবতার হইয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই কারণেই এবং জনৈক সম্রাট্ স্বপ্নাবস্থায় স্বয়ং সূর্য্যদেবীর মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন তদ্ধেতু জাপানীরা 'শিন্তো' দেবতাগণকে বুদ্ধদেবের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। ফলে এই হইল যে অনেকগুলি শিন্তো মন্দির এবং দেবতা, বৌদ্ধমন্দির এবং দেবতায় পরিণত হইল। সুতরাং জাপানীরা বৌদ্ধ-ধর্ম্মোপাসক হইলেও শিন্তো দেবতাও পূজা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শিন্তো ধর্ম্মের অর্থ পূর্ব্ব-পুরুষ-উপাসনা। যে সমস্ত জাপানী মহাত্মাগণ তাঁহাদের দেশের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেন তাঁহাদের সম্মানার্থে মন্দির নির্ম্মিত হইত ও দেবতাস্বরূপ তাঁহাদিগকে পূজা করা হইত এবং এখনও পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত পরলোকগত সকল সম্রাট্ই 'শিন্তো' দেবতা।

জাপানী-ধর্ম্ম।—'কন্‌ফিউসিয়াস্' কতকগুলি নীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন মাত্র। তিনি কোনও দেবতাকে উপাসনা করিতে বলেন নাই কিংবা নিষেধ করেন নাই। সুতরাং তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম 'শিন্তো' কিংবা বৌদ্ধ ধর্ম্মের কোনও অপকার করে নাই বরং তাহাদের অভাবই পূরণ করিয়াছিল। উক্ত ধর্ম্মদ্বয়ে যাহা ছিল না, ইহা তাহাই শিক্ষা দিয়াছিল। এই ধর্ম্মত্রয়ের সংমিশ্রণে যে ধর্ম্ম গঠিত হইয়াছে তাহাই জাপানীদের ধর্ম্ম। ইঁহাদের ধর্ম্মকে

কি নামে অভিহিত করা যাইতে পারে, পাঠকবর্গ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন কি ?

এই জাপানী-ধর্ম্ম নানা শ্রেণীতে বিভক্ত এবং তাহাদের প্রত্যেকের আচার পদ্ধতি বিভিন্ন। এই কারণেই পুরাকালে সমগ্র জাপানীদের আচার ব্যবহার এক প্রকার ছিল না। তবে আধুনিক জাপানীদের অধিকাংশেরই আচার এবং ব্যবহার একই প্রকারের। বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানে কিরূপ প্রবল ছিল তাহা পুরাতন মন্দিরগুলি দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান্ হয়। সহর এবং পল্লি-গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম যায়গায় বৌদ্ধ মন্দির গুলি অবস্থিত এবং উহাদের অধিকাংশই আয়তনে ও জাঁকজমকে রাজভবন অপেক্ষা সুন্দর। ধর্ম্মভাব জাপ-হৃদয়কে এরূপভাবে অধিকার করিলেও জাপানীরা দেশকে প্রথম স্থান দিয়া ধর্ম্মকে তাহার নিম্নে স্থান দিয়া থাকেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি জাপানীদের অনুরাগ দেখিয়া জনৈক ইউরোপীয়ন্ ভ্রমণকারী অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া একজন সুপ্রসিদ্ধ জাপানী পুরোহিতকে ।- ছিলেনঃ—"মহাশয়, যদি বুদ্ধদেব স্বয়ং সেনা ন আক্রমণ করেন, তাহা হইলে আপনারা কি কে র পুরোহিত মহাশয় বলিলেনঃ—"বুদ্ধদেবের য়া মুণ্ড দিয়া জন্মভূমির পূজা দিই।"

বুদ্ধদেবের জন্ম।—এস্থলে বুদ্ধদে দ্ধ জাপানীদের কিরূপ বিশ্বাস তাহা বলা আব র মতে বুদ্ধদেব খৃষ্ট পূর্ব্ব ১০২৭ অব্দে ৮ই স

মায়াদেবীর দক্ষিণ কক্ষ ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছিলেন। জাপানীরা আজও পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ঐ দিনে বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব করিয়া থাকেন। এই সময়ে 'ৎসুৎসুজি' অর্থাৎ Rhododendron indicum ফুলের তোড়া বংশাগ্রে সংলগ্ন করিয়া গৃহের ছাদের উপর লট্‌কাইয়া রাখা হয়। 'ৎসুৎসুজি' ফুলের তোড়া এত উচ্চে রাখিবার মর্ম্ম এই যে বুদ্ধদেবের মাতা গর্ভাবস্থায় ঐ পুষ্প চয়ন করিবার জন্য যেমন হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলেন বুদ্ধদেব অমনি না কি তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছিলেন। এই প্রবাদটীর সত্যতা সম্বন্ধে আমাকে অনেক জাপানীই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

শিন্তো ও বৌদ্ধমন্দির—শিন্তোমন্দির বাহ্যাড়ম্বর শূন্য। কিন্তু বৌদ্ধমন্দির ইহার ঠিক্ বিপরীত। মন্দির সুসজ্জিত করিবার জন্য যত প্রকারের উপাদান আছে বৌদ্ধমন্দিরে তাহা সমস্তই দৃষ্ট হয়। এমন একটী বৌদ্ধ মন্দির নাই যেখানে বহুমূল্য প্রস্তর কিংবা ধাতু না আছে।

শিন্তো মন্দিরের সম্মুখে একটী ফটক আছে। জাপানীতে তাহাকে 'তো-রি' বলে। মন্দিরদ্বারের উভয়পার্শ্বে দুই খানি বৃক্ষকাণ্ড সোজাভাবে পুঁতিয়া তাহাদের উপর আর একখানি বৃক্ষকাণ্ড সংরক্ষিত হয়। এই বৃক্ষ-কাণ্ডগুলি স্বাভাবিক অবস্থাতেই থাকে। সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য তাহাদিগকে পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন করা হয় না। মন্দিরের ভিতর কোনও উপাস্য দেবতার মূর্ত্তি কিংবা অন্য কিছুই নাই। কেবলমাত্র সম্মুখস্থ দেওয়ালে

একখানি বৃহৎ স্বচ্ছ দর্পণ বিলম্বিত থাকে। এই দর্পণে দর্শক-বৃন্দের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিফলিত হইলে তাঁহারা স্ব স্ব হৃদয়ের স্বচ্ছতা বুঝিতে পারেন। স্বদেশভক্ত যে সমস্ত মহাত্মার সম্মানার্থে মন্দির নির্ম্মিত হয়, উপাসকগণ তাঁহাদিগকে ভূমির উৎপন্ন ফসল এবং বস্ত্রাদি ভক্ত্যুপহার দিয়া থাকেন। মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে উপাসকগণ এক বৃহৎ ঘণ্টা বাজাইয়া তথাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে আহ্বান করিয়া দুই তিন বার করতালি দেন এবং অতি ভক্তি সহকারে প্রণত হইয়া মন্ত্রপাঠ করিতে থাকেন। শিন্তো মন্দির নির্ম্মাণ করিতে লৌহাদি ধাতু অতি কমই ব্যবহার হয়। শিন্তো পুরোহিতগণ উৎসবের সময় সাদা পরিচ্ছদ পরিধান করিলেও অন্য সময়ে সাধারণ জাপানী পোষাক পরিয়া থাকেন। পূর্ব্বে ইঁহারা কেশ কর্ত্তন প্রায়শঃ করিতেন না, কিন্তু যাঁহারা কর্ত্তন করিতেন তাঁহারা মস্তকের চতুর্দ্দিক ছাঁটিয়া ফেলিয়া মধ্যস্থলে 'শিখা' রাখিয়া দিতেন।

শারীরিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই শিন্তোধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। শিন্তো-ধর্ম্মমতে ক্ষত, পীড়া এবং মৃত্যু অশুচি বলিযা গণ্য হয়। পূর্ব্বে মৃত্যু এবং প্রসবের জন্য বহির্ব্বাটীতে এক পর্ণ কুটীর প্রস্তুত করা হইত এবং সন্তান প্রসবের পর কিংবা মুমূর্ষু রোগীর মৃত্যুর পর তাহা পোড়াইয়া ফেলা হইত। অবশ্য এ সমস্ত নিয়ম আজকাল আর পালন করা হয় না।

বৌদ্ধ মন্দিরের ভিতর অতি প্রশস্ত এবং নানাবিধ সরঞ্জামে পরিপাটীরূপে সুসজ্জিত। ইহার বৃহৎ স্তম্ভগুলি স্বর্ণপাত দ্বারা

মণ্ডিত। হাদে বৃন্ত ও পত্র সমেত একটী হীরক-খচিত পদ্ম পুষ্প চিত্রিত থাকে।

মন্দিরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে বেদী। এখানে বুদ্ধদেবের সহিত আরও অনেক * দেব দেবীর মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। অনেকগুলি হিন্দু দেবতাও এইখানে স্থান পাইয়াছেন। তন্মধ্যে ইন্দ্র শিব এবং স্বরস্বতীই উল্লেখ যোগ্য। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কিয়দ্দূর গমন করিলেই সম্মুখে এক হৃদয়গ্রাহী চিত্র। এখানে রত্নময় পর্ব্বতের পাদদেশে সুবর্ণ হ্রদে কতকগুলি পক্ষবিশিষ্ট অপ্সরা সন্তরণ করিতেছে এবং তাহার তীরে স্বর্গীয় বিহঙ্গমগণ দর্শকবৃন্দকে ইঙ্গিতে স্বর্গসুখ দেখাইতেছে। ইহার পার্শ্বেই আর একটী চিত্র আছে তাহাতে মানুষ, অসুর, প্রেত এবং নরকের অন্যান্য জন্তুর মূর্ত্তি দৃট হয়। স্বর্গ এবং নরকের পার্থক্য দেখাইবার জন্যই বোধ হয় এই দুইটি চিত্র অঙ্কিত করা হয়।

বৌদ্ধ মন্দিরের সম্মুখে একটী জিহ্বাহীন ঘণ্টা থাকে। পার্শ্বে বিলম্বিত লগুড় দ্বারা তাহা আঘাত করিলে এক বিষাদময় শব্দ

---

* বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন লিখিত হিন্দু দেবতাগণ জাপানে প্রচলিত হইয়াছেন। বন্তেন অর্থাৎ ব্রহ্মা, খাতেন অর্থাৎ অগ্নি; খাইসাক্ অর্থাৎ ইন্দ্র; এম্মা অর্থাৎ যম; শোদেন্ অর্থাৎ গণেশ; কিচিজোতেন অর্থাৎ লক্ষ্মী; ইডাইগেন্হুই অর্থাৎ কার্ত্তিকেয়, এবং খারিতেইমো অর্থাৎ কালী ইত্যাদি। জাপানীরা উল্লিখিত দেব দেবীর মূর্ত্তি গড়িয়া গৃহে গৃহে পূজা না করিলেও বৌদ্ধমন্দিরে প্রায়শঃ তাঁহাদের মূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বাহির হইয়া শ্রোতাগণকে 'নির্ব্বাণে'র (অর্থাৎ মৃত্যুর) কথা, স্মরণ করাইয়া দেয়। মন্দিরদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া উপাসকগণ যুক্তকরে 'নামু আমিদা বুৎসু' (অর্থাৎ নমঃ অনাদি বুদ্ধ) বলিয়া অতি ভক্তিভরে প্রণত হন।

বৌদ্ধ-মন্দিরের ন্যায় শিন্তো মন্দিরেও আজকাল বাজার বসিয়া থাকে। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে কোনও উল্লেখযোগ্য শিল্পাদি না থাকায় পুরাকালে শিন্তো মন্দিরে বাজার বসিত না; বৌদ্ধ-পুরোহিতগণই জাপানে শিক্ষা বিস্তার এবং শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

পল্লীগ্রামস্থিত বৌদ্ধ-মন্দিগুলির ক্ষমতা অসীম। গ্রামে কোনও শিশুর জন্ম হইলে পুরোহিতগণ তাহার নাম লিখিয়া লন। যতদিন পর্য্যন্ত উক্ত শিশু গ্রাম পরিত্যাগ না করে ততদিন পর্য্যন্ত সে অন্য কোনও ধর্ম্মমন্দিরে যোগদান করিতে পারে না। কিন্তু গ্রাম পরিত্যাগ করিলে যে কোনও ধর্ম্মাবলম্বন করিতে পারে।

বোন্‌ছান্ বা পুরোহিত—বৌদ্ধ-পুরোহিতগণ অতি বিচিত্র এবং বহুমূল্য পোষাকপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকেন। ইঁহারা সাধারণতঃ বিবাহ করেন না এবং সকলেই স্বল্পবিস্তর সংস্কৃত কিংবা পালিভাষা শিক্ষা করিয়া থাকেন। প্রায় সমস্ত বৌদ্ধ-মন্দিরেই কিছু না কিছু সংস্কৃত ভাষায় লিখিত আছে। আমি 'হিয়োগো'র বৌদ্ধ-মন্দিরে একখানি প্রস্তর খণ্ডের গাত্রে অনেকখানি সংস্কৃত লেখা দেখিয়াছি। সর্ব্বোপরি সুন্দর একটী
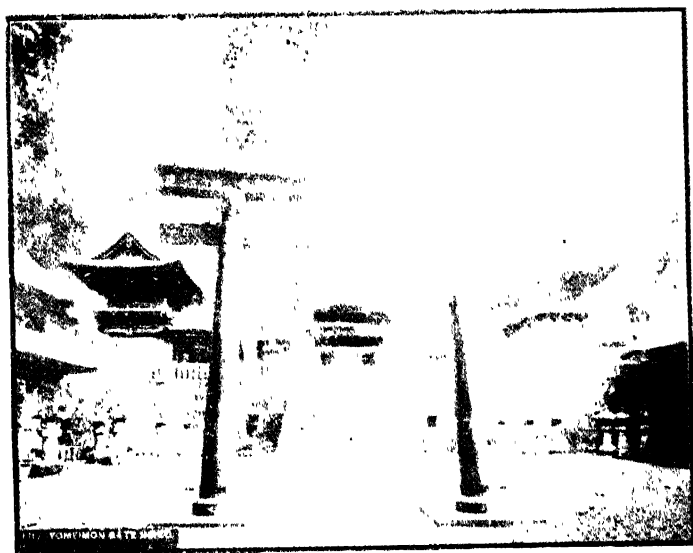
দেবীমূর্ত্তি খোদিত করিয়া তাহার মস্তকের উপর অর্দ্ধ বৃত্তাকারে সংস্কৃত লেখা আছে। অক্ষরগুলি সমস্ত পড়িতে পারিলাম না, কারণ অধিকাংশ অক্ষরেরই সমস্ত অংশ নাই। উক্ত অক্ষরগুলি সুবর্ণে মণ্ডিত থাকায় দুষ্টলোকে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।

স্ত্রীলোকেরাও কুমারী অবস্থায় কিংবা বিধবা হইলে মস্তক ক্ষৌরী করিয়া বৌদ্ধ-পুরোহিতা হইতে পারেন। বিবাহিতা স্ত্রীরও পুরোহিতা হইবার অধিকার আছে, কিন্তু খুব কমই দৃষ্ট হইয়া থাকে। শিন্তো ধর্ম্মানুসারে স্ত্রীলোক অতি অশুচি, সুতরাং তাঁহারা পবিত্র পুরোহিত-ব্রত অবলম্বন করিতে পারেন না।

আভ্যন্তরিণ অবস্থা।

বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা—বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানে প্রচার হইবার পূর্ব্বে জাপানীদের সামাজিক জীবন এবং ধর্ম্মবিশ্বাস কিরূপ ছিল তাহা একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। খৃষ্টীয় পঞ্চ শতাব্দীর পূর্ব্বে জাপানের লোকসংখ্যা খুব কম ছিল। ঐ সময়ে জাপানে ভাল রাস্তা ঘাট কিছুই ছিল না এবং গরু ঘোড়া কিংবা অন্য কোনও গৃহপালিত পশুরও কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। মানুষের বাসোপ-যোগী ভাল গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে না পারায় জাপানীরা অতি কদর্য্য পর্ণ কুটীরে বাস করিতেন। এই কুটীরগুলি সাধারণতঃ লতা পাতা এবং গাছ গাছড়া দ্বারা নির্ম্মিত হইত। ধাতু কিংবা রত্নের ব্যবহার জাপানীরা আদৌ জানিতেন না। ভূমি কর্ষণোপ-যোগী এক প্রকার অতি জঘন্য অস্ত্র ছিল, তাহা ব্যতীত লৌহ-নির্ম্মিত অন্য কোনও অস্ত্রশস্ত্রাদির উল্লেখ পাওয়া যায় না। ৬৭৫ খৃঃ অব্দে জাপানীরা প্রথম রৌপ্য দেখিয়াছিলেন; কিন্তু তখনও স্বর্ণের নাম পর্য্যন্ত তাঁহাদের নিকট অপরিচিত ছিল। ৭৪৯ খৃঃ অব্দে বৌদ্ধ পুরোহিতগণের সাহায্যে যে স্বর্ণ খনি

আবিষ্কৃত হয় সেই সুবর্ণ দ্বারা কয়েকটী মন্দির মণ্ডিত করা হইয়াছিল।

ধাতুর সংস্পর্শে স্বাস্থ্যের হানি হয় এই বিশ্বাস জাপানীদের প্রবল থাকায় তাঁহারা ধাতু নির্ম্মিত অলঙ্কার ব্যবহার না করিয়া মৃত্তিকা এবং প্রস্তর নির্ম্মিত অলঙ্কার পরিধান করিতেন। অলঙ্কার স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই ব্যবহার করিতেন এবং পুরুষগণ স্ত্রীলোকের ন্যায় লম্বা লম্বা কেশ রাখিতেন। উপযুক্ত যন্ত্রের অভাবে কেশ কর্ত্তন ঘটিয়া উঠিত না। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ধাতু সম্বন্ধে জাপানীদের কুসংস্কার তিরোহিত হইলে পর জাপ-স্ত্রীলোকেরা খোঁপায় লৌহ শলাকা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রভাব—খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দির পূর্ব্বে জাপানীদের কোনও গ্রন্থাদি ছিল না। এই সময় হইতে তাঁহারা চীন হইতে সর্ব্ব বিষয় শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। নিজেদের কোনও লিখিত ভাষা কিংবা অক্ষর না থাকায় চীন দেশীয় অক্ষর আনিয়া জাপানে প্রচারিত করা হয়। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে জাতীয় ইতিহাস কেহই লিখিতে সমর্থ হন নাই; সুতরাং জাপানের পুরাতন ইতিহাস নাই; তবে বৌদ্ধ পুরোহিতগণের যত্নে ও পরিশ্রমে উক্ত ধর্ম্ম বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জাপানের ইতিহাস কিয়ৎ পরিমাণে লিখিত হইয়াছিল। এই বৌদ্ধ পুরোহিতগণই জাপানে ভারতীয় এবং চীনদেশীয় সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তদ্দেশীয় শিক্ষা ও বিজ্ঞান

জাপানিদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এবং তাঁহাদের যত্নে ও উৎসাহে মনুষ্য এবং অন্যান্য জীবের রোগ-চিকিৎসার বিশেষ বন্দোবস্ত হয়। এই সময় হইতে জাপানে সর্ব্ব প্রথম চিকিৎসা-বিদ্যা আরম্ভ হয়। জাপানে অনেক দুর্গম্য স্থানে ইঁহারা গিয়াছিলেন এবং তথায় রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া কূপাদি জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইঁহারা চীন ও কোরিয়ার সহিত ব্যবসা সূত্রে জাপানকে আবদ্ধ করিয়া তাহার ধন বৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া জাপানীদের সামাজিক জীবনের উপর বৌদ্ধ পুরোহিতগণের ক্ষমতা সম্যক্‌ভাবে প্রবল ছিল। ইঁহাদের নির্দ্দিষ্ট পথ জাপানীরা শিরোধার্য্য করিতেন। যুদ্ধ বিগ্রহের সময় ইঁহারাই দূতের কার্য্য করিয়া সমস্ত গোলমাল মিট্ মাট্ করিয়া দিতেন। ইঁহারা জাপানীদের আহার্য্য সম্বন্ধেও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সংসাধিত করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের মূল-মন্ত্র অর্থাৎ অহিংসা পরম ধর্ম্ম এই মহাবাক্যটী প্রচার করিয়া আশাতীত ফল লাভ করিয়াছিলেন।

'নারা' নামক স্থানে অনেকগুলি আশ্রম এবং মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বৌদ্ধ পুরোহিতগণ তথা হইতে জাপানীদের সামাজিক গতিবিধি অবলোকন করিতেন। এইরূপে প্রকৃত প্রস্তাবে এই পুরোহিতগণই জাপানে সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেন।

এস্থলে আর একটু বক্তব্য আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জাপানীরা বাসের উপযুক্ত গৃহাদি প্রস্তুত করিতে পারিতেন না।

এক্ষণে বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে জাপানীরা ক্রমশঃ সভ্য হইয়া উঠিলে তাঁহারা অপেক্ষাকৃত বড় বড় ঘর নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পুরোহিতগণের চেষ্টায় জাপানীদের সুখ সমৃদ্ধি অনেক বৃদ্ধি পাইলে তাঁহারা আর জাপান পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে যাইতেন না। এই কারণে জাপানের লোক-সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

যে দেশ হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে সে দেশ উহা হইতে কি শিক্ষা করিয়াছে? এই ধর্ম্মের মধ্যে যে নিহিত রত্ন ছিল তাহা ভারতবর্ষের কোন্ জাতি দেখিতে পাইয়াছে? ভারত-বর্ষে স্থান না পাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে বিস্তার হইয়াছিল। তাহারই প্রভাবে আজ চীন জাপান এবং * কোরিয়া জাগ্রত থাকিয়া সভ্য জগতে স্থান পাইয়াছে। আর ভারতবর্ষের স্থান জগতের বর্ত্তমান ইতিহাসের কোথায়? কৃষি বলুন, শিল্প বা বাণিজ্য বলুন, আর সভ্যতায় বলুন আমরা সর্ব্ববিষ-য়েই কোথায় পড়িয়া গিয়াছি? ভারতবাসিগণ কখনই নির্ব্বোধ ছিলেন না। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জগতে যে অক্ষয় কীর্ত্তি

* গত কয়েক বৎসর হইতে কোরিয়ার শাসনভার জাপানীদের হস্তে আসিয়াছে। কোরিয়াবাসিগণ আলস্য পরবশ হইয়া পতনোন্মুখ হওয়ায় জাপান তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে গিয়াছেন। জাপানের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তৎ বিষয়ে সকল জাতির মত এক নহে। তবে যে রূপ শুনা যায় তাহাতে বোধ হয় কোরিয়াকে জাপান সাম্রাজ্যভুক্ত করা হইবে।

রাখিয়া গিয়াছেন তাহারই কল্যাণে আজও তাঁহারা জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ বলিয়া বিবেচিত হন। জগতের যেখানে যাইবেন সেখানেই শুনিবেন যে ভারতবাসিগণ বড় বুদ্ধিমান্! 'অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি' এই বাক্যটীর সার্থকতা আমরাই করিলাম।

যে সনাতন * ধর্ম্ম হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে আমরা তাহার অবলম্বী হইয়া কি দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছি। এটী কি আমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। আর্য্যগণ যে ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া সভ্যতায় জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন আমরা সেই আর্য্যবংশধর এবং সেই ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও এরূপ অধঃপতনে কেন গিয়াছি? আমরা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী নহি, আমরা উহার কুসংস্কারাবলম্বী। আমরা রত্ন বাছিয়া ফেলিয়া দিয়া ঝিনুকের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি। আমাদের নিক্ষিপ্ত রত্ন খুঁটিয়া লইয়া জগতের অন্যান্য জাতি আমাদিগকেই অসভ্য-পদবাচ্যে সুশোভিত করিতেছে?

প্রাচীন ধর্ম্ম—পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানে প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে জাপানীদের কোনও গ্রন্থাদি ছিল না। তাৎসাময়িক ধর্ম্মবিশ্বাস যেরূপ ছিল তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

* সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে গেলে বৌদ্ধধর্ম্ম আর্য্যধর্ম্ম অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্ম হইতে কোনও অংশে বিভিন্ন নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে গেলে গৌতম বুদ্ধ আর্য্যধর্ম্মের সহিত কতকগুলি নূতন নীতি দিয়াছিলেন মাত্র। সুতরাং বৌদ্ধ এবং হিন্দুধর্ম্ম মূলে এক।

আজও পর্য্যন্ত জাপানীদের মধ্যে যে সমস্ত কুসংস্কার দৃষ্ট হয় তাহাই তাঁহাদের অতি প্রাচীন ধর্ম্মের প্রমাণ স্বরূপ; কারণ শিন্তো, বৌদ্ধ এবং কন্‌ফিউসিয়ান্ ধর্ম্ম কোনও কুসংস্কার শিক্ষা দেয় নাই। খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের সময় অবধি জাপানীরা একজাতিতে পরিণত হইতেও পারেন নাই। তখন এশিয়ার নানা স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক আসিয়া জাপানে বাস করিতে থাকে এবং পরিশেষে তাহারাই এক মহাজাতিতে পরিণত হইয়া এক্ষণে জগতের ইতিহাসে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। এক মহাজাতিতে পরিণত হইবার পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন কুসংস্কার ছিল। সেই কুসংস্কারই তাহাদের ধর্ম্ম ছিল। ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনও লিখিত পুস্তক না থাকায় তাৎকালীন সমুদয় বিষয় জানা যায় না।

এক শ্রেণীর লোক সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিত না। তাহাদের মতে *'ক্ষিত্যপতেজমরুদ্ব্যোম' প্রধানতঃ কতকগুলি সৎ এবং অসৎ দৈত্যে পরিপূর্ণ। এই দৈত্যগণই না কি সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ। এই হেতু দেশে দুর্ভিক্ষ কিংবা মহামারী হইলে দুষ্ট দৈত্যগণের সন্তুষ্টির জন্য পূজা দেওয়া হইত। কখনও কখন দুষ্ট দৈত্যগণের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য

* ক্ষিতি— পৃথিবী, অপ্—জল, তেজ—সূর্য্য, মরুৎ—বায়ু, ব্যোম—শূন্যমার্গ।

'ওঝার শরণাপন্ন হইতে হইত। এই ওঝাগণও আমাদের দেশের ভূত এবং সর্পের ওঝার ন্যায় নানারূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া রোগীদিগকে মান্দুলী ধারণ করিতে দিত। আজও পর্য্যন্ত কোনও কোন জাপানী মান্দুলী ধারণ করিয়া থাকেন। ইহা না কি চোরের ভয় হইতেও রক্ষা করিতে পারে!

জন্তুর মধ্যে জাপানীরা * 'কিরিণ (একশৃঙ্গী কল্পিত জীব বিশেষ), 'হো-য়ো' (কল্পিত পক্ষী বিশেষ। ইহা ৫০০ বৎসর বয়ক্রম কালে অগ্নিতে প্রাণ ত্যাগ করিয়া পুনরায় ভস্ম হইতে জন্মাইয়া উঠে), কচ্ছপ এবং 'রি-য়ো (পক্ষবিশিষ্ট সর্প বিশেষ) প্রভৃতিকে পূজা করিতেন। 'কিরিণ' এবং 'হো-য়ো' একাধারে স্ত্রী এবং পুরুষ। ইহারা ধরায় অবতীর্ণ হইলে এই বুঝায় যে পৃথিবীর শাসনকার্য্য খুব ভাল হইবে অথবা এমন কয়েকজন উপযুক্ত লোক জন্ম গ্রহণ করিবেন যাঁহাদের দ্বারা শাসনকার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। কিরিণের শরীর মৃগের ন্যায় ও লাঙ্গুল বৃষের ন্যায়। ইহা কাঁচা ঘাস ভক্ষণ করে না এবং চলিবার সময় কোনও প্রাণীকে পদদলিত করে না।

'হো-য়ো' সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বৃক্ষের উপর উপবেশন করে এবং বাঁশের বীজ (?) ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। ইহা

* জাপানীরা ল কিংবা এল্ উচ্চারণ করিতে পারে না। এই জন্য কিলিনকে 'কিরিণ' বলিয়া থাকেন। এসম্বন্ধে মৎপ্রণীত জাপান-প্রবাস এবং নব্য-জাপান দ্রষ্টব্য।

চলিবার সময় ইতস্ততঃ দেখিতে থাকে এবং উড়িবামাত্র নানা-জাতীয় পক্ষী ইহার পশ্চাৎ অনুসরণ করে। ইহার চঞ্চু তাল-চঞ্চু পক্ষীর ন্যায়, গ্রীবা কচ্ছপের ন্যায়, অবয়ব মৎস্য এবং সর্পের ন্যায়। ইহার শরীরের প্রধান উপাদান জল এবং গায়ের রং ময়ূরের ন্যায়।

জাপানীরা যে কচ্ছপকে পূজা করেন, তাহা সাধারণ কচ্ছপ হইতে ভিন্ন জাতীয়। ইহা লাঙ্গুল বিশিষ্ট। প্রবাদ আছে যে এই কচ্ছপ পীত নদীতে (yellow River) জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং ইহার পৃষ্ঠে অনেকগুলি নীতিমালা ও গুপ্ত-রহস্য লিখিত ছিল। ইহার পরমায়ু সহস্র বৎসর। ইহা ইচ্ছানুসারে ছোট কিংবা বড় হইতে পারে এবং জলদেবতার বাহক বলিয়া জাপানীদের বিশ্বাস।

'রি-য়ো' ইচ্ছানুযায়ী ছোট কিংবা বড় হইতে পারে, এমন কি ইহা একেবারে অদৃশ্য হইতেও পারে। সর্ব্ব সমেত নয় জাতীয় 'রি-য়ো'। ইহাদের সকলেরই শৃঙ্গ, ক্ষুর, দাঁত এবং নখর আছে। ইহাদের নিশ্বাস অগ্নিবৎ প্রখর এবং ইহারা অতি দ্রুতপদগামা। অত্যন্ত তেজস্বী হইলেও ইহারা অতি সহিষ্ণু।

এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি জন্তুকে জাপানারা অস্বাভাবিক মনে করিয়া পূজা করিয়া থাকেন। বিড়াল, খেঁকশিয়াল ইত্যাদি জন্তুগণ মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে বলিয়া জাপানীদের বিশ্বাস আজও পর্য্যন্ত আছে। এই বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া জাপানীরা সমস্ত বিড়ালের লাঙ্গুল কাটিয়া দেন। সম্পূর্ণ লাঙ্গুল

বিশিষ্ট বিড়াল জাপানে একটীও নাই। বিড়ালশিশুর জন্ম হইলেই কেহ না কেহ তাহার লেজ কাটিয়া দেয়।

পাড়াগেঁয়ে কৃষকগণ ভূমিতে লাঙ্গল দিবার পূর্ব্বে উহা হইতে একখানি প্রস্তর কিংবা খানিক মৃত্তিকা লইয়া জমির এক কোণে রক্ষিত করে। পরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া মনে মনে মন্ত্র পাঠ করিতে থাকে। মন্ত্র পাঠ শেষ হইলে জমিতে লাঙ্গল দেয়। কোন বৃক্ষ ছেদন করিতে হইলেও অগ্রে ঐরূপ মন্ত্রপাঠ করিয়া তৎপর তাহাতে কুঠারাঘাত করা হয়। ইহার অর্থ এই যে মৃত্তিকা এবং বৃক্ষে যে সকল দৈত্যগণ অবস্থান করে তাহারা ক্রোধান্বিত হইলে প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিতে পারে। এই জন্য তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য মন্ত্র পাঠ করা হয়।

জাপানীরা কয়েক প্রকারের গাছকে আজও পর্য্যন্ত পূজা করিয়া আসিতেছেন। উপাসকবৃন্দ কাগজে মন্ত্র লিখিয়া ঐ সমস্ত গাছের শাখায় বাঁধিয়া দেন এবং জীবনান্তেও সে সমস্ত বৃক্ষ কেহ উচ্ছেদ করিতে সাহস পান না। পল্লীগ্রামে অনেক সময়ে বৃক্ষের গায়ে মনুষ্যের তৃণমূর্ত্তি লৌহশলাকা দ্বারা বিদ্ধ দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ অতি হাস্যজনক। যদি কোনও পুরুষ কোনও স্ত্রীলোককে ভালবাসিয়া তাঁহাকে বিবাহ না করেন কিংবা বিনা অপরাধে যদি কেহ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে উক্ত স্ত্রীলোক প্রতিশোধ লইবার জন্য রাত্রি দুই ঘটিকার সময়ে মন্দিরে গমন করিয়া প্রথমতঃ সেই দুষ্ট পুরুষটীর একটী তৃণ-মূর্ত্তি প্রস্তুত করে, পরে তথাকার যে বৃক্ষটী দেবতার নামে

উৎসর্গ করা থাকে তাহার গায়ে উক্ত তৃণমূর্ত্তি লৌহ-শলাকা দ্বারা বিদ্ধ করিয়া রাখে। বাটি হইতে মন্দিরে যাইবার সময় স্ত্রীলোকটী এক খানি হাতুড়ি এবং কতকগুলি লৌহ-শলাকা সঙ্গে লইয়া যায়। লৌহ বিদ্ধ করিবার সময় সচরাচর একটী ত্রিপদ কাষ্ঠাসনে তিনটী প্রজ্জ্বলিত বাতি রাখিয়া মস্তকে ধারণ করা হয়। মূর্ত্তিটী বিদ্ধ করা হইলে বৃক্ষ-দেবতার নিকট উক্ত দুষ্ট ব্যক্তিকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য যুক্তকরে প্রার্থনা করা হয়। যতদিন পর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত না হন, ততদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকটি প্রতি রাত্রিতে মন্দিরে যাইয়া শলাকাগুলি অল্প অল্প করিয়া বৃক্ষগাত্রে পুঁতিয়া আসে।

এতদ্ব্যতীত হিন্দুগণ যেমন মনষা দেবীর পূজা করিয়া থাকেন, জাপানীরাও সেইরূপ সর্প-পূজা করিয়া থাকেন। অতএব পাঠকবর্গ দেখিতেছেন যে হিন্দুদের ন্যায় জাপানীদেরও অনেক-গুলি কুসংস্কার ছিল এবং আছে। চীন এবং কোরিয়া কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। সমগ্র এশিয়া-খণ্ডে এক্ষণে ধর্ম্মাপেক্ষা কু-সংস্কারই প্রবল। প্রকৃত ধর্ম্মে কোনও দেশের লোকেরই গাঢ় বিশ্বাস দৃষ্ট হয় না।

আমি কোবে অবস্থানকালে একদা একটি বৌদ্ধমন্দির দর্শন করিতে গিয়া যাহা দেখিয়াছি পাঠকবর্গ তাহা শ্রবণ করিলে হাস্য সংবরণ করিতে পারিবেন না। এই মন্দিরটি একটী পাহাড়ের শিখরদেশে অবস্থিত। এখানে বুদ্ধদেবের মাতা মায়া দেবীর এক বৃহৎ মূর্ত্তি আছে। এই পর্ব্বতটীকে মায়া

নামেই অভিহিত করা হইয়াছে। জাপানীরা ইহাকে 'মায়া-সান' বলেন। এই মন্দিরের একটী বারাণ্ডায় কয়েকজন দেবতার মুর্ত্তি আছে। ভক্তগণ কোনও দেবতার পদধূলি লইয়া গাত্রে এবং মস্তকে দিতেছিলেন, কেহ বা কাগজে থুথু ফেলিয়া তাহা অপর একজন দেবতার গায়ে নিক্ষেপ করিতেছিলেন। এই শেষোক্ত দেবতাটী দেখিতে দেখিতে থুথুতে পরিপূর্ণ হইয়া গেলেন, কিন্তু ভক্তগণ তাহাতেও প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। শুনিলাম যাঁহার নিক্ষিপ্ত কাগজ ঠাকুরের গায়ে লাগিয়া থাকে তাঁহার না কি খুব অদৃষ্ট ভাল। এই বিশ্বাসের বশীভূত হওয়ায় কাগজখানি ঠাকুরের গায়ে লাগাইয়া রাখিবার জন্য সাধ্যানুসারে উপস্থিত সকলেই থুথু দিতেছিলেন। লোকের কি অন্ধ বিশ্বাস!

জাপানী খৃষ্টান্—জাপানী খৃষ্টান্ সম্বন্ধে এস্থলে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। প্রায় একশত বৎসর হইল, পাদরীগণ জাপানে যাইয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করিতেছেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহাদিগকে অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছে। এমন কি, বর্ত্তমান 'মেজি' অব্দেও কয়েকজন পাদরীকে ধর্ম্মের জন্য জীবন দান করিতে হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও পাদরীগণ নিরস্ত না হইয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। তবে তাঁহাদের চেষ্টা বড় বেশী ফলবতী হয় নাই; কারণ এ যাবৎ মোট প্রায় ১০০,০০০ জনকে খৃষ্টান্ করা হইয়াছে। এই খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত লোকের মধ্যে যুবকের সংখ্যাই অধিক। ইংরাজী শিক্ষা করিবার জন্য ইঁহাদের অধিকাংশই

খৃষ্টান্ হইয়াছেন। কেহ বা পাশ্চাত্যদেশে যাইয়া স্ব স্ব কার্য্য সাধনের জন্য খৃষ্টান্ হইয়াছিলেন, পরে দেশে প্রত্যাগমন করিয়া আর কোনও ধর্ম্মের ধার ধারেন না। আমি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি তাহা হইতে দুই একটী উদাহরণ দিতেছি।

কোবে ওরিয়েণ্টাল বোতাম কারখানার অধিকারী মহাশয়ের পুত্র শিল্পবিদ্যা শিক্ষার্থে আমেরিকায় যাইয়া তিন বৎসর তথায় অবস্থান করেন। এই জাপানী যুবকের কার্য্য প্রণালী অবধান করুন। আমি একদা উক্ত যুবককে খৃষ্টান্ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তরে বলিলেনঃ— "বিদেশীয় লোক খৃষ্টান্ হইলে তাহার প্রতি আমেরিকাবাসিগণ একটু সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই কারণেই আমি তথায় বাস করিবার কালে খৃষ্টান্ সাজিয়া ছিলাম। আপনি জানেন, আজকাল জাপানী যুবকগণের ধর্ম্মবিশ্বাস আদৌ নাই; সুতরাং আমি যে ধর্ম্মাবলম্বাই হই না কেন, তাহাতে বিশেষ কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। ধর্ম্মচর্চ্চা করিবার বয়স হইলে অবশ্য স্বধর্ম্মই (অর্থাৎ বৌদ্ধ ও শিন্তোধর্ম্ম) পালন করিব। আমি এক্ষণে জাপানে আসিয়াছি সুতরাং আর খৃষ্টান্ সাজিবার দরকার নাই। খৃষ্টধর্ম্ম আমি পছন্দ করি না।"

এই কথা বলিবার পর আমি তাঁহার খৃষ্টান্ নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন "নামটী আমার স্মরণ হইতেছে না।" তাঁহার, এই উত্তর শুনিয়া আমি হাসিয়া উঠিলাম এবং তিনিও হাসিতে হাসিতে বলিলেন

"আমি এখন খৃষ্টান্ নহি, সুতরাং সে নামেরও দরকার নাই।"

তাঁহার মুখে শুনিলাম যে আমেরিকাবাসিগণ জাপানীদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকেন এবং পথে ঘাটে তাঁহাদিগকে 'জাপ' বলিয়া সম্বোধন করেন। কৃষ্ণকায় ভারতবাসীকে না কি 'নিগ্রো' উপাধিতে ভূষিত হইতে হয়।

অপর একটী যুবকের সহিত আমার পরিচয় ছিল। তিনি আমাদের ফ্যাক্টরীর অধ্যক্ষ মহাশয়ের পুত্র। ইনি খৃষ্টান্‌দের কোবেস্থিত বৈশবিদ্যালয়ে ইংরাজী অধ্যয়ন করিতেছেন। ইঁহার বয়স আঠারো বৎসর মাত্র। খৃষ্টান্ হইলে সাহেবদের সহিত বেশ মিশামিশি করিয়া ভাষা শিক্ষার সুবিধা হইবে মনে করিয়া ইনি খৃষ্টান হইয়াছেন। ইঁহার পরিবারস্থ আর আর সকলেই বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী; কিন্তু সকলেই একত্রে একই বাটীতে বাস করিতেছেন।

কন্‌ফিউসিয়ান্ নীতিশিক্ষার ফল—বৌদ্ধ এবং শিন্তো ধর্ম্ম জাপানে প্রচারিত হওয়ায় উহার ফল কিরূপ হইয়াছিল পাঠকবর্গ তাহা দেখিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাউক কন্‌ফিউসিয়াস্ যে সমস্ত নীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহার ফল কিরূপ হইয়াছিল। এই নীতিসমূহ জাপানী চরিত্রে প্রভূত পরিবর্ত্তন সংসাধিত করিয়াছিল।

প্রভুভক্তিতে জাপানীরা জগতে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অনেক ইংরাজ এবং আমেরিকান লেখকগণ

ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। পিতা অপেক্ষা প্রভুকে জাপানীরা আজও পর্য্যন্ত অধিকতর ভক্তি করেন। এমন কি, ইঁহারা প্রভুর জন্য ন্যায্য মনে করিলে, নিজেদের পিতাকেও হত্যা করিতে কিঞ্চিৎমাত্র কুণ্ঠিত হন না। যাঁহারা প্রভুর শত্রু-পিতাকে হত্যা করেন, তাঁহাদের নাম জাতীয় ইতিহাসে স্থান পায়। জনৈক প্রধান মন্ত্রী 'কিয়োমোরি'র পুত্র 'সিঙ্গেমরি' সম্রাট্‌কে তাঁহার পিতার ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা করিয়া প্রভুভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। এ যাবৎ কত জাপানী যে তাঁহাদের প্রভুর জন্য অকাতরে প্রাণপাত করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করিয়া কত জাপানী যে রোণিন্ হইয়াছিলেন, তাহা কে বলিবে? এই রোণিন্‌গণ প্রভুর জন্য কিরূপ আত্মোৎসর্গ করিতেন তাহা ৪৭ জন রোণিনের বৃত্তান্ত পাঠ করিলেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন।

'দাইমিয়স্'ই হউন কিংবা তাঁহার অনুচরই হউন, প্রভুই হউন্ কিংবা তাহার ভৃত্যই হউক, সম্রাট্ তাঁহাদের সকলেরই প্রভু। সুতরাং সম্রাটের জন্য সকলেই প্রয়োজন হইলে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। পূর্ব্বে, বিশেষতঃ সোগুণদের প্রাধান্য সময়ে, সাধারণ লোকে কখনও সম্রাটকে দর্শন করিতে পারিতেন না। তিনি সর্ব্বদাই প্রাসাদে বদ্ধ থাকিয়া সম্রাজ্ঞী এবং অন্যান্য রমণীগণের সহিত আমোদ প্রমোদে দিনাতিপাত করিতেন। ক্বচিৎ কখনও মন্ত্রীগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন, তাহাও অবশ্য সোগুণগণের

অনুমতি না লইলে ঘটিয়া উঠিত না। এতদ্ব্যতীত অন্য কাহারও অদৃষ্টে রাজ-দর্শন ঘটিত না।

সন্তানের উপর পিতার ক্ষমতা অসীম ছিল। পিতা ইচ্ছা করিলে সন্তানকে হত্যা করিতে পারিতেন। এযাবৎ অসংখ্য বালক বালিকা পিতৃ হস্তে নিহত হইয়াছে। অতি অল্পদিন হইতে বেচারা বালক বালিকাগণ পিতার নৃশংস অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইয়াছে। এখন আর সন্তান হত্যা বড় একটা করা হয় না। কিন্তু অনেক সময়ে তাহাদিগকে বিক্রয় করা হইয়া থাকে। সহস্র সহস্র বালিকা পিতার অত্যাচারে সতীত্ব-রত্নকে জলাঞ্জলি দিয়াছে; তবে যে সমস্ত বালিকা পিতাকে ঋণ হইতে মুক্ত করিবার জন্য কিংবা বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহাকে প্রতিপালন করিবার উদ্দেশ্যে অসদুপায় অবলম্বন করিত, তাহারা জনসমাজে সম্মানিত হইত। অনেক সময় বিশেষ কোনও কারণ না থাকিলেও খামখেয়ালী পিতা তাহার যুবতী কন্যাকে অসদ্বৃত্তি অবলম্বন করিয়া মুদ্রা উপার্জ্জন করিতে বাধ্য করিত। বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও এই হেয় প্রথা অদ্যাপিও জাপ-সমাজ হইতে একেবারে লোপ পায় নাই।

* স্ত্রী-স্বাধীনতা জাপানে প্রচলিত থাকিলেও তথাকার স্ত্রীলোকদের অবস্থা তাঁহাদের হিন্দু ভগ্নিগণের অপেক্ষা কোনও অংশে উৎকৃষ্ট ছিল না।

---

* এ সম্বন্ধে মৎপ্রণীত 'নব্য জাপান' দ্রষ্টব্য।

জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার সম্বন্ধ পিতা পুত্রের ন্যায় ছিল। পিতার মৃত্যুর পর, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্তা পূর্ব্বেও হইতেন এখনও হইয়া থাকেন। সংসারে মাতার কোনও ক্ষমতা থাকে না। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অতি সম্মানের সহিত ভয় করেন, এবং পুত্রের উপর কোনও আধিপত্য করিতে পারেন না। জ্যেষ্ঠ পুত্রগণ পিতার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হন এবং কনিষ্ঠ ও আর আর পুত্রগণ প্রায়শঃ পোষ্য পুত্র স্বরূপ প্রদত্ত হইয়া থাকেন। যে বংশে কোনও পুরুষ সন্তান নাই অথচ কন্যা আছে সেখানে এই শ্রেণীর পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া বংশ রক্ষা করা হইয়া থাকে। বিবাহের সময় উক্ত পুত্রটীকে কন্যার পিতৃবংশের পারিবারিক উপাধি দেওয়া হয়। এইরূপে কন্যাদ্বারাও জাপানীদের বংশ রক্ষা হইয়া থাকে।

জাপান ও বহির্জগৎ—সাধারণ জাপানীদের মধ্যে পরস্পর বেশ ভ্রাতৃভাব ছিল। এই সদ্ভাবটি আজও পর্য্যন্ত জাপ-চরিত্রে পরিলক্ষিত হয়। পুরাকালে জাপানীরা বিদেশীয়গণকে অসভ্য বিবেচনা করায়, কাহাকেও জাপানে আসিতে দিতেন না এবং নিজেরাও বিদেশে গমন করিতেন না। জাপানের শিক্ষয়িত্রী চীন বিদেশীয়গণকে দেশের বাহিরে রাখিবার অভিপ্রায়ে চারিদিকে প্রাচীর দিয়া বেষ্টন করিয়াছিল, কিন্তু জাপানে প্রকৃত প্রাচীর প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত না হইলেও, সাধারণের মনে বিদেশীয়দিগের প্রতি আজও পর্য্যন্ত যেরূপ ঘৃণা দৃষ্ট হয়, তাহাই বোধ হয়, মেজি-অব্দ পর্য্যন্ত কাহাকেও এখানে

আসিতে দেয় নাই। অতি অল্পদিন হইতে জাপানের সহিত পাশ্চাত্য জগতের পরিচয় হইয়াছে। যাঁহারা সমাজের বাধা বিঘ্ন না মানিয়া বিদেশ গমন করিতেন, অধিকাংশ স্থলেই তাঁহাদের জীবন সংশয় হইত। এই সূত্রে কত জাপ-যুবক যে প্রাণ হারাইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

কুসংস্কার।
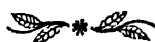
পুরাকালে জাপানীদের ধর্ম্মবিশ্বাস যেরূপ গাঢ় ছিল, কুসংস্কারও প্রায় তদনুরূপই ছিল বলিয়া কথিত আছে। আমাদের দেশের ন্যায় জাপানেও ভূত প্রেতের অভাব ছিল না। জাপানী ভূতের গল্প আমি অনেক শুনিয়াছি; কিন্তু সে সমস্ত গল্প লিখিয়া বৃথা কাল হরণ করিতে ইচ্ছা করি না। আমাদের যেরূপ সময় পড়িয়াছে তাহাতে গল্প লইয়া অধিক আলোচনা করা উচিত নহে। তবে নিম্নে যে কয়েকটী গল্পের বর্ণনা করিলাম, তাহা হইতে জাপানীদের দেবতার উৎপত্তি, এবং সোগুণদিগের প্রাধান্য সময়ে তাঁহাদের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক জানা যাইবে।

পাঠকবর্গের বোধ হয় মনে থাকিতে পারে যে জাপানীরা বিড়াল, খেঁকশিয়াল ইত্যাদির পূজা করিয়া থাকেন। খেঁক-শিয়ালেরা কিরূপে জাপানিদের উপাস্য দেবতা হইয়াছে তাহা বলিতেছি।

ইনারি সামা—একদা বসন্ত কালে দুইজন বন্ধু ভ্রমণ কালে এক অনুচ্চ পাহাড়ের পাদদেশে একটী খেঁক শিয়ালীকে তাহার শাবকের সহিত খেলা করিতে দেখিতে পান। অনন্তর তাঁহারা দুইজন তথায় উপবেশন করিয়া তাহাদের অদ্ভুত ক্রীড়া

অবলোকন করিতে লাগিলেন। সহসা তথায় তিনজন বালক আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শৃগাল-শাবককে ধরিবার জন্য যষ্টি হস্তে তাহাকে আক্রমণ করিল। শিয়ালটি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলায়ন করিল; কিন্তু বালকেরা শাবকটিকে ধরিয়া ফেলিল। ইহা দেখিয়া বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে একজন উহাদিগকে ডাকিয়া বলিলঃ—"তোমরা এই শাবকটিকে লইয়া কি করিবে?" উত্তরে জনৈক বালক বলিলেন—"আমরা এই শাবকটিকে আমাদের গ্রামস্থ একজন যুবকের নিকট বিক্রয় করিব। তিনি ইহার মাংস অত্যন্ত ভালবাসেন। তিনি আমাদিগকে ইহার মূল্য দিবেন বলিয়াছেন।" এই বলিয়া বালকগণ যাইতে উদ্যত হইলে তিনি বলিলেন "তোমরা এই শাবকটিকে আমার নিকট বিক্রয় কর। আমি উচিত মূল্য অপেক্ষা আরও কিছু বেশী দিতেছি।" এহ বলিয়া তিনি তাহাদের হস্তে অর্দ্ধ 'বু' অর্থাৎ প্রায় পাঁচ আনা প্রদান করিলেন। বালকগণ হৃষ্টচিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এই সময়ে অপর বন্ধুটি বলিয়া উঠিলেন "তুমি কি পাগল হইয়াছ? এই শাবকটিকে লইয়া তুমি কি করিবে?" বন্ধুর এই তিরস্কার মিশ্রিত রূঢ় ভাষা তাঁহাকে মর্ম্মাহত করিল। তিনি হৃদয়ের আবেগ ধারণ করিতে না পারিয়া বলিলেনঃ—"তোমার মুখে এরূপ কথা শোভা পায় না। তুমি আমার মনের প্রকৃত ভাব না জানিয়া আমাকে পাগল বলিলে। তুমি জান, একটী জীবের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য যদি আমার সর্ব্বস্ব

হারাইতে হয় আমি তাহাতেও পশ্চাৎপদ্ নহি। আজ সামান্য অর্থ খরচ করিয়া এই শাবকটীর জীবন রক্ষা করিলাম, ইহাতে আমি যে কি বিমলানন্দ অনুভব করিলাম তাহা তুমি কি বুঝিবে! এখন বুঝিলাম তুমি আমার বন্ধুত্বের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।"

এই কথা শুনিবামাত্র অপর বন্ধুটী দুই হস্ত জোড় করিয়া বলিতে লাগিলেন "আমাকে ক্ষমা কর, আমি ভাবিয়াছিলাম তুমি এই শাবকটির মাতা পিতাকে তোমার নিকট আনিবার জন্য ইহাকে বাঁধিয়া রাখিবে। পরে যখন তাহারা তোমার নিকট উপস্থিত হইবে, তখন তুমি তাহাদের নিকট সুখসমৃদ্ধির প্রার্থনা করিবে। কিন্তু তোমার হৃদয়ের কোমলতার পরিচয় পাইয়া আমি বাস্তবিকই লজ্জিত হইয়াছি। আশা করি, আমার নির্বুদ্ধিতার জন্য আমাকে ক্ষমা করিবে।"

বন্ধুর আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারিয়া তিনি বলিলেনঃ— "যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। আমিও তোমার প্রতি কর্কশ বাক্য ব্যবহার করিয়াছি, তজ্জন্য আমিও দুঃখিত, আশা করি তুমিও আমাকে ক্ষমা করিবে।"

এইরূপে দুই বন্ধুর পুনর্মিলন হইলে, তাঁহারা উভয়ে শাবকটীর কোথাও আঘাত লাগিয়াছে কি না দেখিতে লাগিলেন, উহার পায়ে একটু আঘাত লাগিয়াছিল। একটী গাছের রস প্রয়োগে তাহা আরোগ্য হইল। অনন্তর আঘাতজনিত ব্যথা কিঞ্চিৎ উপশমিত হইলে তাঁহারা উহাকে কিছু খাইতে দিলেন, কিন্তু শাবকটী কিছুই স্পর্শ করিল না।

এই শাবকটী লইয়া দুই বন্ধু যাহা যাহা করিলেন উহার মাতাপিতা নিকটস্থ একটী বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া তৎসমুদয় মনোযোগ সহকারে দেখিতেছিল। হঠাৎ বন্ধুদ্বয়ের চক্ষু সেই-দিকে পতিত হওয়ায়, তাঁহারা দেখিলেন যে শৃগাল দুটী অতি উদ্বিগ্নচিত্তে শাবকটির দিকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছে। দেখিবা-মাত্র তাঁহাদের হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল ; এবং শাবকটীকে তৎক্ষণাৎ বন্ধনোন্মুক্ত করিয়া দিলেন। শাবকটী অতি দ্রুতপদে দৌড়াইয়া মাতা পিতার নিকট গিয়া আহ্লাদে গা চাটিতে লাগিল। এই সময় বোধ হইল যেন শৃগাল দুটী মস্তক অবনত করিয়া বন্ধু-দ্বয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। অতঃপর তাঁহারা বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত বন্ধুত্বের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া মহাসুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

যে বন্ধুটী শৃগাল শাবকের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি একজন ধনী সওদাগর। তাঁহার একটী পুত্র ছিল। এই পুত্রটির দশ বৎসর বয়ক্রম কালে এক কঠিন পীড়া হয়। অনেক বৈদ্যকে চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু কেহই রোগ-নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অবশেষে জনৈক বিচক্ষণ বৈদ্যকে আহ্বান করা হইল। তিনি রোগীকে দেখিয়া বলিলেন “ব্যারাম অতি কঠিন। ঔষধে কোনও ফল হইবে না। তবে যদি জীবিত খেঁকশিয়ালের যকৃৎ পাওয়া যায় তাহা হইলে রোগীর বাঁচিবার অনেক সম্ভাবনা আছে। তাহা না পাইলে জগতে এমন কোনও ঔষধ নাই, যদ্দ্বারা রোগী ত্রাণ পাইতে পারে।”

এই কথা শ্রবণ করিয়া বালকের মাতা ও পিতা ক্ষণকালের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিলেন। পরে একজন পর্ব্বত-বাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমাদের পুত্রের মৃত্যু হইলেও আমরা কোন জীবের প্রাণ নষ্ট করিব না, কিন্তু আপনি পর্ব্বতে বাস করেন, আপনি চেষ্টা করিলে উহা সংগ্রহ করিতে পারেন; আপনার প্রতিবাসিগণ প্রায়ই শৃগাল হত্যা করিয়া থাকে। যকৃতের উচিত মূল্য আমরা অবশ্য দিব।"

আগত ব্যক্তি তাঁহাদের কথায় সম্মত হইয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন রাত্রিতে একজন লোক শৃগাল-যকৃৎ লইয়া তাঁহাদের বাটীতে আসিয়া বলিলেনঃ—"আপনারা যে ব্যক্তির নিকট শৃগালের যকৃৎ চাহিয়াছিলেন, তিনি আমাকে এই যকৃৎটী দিয়া বলিলেন যে শীঘ্রই তিনি আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং তখন উহার মূল্য জানাইবেন।"

অনন্তর তাঁহারা অতি আহ্লাদ সহকারে যকৃৎটী গ্রহণ করিলেন এবং আগত ব্যক্তিকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন; কিন্তু উক্ত ব্যক্তি বলিলেন "আমার উপযুক্ত পারিশ্রমিক আমি পাইয়াছি। আমি আর কিছুই গ্রহণ করিব না।" অনন্তর রাত্রিতে তথায় বাস করিতে অনুরোধ করায় তিনি তাহাতেও অসম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেনঃ—"নিকটে আমার কুটুম্ব আছে, আমি তথায় রাত্রি যাপন করিব।" এই বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

যকৃৎ পাওয়া গিয়াছে শুনিয়া বৈদ্য পরদিন প্রভাতে

রোগীকে দেখিতে আসিলেন এবং ঔষধের সহিত উক্ত যকৃৎ মিশ্রিত করিয়া তাহাকে সেবন করিতে দিলেন। ঔষধের কি আশ্চর্য্য গুণ! ইহা উদরে প্রবেশ করিবামাত্র রোগী ক্রমান্বয়ে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল। মাতা পিতার আনন্দের সীমা রহিল না। ইহার তিন দিন পরে পর্ব্বতবাসী সেই ব্যক্তি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র বালকের মাতা পিতা উভয়ে অতি আগ্রহ সহকারে আসিয়া তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেনঃ—"মহাশয়, আপনি এত শীঘ্র যকৃৎ পাঠাইয়া আমাদিগের পরম উপকার করিয়াছেন। সন্তানের পীড়া ইতি-মধ্যেই আরোগ্য হইয়াছে।" পর্ব্বতবাসী সহসা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি ক্ষণেক পরে বলিলেন, "আপনারা কি বলিতেছেন, আমি বুঝিতে পারিতেছি না; কারণ আমি শৃগালের যকৃৎ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হওয়ায়, আজ আপনা দিগকে তাহাই জানাইতে আসিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া তাঁহারা উভয়ে একস্বরে বলিয়া উঠিলেন "কেন, আজ তিন দিন হইল একজন লোক আপনার নিকট হইতে যকৃৎ আনিয়া আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে রাত্রিতে আমাদের বাটীতে থাকিতে অনুরোধ করিলাম কিন্তু তিনি নিকটস্থ কোনও আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকিবেন বলিয়া আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গেলেন। আপনি কি ইহার কিছুই জানেন না?" পর্ব্বতবাসী বলিলেন, "আমি বাস্তবিকই

ইহার কিছুই জানি না। এবিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত।”

এই বলিয়া পর্ব্বতবাসী তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। সেই রাত্রিতে একটী খেঁকশিয়ালী দ্বাত্রিংশ বৎসর বয়স্কা রমণীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গৃহস্বামীর শিয়রে আসিয়া দেখা দিল এবং তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিল, “গত বৎসর বসন্তের সময় আপনি অনুগ্রহ করিয়া যে শৃগাল-শাবকটীর প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, আমি তাহার মাতা। আপনার নিকট আমরা এতদিন ঋণী ছিলাম। আপনার পুত্রের ব্যারাম জীবিত শৃগালের যকৃৎ ব্যতীত আরোগ্য হইবে না শুনিয়া আমি আমার সেই শাবকটিকে হত্যা করিয়া তাহার যকৃৎ আমার স্বামীর দ্বারা আপনার বাটীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। তিন দিন পূর্ব্বে যে ব্যক্তি আপনাদিগকে যকৃৎ দিতে আসিয়াছিলেন তিনি আমার স্বামী। আজ আমরা আপনার ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করিলাম।” এই বলিতে বলিতে সেই রমণীর গণ্ডস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া গেল। গৃহস্বামী ধন্যবাদ দিবার জন্য উঠিয়া বসিতে যাইতেছেন এমন সময়ে তাঁহার গাত্র সংস্পর্শে তাঁহার স্ত্রীও জাগরিত হইলেন। তিনি চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন যে তাঁহার স্বামী সজল নয়নে শয্যোপরি উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। ব্যস্ত হইয়া তিনি স্বামীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং স্বামীমুখে সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া সতী আর ক্রন্দন সংবরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা পশুর এই

কৃতজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া কিয়ৎক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া রহিলেন। পরে উভয়ে মৃত শাবকের আত্মার কল্যাণার্থে সমস্ত রাত্রি ঈশ্বরের নিকট কায়মনবাক্যে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে এই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া পড়িল, এবং খেঁক-শিয়ালের এইরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন।

পীড়িত বালক আরোগ্য লাভ করিয়া তাহাদের বাটীর এক সর্ব্বোকৃৎষ্ট স্থানে খেঁকশিয়ালদের দেবতার জন্য এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিল। এই দেবতার নাম * 'ইনারি সামা'। প্রবাদ আছে যে ইনিই নাকি প্রথম ধানগাছ আবিষ্কার করেন। খেঁক-শিয়াল ইঁহার বাহক। জাপানীরা ইনারি সামাকে অত্যন্ত ভক্তি করেন এবং প্রায় প্রত্যেক জাপানী গৃহে ইঁহার সম্মানার্থে এক একটী ছোট মন্দির আছে। প্রত্যেক নূতন বৎসরের দ্বিতীয় মাসে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাসে নানা প্রকার বাদ্য বাজাইয়া ইঁহার সম্মানার্থে উৎসব করা হয়। বালক বালিকাগণই বিশেষতঃ ইহাতে যোগদান করে।

* জাপানীরা যত অর্থ লোলুপ হইতেছেন, ইনারি সামার পূজার সরঞ্জাম তত বৃদ্ধি পাইতেছে। ইনারি সামা না কি ধন দৌলৎ দানও করিয়া থাকেন।

'নাবেশিমা নো নেকো' বা নাবেশিমার বিড়াল—জাপানে সর্ব্বসমেত অষ্টাদশ জন প্রধান 'দাইমিয়' ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন নাবেশিমাবংশসম্ভূত। কথিত আছে যে বহুদিন পূর্ব্বে এই বংশের একজন যুবরাজ একটী বিড়ালের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন। একদিন অপরাহ্নে যুবরাজ যখন তাঁহার প্রিয়তমা উপপত্নী 'ও তোয়ো'র সহিত প্রাসাদাস্থ উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন একটী বিড়াল তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতেছিল। 'ও তোয়ো' সান্ পরমা সুন্দরী ছিলেন, এবং তাঁহার এমন কতকগুলি সদ্‌গুণ ছিল যাহাতে যুবরাজ একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। ভ্রমণ শেষ হইলে 'ও তোয়ো' তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় নিদ্রিতাবস্থায় হঠাৎ তিনি শিহরিয়া উঠিলেন এবং জাগরিত হইয়া দেখেন যে একটী বৃহদাকার মার্জ্জার তাঁহার সম্মুখে ছোঁ পাতিয়া বসিয়া রহিয়াছে। দেখিবামাত্র তিনি বিকট চীৎকার করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে বিড়ালটী তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। অতঃপর বারাণ্ডায় তাহার সুতীক্ষ্ণ নখদ্বারা একটী বৃহৎ গর্ত্ত খনন করিয়া 'ও তোয়ো' সানের মৃতদেহ পুঁতিয়া নিজে 'ও তোয়ো'র বেশ ধারণ পূর্ব্বক শয্যোপরি শয়ন করিয়া রহিল। যুবরাজ এ সমস্ত ঘটনার কিছুই জানিতে পারিলেন না। তিনি নিঃসন্দেহচিত্তে পূর্ব্ববৎ এই রাক্ষসীর সহিত আমোদ প্রমোদে মত্ত হইতেন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যু

যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে তিনি আর গাঢ় নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। তন্দ্রাবেশ হইলেই এই রাক্ষসী তাঁহার নিকট যাইয়া নানারূপ অত্যাচার করিত এবং অনেক দুঃস্বপ্ন দেখাইত। এইরূপে যুবরাজকে মৃতপ্রায় হইতে দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী-পরিবারবর্গ অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন এবং তাঁহার চিকিৎসা করাইবার জন্য একজন বিচক্ষণ বৈদ্য নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু হায়! বৈদ্য এ রোগের কি বুঝিবেন! তিনি যত ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, ব্যারাম ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া সমস্ত পারিষদবর্গ পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে যুবরাজের শয়ন কক্ষে অন্ততঃ এক শত জন প্রহরী নিযুক্ত করিতে হইবে। ইহারা সমস্ত রাত্রিতে জাগ্রত থাকিয়া যুবরাজের দুঃস্বপ্নের কারণ নির্দ্ধারণ করিবে। দেখিতে দেখিতে দিন অতিবাহিত হইয়া রাত্রির সমাগম হইল। জগতের মানবকুলের সুখানুভবের জন্যই রাত্রির সৃষ্টি; কিন্তু ইহাই আবার রোগী বিশেষের ঘোর অশান্তির কারণ। ঈশ্বরের বিধান কে বুঝিবে!

সে রাত্রিতে একশত জন সশস্ত্র প্রহরী যুবরাজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতে বলিল। কিন্তু রাক্ষসীর মায়া বুঝা ভার, রাত্রি দশ ঘটিকার পূর্ব্বে প্রহরীগণ একে একে সকলেই তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। তখন 'ও তোয়ো'র বেশধারিণী রাক্ষসী যুবরাজের পার্শ্বে যাইয়া প্রভাত পর্য্যন্ত জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করিল। রাত্রি প্রভাত হইলে

পারিষদবর্গ যখন শুনিলেন যে রাত্রি দশটার পরে কেহই জাগ্রত থাকিতে পারে নাই, তখন তাঁহাদের মধ্য হইতে তিনজন সভ্য স্বয়ং জাগ্রত থাকিয়া যুবরাজের দুঃস্বপ্নের কারণ নির্দ্দেশ করিবেন বলিয়া প্রতীজ্ঞা করিলেন। তাঁহাদের সাহায্যার্থে উক্ত একশত প্রহরীও নিযুক্ত রহিল। সে রাত্রেও দশটার পূর্ব্বে প্রহরীগণ নিদ্রিত হইয়া পড়িল সভ্যগণ কিছুকাল ঘুমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু অবশেষে পরাভূত হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে রাক্ষসী আসিয়া যথারীতি যুবরাজকে বিরক্ত করিতে লাগিল এবং রাত্রি প্রভাত হইলে নিজের কক্ষে যাইয়া নিদ্রিত হইয়া রহিল। এই ঘটনার পর সমস্ত পারিষদবর্গ (Councillors) স্থির করিলেন যে যুবরাজ নিশ্চয়ই কোন উপদেবতার মায়াজালে পতিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা নিকটস্থ বৌদ্ধ মন্দিরের প্রধান * পুরোহিতকে যুবরাজের কল্যাণের জন্য মন্ত্র পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। অনন্তর পুরোহিত মহাশয় প্রত্যহ যুবরাজের কল্যাণের জন্য মন্দিরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। একদা রাত্রি ৯টার সময় পুরোহিত মহাশয় পূজা সমাপ্ত করিয়া শয়ন করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে নিকটস্থ কূপের সম্মুখে একটা শব্দ শুনিতে পাইলেন। গবাক্ষ দিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে

* কিংবদন্তী আছে যে, পুরাকালে বৌদ্ধ পুরোহিতগণ উপদেবতার অত্যাচার হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিতে পারিতেন।

জনৈক সুশ্রী চতুর্ব্বিংশ বর্ষীয় যুবক হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রভুর আরোগ্য কামনা করিতেছে। যুবক অনেকক্ষণ এরূপভাবে নিবিষ্টচিত্তে মন্ত্রপাঠ করিয়া প্রত্যাগমন করিতে উদ্যত হইলে পুরোহিত মহাশয় তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"তুমি কে? কি জন্যই বা এত রাত্রিতে মন্দিরে আসিয়াছ?" প্রত্যুত্তরে যুবক বলিল, "আমি যুবরাজের সেনা, তিনি যাহাতে শীঘ্র আরোগ্য লাভ করেন তাহা প্রার্থনা করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া পুরোহিত মহাশয় তাহাকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে বলিলেন এবং যুবক মন্দিরে প্রবেশ করিল। অতঃপর পুরোহিত মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "আমি তোমার গুণে মুগ্ধ হইয়াছি; তোমার নাম কি?" যুবক বলিল "আমার নাম, ইতো সোদা। পরস্পর যেরূপ শুনিলাম তাহাতে আমাদের বোধ হয় যুবরাজ কোনও উপদেবতার মায়াজালে পতিত হইয়াছেন। আমার বড়ই ইচ্ছা হয় যে আমি একদিন রাত্রিতে প্রহরী নিযুক্ত হইয়া যুবরাজের পীড়ার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিব। যদি আমি কৃতকার্য্য হই এবং প্রভুর জীবন রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে আমার জীবনকে সার্থক মনে করিব। আমি আমার পদোন্নতির জন্য এইরূপ কামনা করিতেছি না। যুবরাজের জীবন রক্ষা করাই আমার একমাত্র উদেশ্য জানিবেন।"

পুরোহিত মহাশয় যুবকের এই উক্তি শুনিয়া বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "আমি প্রধান মন্ত্রী

মহাশয়কে বলিয়া যাহাতে তোমাকে প্রহরী নিযুক্ত করা হয় তাহার ব্যবস্থা করিব।" এই বলিয়া পর দিন রাত্রিতে যুবককে তাঁহার সঙ্গে যুবরাজের প্রাসাদে যাইতে অনুরোধ করিলেন। পুরোহিত মহাশয়ের অনুগ্রহের জন্য যুবক তাঁহাকে বারংবার ধন্যবাদ দিয়া সে রাত্রিতে বাটী ফিরিয়া গেল। পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুরোহিত মহাশয় যুবককে সঙ্গে লইয়া প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং যুবককে প্রাসাদের বাহিরে রাখিয়া নিজে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তিনি প্রধান মন্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইয়া যুবরাজের শারীরিক অবস্থা কিরূপ অনুসন্ধান করিলে মন্ত্রীবর বলিলেন "যুবরাজের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। দিন দিন তাঁহার রোগ বৃদ্ধি হইতেছে।" ইহা শুনিয়া পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "মহাশয়, আমার একটী নিবেদন আছে। আমি একটি যুবকের প্রভুভক্তির পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। এই যুবকটী একজন পদাতিক সেনা। আমার বোধ হয় যুবরাজের মঙ্গলের জন্যই বুদ্ধদেব এই যুবককে আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।" এই বলিয়া তিনি যুবকের সম্বন্ধে যাহা যাহা জানিতেন সমস্ত বিস্তারিত বলিলেন। মন্ত্রীবর কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আপনি যেরূপ বলিলেন তাহাতে উক্ত যুবককে প্রহরী নিযুক্ত করা নিতান্ত উচিত; কিন্তু উহার পদ সেনাবিভাগে অত্যন্ত নীচ। উহার সমপদস্থ সেনাকে যুবরাজের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। যাহা হউক, আমি এ বিষয় অন্যান্য পারিষদবর্গের

সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা বিহিত হয় করিব।” এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুরোহিত মহাশয় বলিলেন “ঐ যুবকের পদ নীচ, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; কিন্তু উহাকে প্রভুভক্তির জন্য উন্নত করিয়া প্রহরী হইবার ক্ষমতা দেওয়ায় আপত্তি আছে কি?” উত্তরে মন্ত্রীবর বলিলেন, “প্রভু আরোগ্য লাভ করিলে উহাকে উন্নীত করা যাইতে পারে। সে যাহা হউক, আমি একবার উহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি; যদি উপযুক্ত বলিয়া মনে হয় তাহা হইলে চিন্তা করিয়া দেখা যাইবে।”

এই শুনিয়া পুরোহিত মহাশয় প্রাসাদের বাহিরে গিয়া যুবককে ডাকিয়া আনিলেন। মন্ত্রীবর ইহার আকার প্রকার এবং পবিত্র স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া পরদিন রাত্রিতে প্রাসাদে আসিতে আজ্ঞা করিলেন। যুবক অতি হৃষ্ট চিত্তে গৃহে ফিরিয়া গেল। ইতিমধ্যে মন্ত্রীবর অন্যান্য পারিষদবর্গের মতানুসারে যুবককে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া তাহার বাটিতে সংবাদ পাঠাইলেন। অনন্তর যুবক নির্দ্দিষ্ট সময়ে সজ্জিত হইয়া প্রাসাদে আসিল এবং অপর একশত জন প্রহরীর সহিত সেই রাত্রিতে যুবরাজের শয়নকক্ষে প্রবেশ লাভ করিল। রাত্রি দশটা বাজিবার কিছু পূর্ব্ব হইতেই প্রহরিগণ একে একে নিদ্রাভিভূত হইতে লাগিল। তন্দ্রা যুবককেও আক্রমণ করিল কিন্তু যুবক কটিদেশ হইতে ছুরি বাহির করিয়া স্বীয় উরুদেশে বিদ্ধ করিয়া দিল। কিছুক্ষণ যন্ত্রণায় অস্থির হওয়ায় তন্দ্রা আসিল না কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় তন্দ্রাবেশ হইতে লাগিল।

অতঃপর যুবক ছোরাখানি দ্বারা উরুদেশের চতুর্দ্দিক এরূপভাবে কাটিয়া ফেলিল যে যন্ত্রণায় তন্দ্রা আসিতে পারিল না। এইরূপে বহুকষ্টে তন্দ্রার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া যুবক অতি আগ্রহের সহিত যুবরাজের দিকে দৃষ্টি করিয়া রহিল। হঠাৎ দ্বার উদ্‌ঘাটনজনিত শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। যুবক অতি ব্যগ্র হইয়া দরজার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখে যে এক পরমা সুন্দরী দেবী স্বরূপিনী মূর্ত্তি নিঃশব্দে যুবরাজের দিকে আসিতেছে। শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রহরিগণকে নিদ্রিত দেখিয়া রমণী একটু মৃদুহাসি হাসিল; পরে হঠাৎ জাগ্রত যুবকের দিকে দৃষ্টিপাত হওয়ায় তাহার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যে এখনও নিদ্রা যাও নাই? তোমাকে এখানে আর কখনও দেখি নাই। তুমি কে?"

যুবক বলিল, "আমার নাম ইতো সোদা; আমি আজ হইতে এখানে নিযুক্ত হইয়াছি।" তৎপরে যুবকের রক্তাক্ত উরুদেশ দেখিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, যুবক বলিল "তন্দ্রা নিবারণের জন্য নিজের উরুদেশ স্বহস্তে কর্ত্তন করিয়াছি।" রমণী বলিল "তুমি একজন প্রভুভক্ত বটে; প্রভুর জন্য তুমি নিজের জীবনকে হেয়জ্ঞান করিতে সমর্থ দেখিতেছি।" যুবক উত্তর করিল, "প্রভুর জন্য তাঁহার অনুচরের জীবন পাত করা কি উচিত নহে?" এইরূপ ভাবে যুবকের সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া রমণী ধীরে ধীরে যুবরাজের পার্শ্বে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "যুবরাজ, আজ কেমন আছেন?" যুবরাজ

নিদ্রাভিভূত থাকায় তাঁহার কোনও উত্তর করিলেন না। ইহা দেখিয়া রমণী তাঁহাকে একটু বিরক্ত করিবার অবসর খুঁজিতে লাগিল কিন্তু যুবক একদৃষ্টে তাহার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছে দেখিয়া বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবৃত্তা হইল। এই রাত্রিতে যুবরাজ বেশ সুস্থভাবে নিদ্রা গেলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে যুবকের দৃষ্টান্ত দেখিয়া অন্যান্য প্রহরিগণ লজ্জিত হইল। তৎপর দিনও ইতোকেও নিযুক্ত করা হইল। সে দিনও তোয়ো-রূপ-ধারিণী-রাক্ষসী যুবরাজের শয়ন কক্ষে আসিয়া যুবককে জাগ্রত দেখিয়া ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেল। এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে যুবরাজের স্বাস্থ্য উত্তরোত্তর ভাল হইতে লাগিল। অনন্তর একদা ইতো প্রধান মন্ত্রীর নিকট যাইয়া বলিল, "ধর্ম্মবতার, আমি প্রভুর রোগের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি, যদি আপনারা আমাকে অনুমতি দেন তাহা হইলে রোগের কারণ সমূলে উৎপাটন করিতে পারি। 'ওতোয়ো' মানবী নহে, অবশ্যই কোনও উপদেবতা রমণীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া যুবরাজের জীবন-রক্ত শোষণ করিতেছে। আমার সাহায্যের জন্য আর আট জন লোকের আবশ্যক, তাহা হইলে আমি উহাকে বিনষ্ট করিতে পারি।"

যুবকের কথায় সকলেরই বিশ্বাস হইল। এবং তাহার প্রস্তাব অনুসারে তাহার সাহায্যার্থে আটজন লোক নিযুক্ত হইল। একদিন রাত্রিতে 'ইতো' একখানি চিঠি হস্তে লইয়া ও তোয়োর শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল। রমণী যুবরাজের চিঠি

মনে করিয়া অতি ব্যগ্রতার সহিত উহা লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিল। এই সুযোগে 'ইতো' তাহার শাণিত তরবারির এক আঘাত রমণীর শিরে মারিয়া দিল; কিন্তু ইহাতে রমণীর কিছুমাত্র অনিষ্ট হইল না। সে মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিল, "পাপিষ্ঠ, তুই আমাকে হত্যা করিতে আসিয়াছিস! আমি এখনই যুবরাজকে বলিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া যেমনই শয়ন কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে উদ্যত হইল অমনি চতুর্দ্দিক হইতে সশস্ত্র সেনা আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। অনন্যোপায় দেখিয়া রমণী তখন এক প্রকাণ্ড বিড়ালের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক প্রাসাদের বাহিরে চলিয়া গেল। প্রধান মন্ত্রীবর এই সময়ে বিড়ালকে গুলি করিয়া মারিবার জন্য বন্দুক ছুড়িয়াছিলেন, কিন্তু উহা বিড়ালের গায়ে লাগিল না। অতঃপর বিড়াল পর্ব্বতে যাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামস্থ অনেকের বিলক্ষণ অনিষ্ট সাধন করিতে লাগিল। অবশেষে যুবরাজের আদেশ অনুসারে কয়েকজন লোক দলবদ্ধ হইয়া ইহাকে সংহার করে।

বলা বাহুল্য 'ইতো' এই উপলক্ষে যথোচিত পুরস্কৃত হইয়াছিল। জাপানীদের প্রভুভক্তি এইরূপই বটে।

সাকুরা সো সোগোরো। নিম্নে যে গল্পটী লিপিবদ্ধ করিতেছি, তাহা ভূতের গল্প হইলেও একটী প্রকৃত ঘটনা। 'সোগুণ'দিগের প্রাধান্য সময়ে জাপ-কৃষকগণের অবস্থা কিরূপ ছিল এই বৃত্তান্তটী পাঠ করিলে সহজেই অনুমিত হইবে। যখন জাপানীরা আমাদের নিকট অসভ্য বলিয়া পরিচিত ছিলেন তখনও তাঁহাদের মধ্যে স্বার্থত্যাগের যেরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাহাতে চমৎকৃত হইতে হয়। 'পরার্থে সর্ব্বমুৎসৃজেৎ' এই মহাবাক্যটির কর্ম্মক্ষেত্র জাপান আমাদের দেশের ন্যায়ই ছিল।

পূর্ব্বে ভূম্যাধিকারিগণ কৃষকগণের নিকট হইতে উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধেক গ্রহণ করিতেন এবং অনেক সময়ে ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া অতিরিক্ত কর আদায় করিতেন। নিঃসহায় কৃষকগণের প্রতীকারের কোনও উপায় ছিল না। যদি কোনও কৃষক অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া রাজদ্বারে অভিযোগ করিত তাহা হইলে কোনও ফল হইত না, বরং অধিকাংশ স্থানে তাহার জীবন সংশয় হইত।

শিমসার অন্তর্গত সাকুরা দুর্গে 'কৎসুকে নো সুকে মাসানবু' নামক জনৈক লর্ড বাস করিতেন। তিনি প্রজাবর্গের উপর নানা প্রকার অন্যায় কর ধার্য্য করিয়া প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিতেন। প্রজাবর্গ তাঁহার অন্যায় অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার উপক্রম হইতেছে দেখিয়া তাহাদের ১৩৬ জন প্রতিনিধি একত্র হইয়া প্রতীকারের উপায় উদ্ভাবন

করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে এক মত হইয়া বলিলেন "এ বিষয়ে স্থানীয় শাসন কর্ত্তাগণকে বারংবার বলিয়া যখন কোনও ফল হইতেছে না, তখন আমরা সকলে 'ইয়েদো' (yedo) প্রাসাদে যাইয়া সোগুণের নিকট প্রতীকার প্রার্থনা করিব।"

অনন্তর তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট দিনে (yedo) ইয়েদো যাইয়া সোগুণের একজন * পারিষদকে তাঁহাদের দরখাস্তখানি দেখাইলেন কিন্তু তিনি তাহাতে কোনও উত্তর করিলেন না। অতঃপর তাঁহারা সোগুণের হস্তে দরখাস্ত দিবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইয়োহাসা পল্লীর প্রতিনিধি সোগোরো সান্ বলিলেন "দরখাস্তখানি সোগুণের নিকট দেওয়া স্থির হইল বটে ; কিন্তু এই কার্য্য সম্পন্ন করা সহজসাধ্য নহে। যাহা হউক, আপনারা, কি উপায়ে এই কার্য্য সমাধা করিতে চাহেন ?" উত্তরে অন্যান্য প্রতিনিধিগণ বলিলেন—"ইহার তো কোনই বিহিত উপায় দেখিতেছি না।"

তখন সোগোরো পুনরায় বলিলেন:—"আমরা প্রতীকারের জন্য স্থানীয় শাসনকর্ত্তা এবং সোগুণের পারিষদের নিকট দরখাস্ত দিয়াছি ; কিন্তু তাঁহারা যখন উহা অবজ্ঞা করিলেন,

* পারিষদগণের বিনানুমতিতে সোগুণগণের নিকট কাহারও যাইবার অধিকার ছিল না। যদি কেহ অজ্ঞতাবশতঃ অথবা স্বীয় দুঃখবার্ত্তা জ্ঞাপন করিবার জন্য সোগুণদের নিকট যাইত তাহা হইলে তাহাকে প্রাণের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইত।

তখন অগত্যা আমাদিগকে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া, সোগুণের নিকট দরখাস্ত দিতে হইবে। সোগুণ যখন প্রাসাদ হইতে বাহির হইবেন তখন তাঁহার গাড়ীর মধ্যে দরখাস্ত খানি নিক্ষেপ করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও উপায় দেখিতেছি না। যদি আপনারা সকলে তাহাতে সম্মত হন তাহা হইলে আপনাদের পরিবারবর্গের নিকট হইতে ইহ জন্মের মত বিদায় লইয়া পুনরায় এখানে আসিতে প্রস্তুত হউন।” সোগোরোর প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইলেন এবং ফুনাবেশী পল্লিতে পুনরায় একত্র হইবার দিন স্থির করিলেন।

অনন্তর নির্দ্দিষ্ট দিনে সকলে ফুনাবেশীতে উপস্থিত হইলেন কিন্তু সোগোরো শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন উপস্থিত হইতে পারিলেন না। ইহাতে অন্যান্য প্রতিনিধিগণ তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া (yedo) ইয়োদো অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অবশেষে তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া সোগুণের নিকট দরখাস্ত দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহাদের ন্যায্য প্রার্থনায় কর্ণপাতও করিলেন না। প্রতিদিন প্রত্যেক যায়গায় এইরূপ ভগ্নমনোরথ হওয়ায় তাঁহারা পুনর্ব্বার সোগোরোর নিকট পরামর্শের জন্য দুই জন লোক প্রেরণ করিলেন। এদিকে সোগোরো তাঁহার স্ত্রী পুত্রাদি এবং আত্মীয় স্বজনদিগকে একত্রিত করিয়া বলিলেনঃ—“আমি আজ ইয়োদোতে যাইয়া সোগুণের হস্তে দরখাস্ত দিতে চেষ্টা করিব। এই কার্য্যে কৃতকার্য্য হই বা না হই, আমার মৃত্যু নিশ্চয়। যদি কৃতকার্য্য

হই, তাহা হইলে আমার অপর ভ্রাতাগণ দুর্ব্বহ করভার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন। এরূপ সৎকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবার অবসর পাইয়াছি বলিয়া আমি আজ ধন্য হইলাম। আমার মৃত্যুতে তোমরা শোক প্রকাশ করিও না।”

এই বলিয়া তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ফুনাবেশীতে গমন করিলেন, এবং তথা হইতে উল্লিখিত দুইজন লোকের সমব্যবহারে ইয়োদোতে উপস্থিত হইলে অন্যান্য প্রতিনিধিগণ তাঁহাকে যথোচিত সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া বলিতে লাগিলেনঃ—“এতাবৎ আমাদের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হওয়ায় আমরা সকলে হতবুদ্ধি হইয়া আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। আপনি কি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন ?”

সোগোরো ধীর এবং গম্ভীর স্বরে বলিলেনঃ—“আমরা এতদিন পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হই নাই বলিয়া আক্ষেপ করিবার কোনও কারণ নাই। শুনিতেছি দুই তিন দিনের মধ্যে সোগুণের পারিষদ্‌বর্গ (Councillors) প্রাসাদে যাইবেন। আমরা কয়েকজন একখানি দরখাস্ত লইয়া প্রথমতঃ ‘ইয়ামতো নো খামীর’ নিকট দিব। ইনিই মন্ত্রীবর্গের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতেও যদি ফল না হয়, তাহা হইলে অবশেষে সোগুণের নিকট যাইব।”

অনন্তর নির্দ্দিষ্ট দিনে ‘ইয়ামতো নো খামী’ যখন প্রাসাদে যাইতেছিলেন তখন সোগোরো অপর পাঁচ জন প্রতিনিধির সাহায্যে তাঁহাদের লিখিত দরখাস্তখানি তাঁহার হস্তে দিয়া প্রজাবর্গের দুঃখ কাহিনী সংক্ষেপে তাঁহাকে বলিলেন। দরখাস্তখানি

গৃহীত হইল দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত প্রফুল্ল চিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন, করিয়া সঙ্গীগণকে সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণমাত্রে অন্যান্য প্রতিনিধিগণ সকলেই আশান্বিত হইয়া বারংবার সোগোরোকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। সোগোরো বলিলেন, "যদিও আমাদের দরখাস্ত গৃহীত হইয়াছে তথাপি আমাদের অভিষ্ট সিদ্ধ হইবার আশা অতি কম। যাহা হউক, সাহায্যার্থে এগার জন লোক আমার নিকট থাকিলে আপনারা স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারেন। দরখাস্তের ফল যাহা হয় যথাসময়ে আপনাদিগকে জানাইব।"

'সোগোরো'র প্রস্তাবমত ১১ জন প্রতিনিধি তাঁহার সাহায্যার্থে তথায় রহিলেন এবং অন্যান্য সকলে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। ইহার কিয়দ্দিন পরেই 'ইয়ামতো নো খামী'র নিকট স্বহস্তে দরখাস্ত দিবার অপরাধে সোগোরো প্রধান আদালতে অভিযুক্ত হইলেন। অনন্তর তিনি তথায় উপস্থিত হইলে ইয়োমতো নো খামী'র দুই জন কর্ম্মচারী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"কয়েক দিন পূর্ব্বে তুমি 'ইয়োমতো নো খামী'র হস্তে দরখাস্ত দিয়াছ, তজ্জন্য তোমার গুরুতর দণ্ড হওয়া উচিত। কিন্তু প্রভু এবার তোমাকে ক্ষমা করিয়া তোমার প্রতি যৎপরোনাস্তি দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তুমি যদি ভবিষ্যতে আর কখনও এরূপ অন্যায় কার্য্য কর, তাহা হইলে তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হইবে।" এই বলিয়া তাঁহারা দরখাস্তখানি

সোগোরো'র হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। দরখাস্তখানি হাতে লইয়া সোগোরো বলিতে লাগিলেন :—"আমি বাস্তবিকই অপরাধী। 'ইয়োমতো নো থামী' আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন ; কিন্তু তিনি যদি আমার লিখিত দরখাস্তখানি পাঠ করিয়া কৃষকবর্গের দুঃখ মোচন করিতেন তাহা হইলে আমি অত্যন্ত বাধিত হইতাম। আপনারা যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে আমার প্রার্থনাটী অবগত করেন তাহা হইলে উহা মঞ্জুর হইলেও হইতে পারে।"

কর্ম্মচারিদ্বয় এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না ; সুতরাং সোগোরো বিষন্নমনে ফিরিয়া আসিলেন। অনন্তর তিনি অপর ১১জন প্রতিনিধির সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে সোগুণ যখন প্রাসাদ হইতে বাহিরে যাইবেন, তখন তাঁহারা দরখাস্তখানি তাঁহার গাড়ীর ভিতরে ফেলিয়া দিবেন।

কয়েক দিন পরেই সোগুণ 'ইয়েমিৎসু' তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের সমাধিস্থল 'উয়েনো'য় যাইবেন বলিয়া প্রচার করিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া 'সোগোরো' তাঁহার সহচরগণকে বলিলেন, "আমি পথিমধ্যে সেতুর পার্শ্বে লুক্কায়িত থাকিয়া সোগুণের গাড়ীর মধ্যে দরখাস্ত ফেলিয়া দিব। সোগুণের নিকট দরখাস্ত দিবার এই এক বিশেষ সুবিধা এবং সুযোগ দেখিতেছি। অবশ্য আমি সোগুণের অনুচরবর্গ কর্ত্তৃক ধৃত হইব এবং এই অপরাধে আমার প্রাণদণ্ড হইবে। সুতরাং আমি আশা করি, মৃত্যুর পর আমার আত্মার যাহাতে সদ্গতি হয় তাহা আপনারা করিবেন।"

নির্দ্দিষ্ট সময়ে সোগুণ যখন 'উয়েনো'য় যাইতেছিলেন, তখন সেগোরো তাঁহার গাড়ীর ভিতর দরখাস্তখানি ফেলিয়া দিলেন; কিন্তু তাঁহার অনুচরবর্গ কর্ত্তৃক তৎক্ষণাৎ ধৃত হইলেন। সোগুণ এই দরখাস্তখানি পাঠ করিয়া তাহা 'কৎসুকে নো সুকে মাসানবু'র নিকট প্রেরণ করিলেন এবং সোগোরোকে বন্দী করিয়া কারাগারে পাঠাইতে আজ্ঞা দিলেন।

অনন্তর 'মাসানবু' দরখাস্তখানি পাঠ করিয়া তাঁহার পারিষদকে (Councillor) বলিলেন :—"আমার কর্ম্মচারিগণ নিতান্ত মূর্খ, নচেৎ আজ আমাকে এরূপ অপদস্থ হইতে হইত না। কৃষকগণ যখন অতিরিক্ত করের জন্য আপত্তি করিয়াছিল, তখনই তাহার বিধান করা উচিত ছিল। যাহা হউক, এখন হইতে অতিরিক্ত কর মাপ করা হইবে; কিন্তু সোগুণের নিকট স্বহস্তে দরখাস্ত দেওয়াতে 'সোগোরো'র যে অপরাধ হইয়াছে তাহা কোনও মতে মার্জ্জনীয় নহে। এরূপ অপরাধে কিরূপ গুরুতর দণ্ড হওয়া উচিত, জনসাধারণকে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য সোগোরো এবং তাঁহার স্ত্রীপুত্রগণকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইবে। আর আর যাহারা একার্য্যে সংশ্লিষ্ট আছে তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করা হইবে।"

প্রভুর এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার পারিষদ বলিলেন :—"সোগোরার অপরাধ গুরুতর এবং তাহার প্রাণদণ্ড হওয়াও ন্যায়সঙ্গত; কিন্তু তাহার স্ত্রীপুত্রগণ নির্দ্দোষী। তাহাদিগকে অনুগ্রহপূর্ব্বক মাপ করুন।"

উত্তরে মাসানবু বলিলেন ঃ—"সোগোরো যে অপরাধ করিয়াছে তাহাতে তাহার স্ত্রীপুত্রগণকে মাপ করা যাইতে পারে না।"

অতঃপর সোগোরোকে লৌহ-পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া দাকুরা দুর্গে পাঠাইতে আজ্ঞা করিলেন এবং তথায় তাঁহার স্ত্রী-পুত্রগণ ও পল্লীর অন্যান্য প্রতিনিধিগণ আহূত হইলেন। তাঁহা-দিগকে সম্বোধন করিয়া 'মাসানবু' বলিলেন, "তোমাদের উপর যে অতিরিক্ত কর ধার্য্য করা হইয়াছে, তাহা অদ্য হইতে মাপ করিলাম; কিন্তু সোগোরো যে গুরুতর অপরাধ করিয়াছে তাহার জন্য উহার এবং উহার স্ত্রীপুত্রগণের প্রাণদণ্ড করিব।"

এই বলিয়া তিনি নিম্নবর্ণিতরূপে তাঁহাদের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিলেন ঃ—"যেহেতু সোগোরো কৃষকগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে; যে হেতু সোগোরো সোগুণের নিকট স্বহস্তে দরখাস্ত দিয়া আমাকে অপমাননা করিয়াছে; যেহেতু সোগোরো আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে, এই সমস্ত অপরাধে উহাকে এবং উহার স্ত্রীকে ক্রুশ কাষ্ঠের সহিত হস্তপদ বদ্ধ করিয়া হত্যা করা হইবে এবং উহাদের পুত্রত্রয়ের শিরশ্ছেদন করা হইবে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের প্রতি এইরূপ প্রাণদণ্ড আদেশ হইল ঃ—

সোগোরো—ইয়াহাসি পল্লীর প্রতিনিধি, বয়স ৪৮ বৎসর।

তাহার স্ত্রী—নাম 'মান'; বয়স ৩৮ বৎসর।

তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র—নাম 'গেন্নোসুকে'; বয়স ১৩ বৎসর।

" মধ্যম পুত্র—নাম 'সোহেই'; বয়স ১৩ বৎসর।

" কনিষ্ঠ পুত্র—নাম 'কিহাচি'; বয়স ৭ বৎসর।

ইঁহাদের দুইটী কন্যা ছিল; সৌভাগ্যক্রমে তাহাদের বিবাহ পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছিল, তাই তাহারা এই ভীষণ দণ্ড হইতে রক্ষা পাইয়া গেল।

সোগোরো অবিচলিতচিত্তে সমস্ত শ্রবণ করিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ এবং কৃষকগণের প্রতিনিধিবর্গ এই নিদারুণ দণ্ড শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, এবং যাহাতে সোগোরোর নিরপরাধী স্ত্রী ও পুত্রগণ রক্ষা পায়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টায় কোনও ফল হইল না। একবার যে দণ্ড প্রচারিত হইয়াছে তাহা আর রদ হইবার নহে।

যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও যখন সোগোরোর স্ত্রী এবং পুত্র-গণের প্রাণ রক্ষা করিতে পারিলেন না, তখন সোগোরো-ভক্ত তিন জন প্রতিনিধি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। ইঁহারা মহাত্মা সোগোরোর এবং তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-গণের আত্মার ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনা করিয়া সাম্রাজ্যের প্রত্যেক ধর্ম্ম-মন্দির পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর 'ইয়ারাদাই' নামক স্থানে 'সোগোরো'কে সপরিবারে হত্যা করা হইবে বলিয়া প্রচারিত হইলে রাজ-কর্ম্মচারিগণ যথা সময়ে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে 'তোকোজি' মন্দিরের কয়েক জন পুরোহিত আসিয়া কর্ম্মচারিগণের নিকট

বিনীতভাবে জানাইলেন, যে তাঁহারা 'সোগোরো' এবং তাঁহার স্ত্রী-পুত্রগণের মৃতদেহ যথারীতি সমাধি দিতে নিতান্ত ইচ্ছুক। তাঁহারা ইহাও জানাইলেন যে, যদি তাঁহাদের প্রার্থনা মুঞ্জুর হয় তাহা হইলে তাঁহারা পরম প্রীতি লাভ করিবেন।

কর্ম্মচারিগণ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেনঃ—"আপনাদের প্রার্থনা অনুযায়ী কার্য্য হইবে; কিন্তু 'সোগোরো'র মৃতদেহ তিন দিন তিন রাত এইখানে ঝুলানো রহিবে। তাহার ন্যায় অপরাধীর প্রতি কিরূপ দণ্ড বিধান করা হয়, তাহা জনসাধারণকে দেখাইবার জন্য এরূপ করা হইবে। অতএব ঐ সময়ের পরে, ইচ্ছা করিলে, আপনারা তাহার মৃতদেহ লইতে পারেন।"

বলা বাহুল্য, হত্যার নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই বধ্যভূমি লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। বালক বালিকা, যুবক যুবতী, এবং বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলে একত্র সমবেত হইয়া 'সোগোরো' এবং তাঁহার স্ত্রী-পুত্রগণের স্বর্গারোহণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ঠিক্ নির্দ্দিষ্ট সময়ে অপরাধিগণকে হস্ত পদ বন্ধন করিয়া তথায় উপস্থিত করা হইল। একখানি পুরাতন ছেঁড়া মাদুর তাঁহাদের বসিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাঁহারা তাহার উপর উপবেশন করিলেন। এই হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখিয়া সোগোরো, তাঁহার স্ত্রী এবং উপস্থিত দর্শকবৃন্দ সকলে নয়ন মুদিয়া রহিলেন এবং সকলে সমস্বরে বলিতে লাগিলেন, "উঃ কি হৃদয় বিদারক দৃশ্য!"

বেলা দুই প্রহরের সময় সোগোরো এবং তাঁহার স্ত্রীর হস্ত পদ বন্ধন করিয়া ঠিক সোজাভাবে ক্রুশকাষ্ঠের সহিত বদ্ধ করা হইল। অতঃপর তাঁহাদেরই সম্মুখে শিরশ্ছেদন করিবার জন্য তাঁহাদের জ্যেষ্ঠপুত্র গেন্নোস্থকে তথায় আনিত হইল। এই সময়ে সেগোরো আর অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন "উঃ, আর সহ্য হয় না, নিরপরাধ বালকেরা কি অপরাধ করিয়াছে যে তাহাদের এই নিদারুণ দণ্ড ভোগ করিতে হইতেছে! আমি দোষী, আমার প্রাণ দিতে আমি একটু মাত্রও দুঃখিত নহি।"

দর্শকবৃন্দ সকলে চক্ষু মুদিয়া রহিলেন; এমন কি জল্লাদের পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হওয়ায় ক্ষণেক হতবুদ্ধি হইয়া সে বালকের পশ্চাৎদিকে যাইয়া দণ্ডায়মান রহিল। এই সময়ে 'গেন্নোস্থকে' চক্ষু মুদিয়া বলিতে লাগিলঃ—"হে মাতঃ, হে পিতঃ আমি তোমাদের পূর্ব্বেই সর্ব্বশক্তিময় স্বর্গধামে চলিলাম। আমি আমার ভ্রাতাগণের সহিত * সান্‌জু নদীর তীরে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিব, এবং তোমাদিগকে ঐ নদী পার করাইয়া সকলে একত্রে গমন করিব। হে দর্শকবৃন্দ, তোমরা আমাকে বিদায় দাও।"

---

* সান্‌জু নদীঃ—বৌদ্ধধর্ম্মমতে মৃতব্যক্তির আত্মা স্বর্গারোহণের সময় এই নদী পার হইয়া যায়। এই নদী পার হইবার মাশুল স্বরূপ কিঞ্চিত মুদ্রা মৃতব্যক্তির সমাধিতে দেওয়া হয়। হিন্দুদিগের বৈতরণী নদী এবং জাপানীদের সান্‌জু নদী একই নয় কি ?

এই বলিয়া গেন্নোসুকে গ্রীবা প্রসারিত করিয়া জল্লাদকে শিরশ্ছেদন করিতে অনুরোধ করিল। জল্লাদ কর্ত্তব্যানুরোধে সজলনয়নে নিরপরাধ বালকের মস্তক মুহূর্ত্ত মধ্যে কাটিয়া ফেলিল। চতুর্দ্দিক হইতে শোকোচ্ছাশ উঠিতে লাগিল।

তৎপরে দ্বিতীয় পুত্র 'সোহেই' তথায় আনিত হইল। সে জল্লাদকে সম্বোধন করিয়া বলিল "মহাশয় আমার দক্ষিণ স্কন্ধে ঘা, যাহাতে সেখানে আঘাত না লাগে, এরূপভাবে আমার মস্তক কাটিয়া ফেলুন"। এই বলিয়া 'সোহেই' বাম স্কন্ধ প্রসারিত করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে ইহারও ছিন্ন মস্তক ভূতলে লুণ্ঠিত হইল।

তৃতীয় পুত্র 'কিহাচি' নিশ্চিন্ত চিত্তে মিষ্টান্ন খাইতেছিল। এই মিষ্টান্নগুলি দর্শকবৃন্দ বালকদিগকে দিয়াছিলেন। কিহাচি তাহার অন্যান্য ভ্রাতাদের কি অবস্থা হইয়াছে তাহা কিছুই বুঝিল না। সে মিষ্টান্ন খাইতে খাইতে বালকসুলভ সরলতার সহিত নিকটস্থ দর্শকবৃন্দের সহিত সহাস্যবদনে আলাপ করিতেছিল, এমন সময়ে সহসা তাহার মস্তক ভুতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। বালকত্রয়ের শিরশ্ছেদন শেষ হইলে উল্লিখিত পুরোহিতগণ তাহাদের মৃতদেহ সমাধি দিবার জন্য লইয়া গেলেন।

তৎপরে জল্লাদ যখন 'সোগোরো'র স্ত্রী মানের বক্ষে লৌহ বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইল তখন তিনি তারস্বরে বলিতে লাগিলেন— "স্বামিন্! আপনি প্রথম হইতেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলেন। আমরা আজ যে অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলাম,

তাহাতে আমাদের গৌরব বৃদ্ধি ব্যতীত কমিবে না। আমাদের এই কয়টি জীবন দান করিয়া যদি সহস্র সহস্র লোকের উপকার করিতে পারি তাহা হইলে ইহাপেক্ষা প্রাণপাতের সুযোগ আর আছে কি? অতএব স্বামিন্ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হউন। স্বর্গে যাইয়া আমরা পুণ্যাত্মাগণের সহিত পরম সুখে কাল যাপন করিব।”

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সোগোরা সহাস্যবদনে উত্তর করিলেন “আমার অভিষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, আমি এক্ষণে প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত। আমার যদি আরও ৫০০ শত প্রাণ থাকিত এইরূপ সদনুষ্ঠানে অম্লানবদনে তাহাও পাত করিতাম। কিন্তু আমার কৃত-অপরাধের জন্য তোমরা তুল্য শাস্তি প্রাপ্ত হইলে ইহা আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। উঃ, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে! হে ভগবান্, আমার সহায় হউন; আমি যেন এই অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে পারি। মাসানবু লৌহনির্ম্মিত সিন্ধুকে আবদ্ধ থাকিলেও আমার প্রেতাত্মার অত্যাচারে তাঁহাকে জর্জ্জরিত হইতে হইবে।”

এই বলিতে বলিতে সেগোরো আরক্ত লোচনে জল্লাদকে আহ্বান করিয়া বলিলেন :—“শীঘ্র আমার বুকে লৌহ বিদ্ধ কর।” ‘আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে’ বলিয়া জল্লাদ সোগোরোর দক্ষিণ স্কন্ধে লৌহ বিদ্ধ করিয়া বাম স্কন্ধ দিয়া বাহির করিয়া ফেলিল।

তৎপরে সোগোরোর স্ত্রীর বক্ষেও লৌহ শলাকা বিদ্ধ করা হইলে তিনি অতি ক্ষীণ স্বরে উপস্থিত দর্শকবৃন্দের নিকট হইতে বিদায় লইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

সোগোরোর বক্ষে শলাকা বিদ্ধ হইলেও তিনি নির্ভীক চিত্তে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিতে লাগিলেন "দর্শকবৃন্দ এবং রাজকর্ম্মচারিগণ, আপনারা মনে রাখিবেন যে মাসানবুকে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। আমার প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে যদি আমার মুখ তাঁহার দুর্গাভিমুখে ফিরিয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই জানিবেন যে আমার বাক্য সত্য হইবে।"

সোগোরোকে এইরূপ কথা বলিতে শুনিয়া রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে সত্বর হত্যা করিতে আদেশ দিলেন। জল্লাদ বহুবার লৌহ বিদ্ধ করিলে অবশেষে সোগোরো মৃত্যু-মুখে পতিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব কথিতমত মুখ দুর্গাভিমুখেই ফিরিয়া রহিল। কর্ম্মচারিগণ ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এলং সোগোরোর মৃতদেহের নিকট জানু পাতিয়া বসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা একবাক্যে বলিতে লাগিলেন—"আপনি কৃষকবর্গের উপকারার্থে যে রূপ স্বার্থত্যাগের পরিচয় দিয়াছেন তাহা জগতে অতুলনীয়। আপনি মনুষ্যশরীরী দেবতা ছিলেন। আপনার অপরাধের জন্য নিরপরাধী স্ত্রীপুত্রগণকে আপনার সমক্ষে হত্যা করা অত্যন্ত বিগর্হিত হইয়াছে। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, এক্ষণে আক্ষেপ করিয়া কোনও ফল নাই। আপনার প্রতি যথোচিত সম্মান দেখাইবার জন্য আমাদের প্রভু মাসানবু তাঁহার অন্যান্য গৃহ দেবতার ন্যায় আপনাকেও পূজা করিবেন।"

এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে কর্ম্মচারিগণ ভূয়ো ভূয়ো সোগোরোর মৃতদেহকে অতি ভক্তি সহকারে প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে প্রভুর মঙ্গল কামনা করিয়া প্রভুভক্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন।

যথা সময়ে সমস্ত বৃত্তান্ত মাসানবুকে জ্ঞাপন করা হইল। কিন্তু তিনি উহা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিলেন। সোগোরো যে সামান্য একজন কৃষক নহেন তাহা তিনি বুঝিলেন না।

অনন্তর সোগোরোর মৃত্যুর পর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি গভর্ণমেণ্টে বাজেআপ্ত করিয়া লওয়া হইল, কেবলমাত্র তাঁহার গৃহের আসবাব পত্রাদি সোগোরোর কন্যাদ্বয়কে দেওয়া হইল।

এদিকে কতকগুলি রাজকর্ম্মচারী সোগোরোর দরখাস্তানুযায়ী কাজ না করায় শাস্তি প্রাপ্ত হইলেন। কয়েক জনকে চাকুরী হইতে অপসৃত করা হইল, কেহ বা নির্ব্বাসিত হইলেন এবং দুইজন উচ্চ কর্ম্মচারীকে 'হারা কিরি' করিতে আজ্ঞা দেওয়া হইল।

ইহার কতিপয় মাস পরে মাসানবুর স্ত্রী গর্ভবতী হইলেন। গর্ভের প্রথমাবস্থা হইতে তিনি দুঃসহ যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। মাসানবুর অনুচরবর্গ মন্দিরে যাইয়া নানা দেবতার পূজা দিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই যন্ত্রণার উপশম হইল না। অতঃপর সপ্তম মাসের শেষ ভাগ হইতে প্রতি রাত্রিতে তাঁহার শয়ন কক্ষে একটা অস্পষ্ট ছায়া (Preternatural Light) পড়িতে লাগিল। এই ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে কখনও বিকট

চীৎকার ধ্বনি, কখনও বা ভূত প্রেতের অট্টহাসির রোল উঠিতে লাগিল। একে অসহনীয় যন্ত্রণা, তাহার উপর আবার এই উপদ্রব হওয়ায় মাসানবুর স্ত্রীর ব্যাধি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাত্রিতে তাঁহার আর নিদ্রা হইত না। একদা প্রভাতে তাঁহার পরিচারিকাগণ মাসানবুর নিকট যাইয়া সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। ইহার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া সেদিন রাত্রিতে তিনি স্বয়ং তাঁহার স্ত্রীর কক্ষে নিষ্কাশিত অসি হস্তে জাগরিত থাকিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় এক বিকট শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। সহসা ক্রুশ্ কাষ্ঠে বদ্ধ হস্ত-পদ সোগোরো এবং তাহার স্ত্রীর প্রতিমূর্ত্তি ইঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। এই প্রতিমূর্ত্তিদ্বয় মাসানবুর স্ত্রীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিল:—"আমরা তোমাকে নরকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি। এ যন্ত্রণা সে যন্ত্রণার তুলনায় কিছুই নহে।"

এই বাক্য শ্রবণমাত্র মাসানবু যেমন তাঁহার শাণিত তরবারি উত্তোলন করিলেন অমনি এক বিকট হাসি হাসিয়া প্রতিমূর্ত্তিদ্বয় কোথায় অন্তর্হিত হইল। মাসানবু ভীত হইয়া তাঁহার অনুচর-বর্গকে মন্দিরে যাইয়া প্রার্থনা করিতে আজ্ঞা করিলেন; কিন্তু সমস্তই বৃথা হইল। প্রতি রাত্রিতেই সমভাবে উপদ্রব চলিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে সোগোরো এবং তাঁহার স্ত্রী সশরীরে মাসানবুর স্ত্রীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নানা প্রকারে ভয়

প্রদর্শন করিতে লাগিল এবং রোগিণী অচেতন হইয়া পড়িলে তাহারা অট্টহাসি হাসিয়া কক্ষ হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া যাইত। দিবা রাত্র এইরূপ ভাবে জ্বালাতন হইয়া অবশেষে মাসানবুর স্ত্রী কালের করাল গ্রাসে পতিত হইলেন। অতঃপর তাহারা মাসানবুর কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকেও অশেষ যন্ত্রণা দিতে লাগিল। তাহাদের আরক্ত লোচন দেখিলে অনুচরগণ ভয়ে শিহরিয়া উঠিত এবং কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ নিস্পন্দ হইয়া থাকিত। মাসানবু যদি তরবারি উত্তোলন করিতেন তাহা হইলেই এক বিকট হাসির রোল উঠিত এবং দৃশ্য অধিকতর ভয়াবহ হইয়া উঠিত।

ক্রমশঃ এমন হইয়া উঠিল যে দিবাভাগে যখন মাসানবু সোগুণের প্রাসাদে যাইতেন তখন ইহারা ফটকে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিত এবং মাসানবুর অনুপস্থিতির সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া মাসানবুর আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধুবর্গ একত্র হইয়া পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, 'ব্যাপারটা দিন দিন যেরূপ গড়াইতেছে তাহাতে বোধ হইতেছে ইহারা শীঘ্র ক্ষান্ত হইবে না। ইহাদের সম্মানার্থে একটা ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইহাদের মূর্ত্তি সেখানে স্থাপন করিয়া পূজা করা উচিত। নতুবা সামান্য চেষ্টায় ইহাদের হাত হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে না।'

এই পরামর্শ শুনিয়া মাসানবু স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন এবং 'সোগোদাইমিয়ো' নামে

সোগোরোকে অভিহিত করিয়া এক মন্দির স্থাপিত করিলেন। তথায় সোগোরোর আত্মার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলে পর দুর্গে আর ভূতের ভয় থাকিল না।

প্রায় এক বৎসর কাল বেশ শান্তিতে অতিবাহিত হইল। তৎপরে একদিন কোনও উৎসব উপলক্ষে সোগুণের প্রাসাদে সাম্রাজ্যের সকল দাইমিয় এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের নিমন্ত্রণ হইল। এই সময়ে মাৎসুমোতো দুর্গের 'ইয়ামি নো থামি'র সহিত মাসানবুর বিবাদ উপস্থিত হয়। বিবাদের প্রকৃত কারণ কেহই জানিতে পারিলেন না। দ্বন্দ যুদ্ধে 'ইয়ামি নো থামী' এরূপ ভাবে আহত হইলেন যে তৎপর দিনই তিনি * পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অতএব তৎকালীন আইনানুসারে তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি গভর্ণমেণ্টে বাজেআপ্ত হইয়া গেল এবং ইয়ামি নো থামীর পরিবারবর্গের দুঃখের সীমা রহিল না। এদিকে পবিত্র স্থান প্রাসাদের মধ্যে রক্তপাত করার অপরাধে মাসানবু বন্দী হইয়া কারাগারে প্রেরিত হইলেন।

সোগোরো এবং তাঁহার নিরপরাধ স্ত্রী পুত্রগণকে নৃশংসভাবে হত্যা করায় তাঁহাকে এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইতে হইয়াছে, এই

* পুরাকালে কোনও উচ্চ বংশীয় জাপানী নিজের দুর্গে বা বাহিরে হত হইলে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি গভর্ণমেণ্টে বাজেআপ্ত হইয়া যাইত এবং তাঁহার পরিবারস্থ সকলে সাধারণ লোকের ন্যায় গণ্য হইতেন।

চিন্তা মাসানবুর মনে মুহুর্মুহু উদিত হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি কারাগারে থাকিয়া দিবারাত্র সোগোরোর আত্মার নিকট এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে যদি তিনি এ যাত্রা রক্ষা পান তাহা হইলে সোগোরোর নাম যাহাতে লোকে পুরুষানুক্রমে সসম্মানে স্মরণ করে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। সৌভাগ্যক্রমে কিছু দিনের মধ্যেই সংবাদ আসিল যে মাসানবুর অপরাধ সোগুণ ক্ষমা করিয়াছেন এবং তাঁহাকে পদোন্নতি করিবার আদেশ দিয়াছেন।

কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়াই মাসানবু প্রথমতঃ সোগোরোর মন্দির অতি পরিপাটীরূপে সুসজ্জিত করিলেন এবং রাজধানী কিয়োতোয় যাইয়া তদানীন্তন * সম্রাটের নিকট সোগোরের সম্মান বৃদ্ধির প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট্ তাঁহার প্রার্থনা মুঞ্জুর করিলেন। সেই অবধি সোগোরো দাইমিয়োকে সকলে দেবতা স্বরূপ পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। এখনও শত শত লোক সেই পবিত্র মন্দিরে গমন করিয়া চরিতার্থ হইয়া থাকেন।

* সম্রাট সূর্য্যবংশ সম্ভূত হওয়ায় জাপানীরা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বপ্রকার সম্মান সূচক উপাধির একমাত্র আধার। এমন কি দেবতাগণের উপাধি পর্য্যন্ত ইনিই দিয়া থাকেন।

সামাজিক অবস্থা।

সামাজিক প্রথা—জাপানের পুরাকালীন সামাজিক রীতিনীতি এবং আচার ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সমুদয় তথ্য এক্ষণে সঠিক্ জানিবার উপায় নাই। কারণ জাপানের কোনও ধারাবাহিক পুরাতন ইতিহাস নাই। তবে এই পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে যে বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানে প্রচার হইবার পূর্ব্ব হইতেই জাপানীরা এক পরিবার ভুক্ত হইয়া বাস করিতেন এবং প্রত্যেক পরিবারই সম্রাট্‌কে উহার কর্ত্তাস্বরূপ জ্ঞান করিতেন।

জাপানীরা এই সময়ে কেহ যুদ্ধ ব্যবসায় কেহ যুদ্ধের উপকরণ-প্রস্তুত-ব্যবসায়, কেহ চাষোপযোগী অস্ত্রাদির ব্যবসায় কেহ বা চাষ কার্য্যাদি করিতেন। এইরূপে এই সমুদয় ব্যবসায় বংশগতভাবে অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রচলিত হওয়ায় তদনুসারে জাপানীদের মধ্যে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ হইয়া পড়ে।

পুরাকালে জাপ-সমাজের কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। সকলেই স্বীয় স্বীয় ইচ্ছানুসারে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারিতেন। এখন যেমন জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না; পিতার ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার যে কোনও পুত্রকে তিনি সমস্ত সম্পত্তি দিতে পারিতেন। অধিকাংশ স্থলে স্নেহাধিক্যবশতঃ সর্ব্ব কণিষ্ঠই পৈত্রিক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইতেন।

পোষ্যপুত্র গ্রহণ এখনকার ন্যায় পূর্ব্বেও জাপানে প্রচলিত ছিল; কিন্তু বহু বিবাহ প্রথা পূর্ব্বে চলিত থাকিলেও অধুনা উহা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

বিবাহ প্রথা—বিবাহাদি আদান প্রদান অতি নিকট সম্পর্কীয়দিগের সহিতই সাধারণতঃ হইয়া থাকিত এবং প্রত্যেক স্ত্রী তাঁহার সন্তান সন্ততির সহিত নিজ নিজ আলয়ে পৃথক ভাবে বাস করিতেন। অধুনা এই নিয়মেরও যথেষ্ট ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

মাতা পিতার সম্মতি ব্যতীত কোনও কন্যা বিবাহ করিতে পারিত না। বিবাহান্তে কন্যাগণকে পিতৃগৃহেই থাকিতে হইত এবং তথায় প্রত্যহ স্বামীসন্দর্শনের ব্যবস্থা ছিল। এই প্রথা ঘরজামাই প্রথা হইতে বিভিন্ন।

এই সময়ে জাপানে 'উতাগাকি' নামক এক প্রকার আমোদ প্রমোদ প্রচলিত ছিল। খোলা ময়দানে বা পাহাড়ের উপরে স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে জাপানীরা সমবেত হইয়া পদ্য পাঠ (Recitation) এবং সাহিত্যালোচনা করিতেন। এইরূপ মিলনের ফল যুবক যুবতীগণের পক্ষেই অধিকতর শুভপ্রদ ছিল; কারণ এই সুযোগে তাঁহারা স্ব স্ব জীবনের সঙ্গী ও সঙ্গিনী মনোনীত করিয়া লইতেন।

অশৌচ—মৃত্যুর ন্যায় জন্মকেও জাপানীরা অশুচি জ্ঞান করায় শবদেহের জন্য যেমন পৃথক গৃহ প্রস্তুত হইত আসন্ন প্রসবার জন্যও সেইরূপ উবুথ্যা অর্থাৎ আঁাচিঘরের ব্যবস্থা ছিল।

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শবদেহ সমাধি দেওয়ার প্রথাই জাপানে প্রচলন ছিল কিন্তু উক্ত ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জাপানীদের অনেকে উহা দাহ করিবার ব্যবস্থা করেন। তখন মৃত্যুর পর পরলোকগত আত্মার ব্যবহারের জন্য মৃত ব্যক্তির সমুদয় প্রিয় বস্তু সমাধিস্থলে রক্ষিত হইত।

পূর্ব্বে কোনও সম্রাট্, সম্রাজ্ঞী কিংবা সম্ভ্রান্ত লোকের মৃত্যু হইলে শব দেহের সহিত তাঁহাদের প্রিয় অনুচরবর্গকে জীবিতাবস্থায় সমাধি দেওয়া হইত। অনেক সময়ে প্রিয় জীব জন্তুদিগকেও তাহাদের প্রভুর পদানুসরণ করিতে হইত। কি নৃশংস ব্যাপার! সৌভাগ্যক্রমে কোরিয়ার সংস্রবে আসিয়া জাপানীরা এই অমানুষিক প্রথাটি উঠাইয়া দেন এবং সেই সময় হইতে জীবন্ত মানুষ বা পশু পক্ষীর পরিবর্ত্তে মৃৎ পুত্তলিকা শবের চতুর্দ্দিকে পুঁতিয়া দিতেন। পুরাতন সমাধি খনন করিলে এখনও পর্য্যন্ত এইরূপ পুত্তলিকা অনেক স্থলেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ধর্ম্মবিশ্বাস—দেবতাদিগের প্রতি জাপানীদের ভক্তি অটল ছিল এবং 'ইছে' নামক স্থানে কতিপয় দেব দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মন্দির গুলি এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে যে জাপান ভ্রমণকারীমাত্রই উহা দেখিতে যাইয়া থাকেন।

এই সময়ে জাপানীদের কোনও বাঁধা বাঁধি ধর্ম্ম ছিল না। তবে তাঁহারা আগুণ, জল, পর্ব্বত, বজ্র, প্রভৃতিকে দেবতা জ্ঞানে

ভয় ও ভক্তি করিতেন এবং বিপদ্ পাতে তাহাদের শরণাপন্ন হইতেন। প্রবাদ আছে যে যখন জাপানের প্রথম সম্রাট্ 'জিম্মু' পূর্ব্বাঞ্চলের বিদ্রোহ দমনার্থে সমুদ্র পথে যাইতেছিলেন তখন পথি মধ্যে প্রবল ঝড় উঠিয়া তাঁহার জাহাজ (!) নিমগ্ন হইবার উপক্রম হয় এবং তাঁহার দুইজন সহোদর সমুদ্র দেবতার ক্রোধ অপনয়ন করিবার জন্য সমুদ্র বক্ষে ঝম্প প্রদান করিয়া ভ্রাতার প্রাণ রক্ষা করেন।

জাপ-সম্রাট্‌গণ তাঁহাদের পরলোকগত পূর্ব্বপুরুষগণকে দেবতার ন্যায় সম্মান ও পূজা করিতেন। রাজভক্ত প্রজাগণও তাঁহাদের অনুসরণ করায় ক্রমশঃ জাপানে শিন্তো ধর্ম্মের (পূর্ব্ব পুরুষ-আরাধনা) প্রবর্ত্তন হয়। আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস থাকায় জাপানীরা মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে অদ্যাপিও আহার্য্য বস্তু প্রদান করিয়া থাকেন্। মৃত্যুর পর মনুষ্যের আত্মা বৃক্ষ, পতঙ্গ, মৎস্য, ঘাস্ ইত্যাদিতে গমন করিতে পারে এই বিবেচনায় তাঁহারা ঐ সমস্তকেও দেবতা স্বরূপ সম্মান করিতেন। দেবতাদিগের নিকট কোনও অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে হইলে আহার্য্য বস্তু কিংবা 'সাকে' তাঁহাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হইত। অনেক সময় মনুষ্য জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে শুনা যায়।

কৃষি ও শিল্প—এই সময়ে দেশের সর্ব্বত্র যাতায়াতের জন্য প্রশস্ত রাস্তা ঘাট এবং কৃষিকার্য্যের সাহায্যার্থে পুষ্করিণী ও কূপাদি খনন যথেষ্ট হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক

শিল্প বাণিজ্যাদি যথেষ্ঠ উৎসাহিত হওয়ায় জাপানীরা ক্রমশঃ কোরিয়া হইতে 'কারিকর' অর্থাৎ শিল্পী আনাইয়া উহার বিস্তার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে জাপানীরা রেশম সূতা প্রস্তুত করিতে পারিলেও উহা দ্বারা বস্ত্র বয়ন করিতে পারিতেন না। তাঁহারা সচরাচর পাট কিংবা শোণের কাপড় পরিধান করিতেন।

ফুলের আদর জাপানে পূর্ব্বে ছিল না; কিন্তু এই সময় হইতে জাপানীরা কৃত্রিম বাগান বিচিত্ররূপে সাজাইয়া ফুল সজীব রাখিতে শিক্ষা করেন। এই ফুল রক্ষণের আশ্চর্য্য * প্রণালী জগতে আর কোথাও দৃশ্য হয় না।

ব্যবহারোপযোগী আগুন এবং লবণ যথাক্রমে ঠুকনি পাথর এবং সমুদ্রফেণ হইতে জাপানীরা প্রস্তুত করিয়া লইতেন। এ বিষয়ে জাপানীরা ভারতবাসিদের সমকক্ষ ছিলেন না কি?

ব্যবসায় উপলক্ষে জাপানীরা কোরিয়া প্রভৃতি দূর দেশেও বড় বড় নৌকার সাহায্যে গমনাগমন করিতেন। ঐ সমস্ত নৌকা সাধারণতঃ কর্পূর গাছ হইতে নির্ম্মিত হইত। সমুদ্র গমনের পক্ষে ঐ নৌকাগুলি নাকি বেশ উপযুক্ত হইত।

খাদ্য বিচার—ভাত, তরকারি, মাছ ব্যতীত জাপানীরা হরিণ বন্যশূকর প্রভৃতি শিকারলব্ধ পশুর মাংসও ভক্ষণ করিতেন। আঙ্গুর, ন্যাসপাতি, আপেল ইত্যাদি ফল তাঁহাদের অতি

* এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ মৎপ্রণীত নব্য জাপানে দ্রষ্টব্য।

প্রিয় বস্তু ছিল। চাউল ও ফল হইতে কিরূপে সাকে (দেশী মদ বিশেষ) প্রস্তুত করিতে হয় তাহাও তাঁহারা অজ্ঞাত ছিলেন না।

প্রাচীন কাল হইতেই জাপানীরা আহার্য্য বস্তু হস্ত দ্বারা স্পর্শ না করিয়া দুইটী কাটীর (chop sticks) সাহায্যে আহার করিয়া থাকেন। বৃক্ষ পত্রাদি অনেক সময়ে বাসনের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইলেও মৃত্তিকা এবং কাষ্ঠ নির্ম্মিত বাসনও তখন জাপানে প্রচলিত ছিল।

জাপানের প্রায় সর্ব্বত্রই জঙ্গল থাকায় এবং উহা সমুদ্র বেষ্টিত হওয়ায় তদ্দেশবাসীদের মধ্যে অনেকেই শিকার ও মৎস্যজীবি ছিলেন। তথাকার উত্তর পূর্ব্ব প্রদেশে যে সমস্ত অসভ্য জাতি বাস করিত তাহারা কাষ্ঠ নির্ম্মিত ধনুর্ব্বাণ দ্বারা বন্য পশু শিকার করিয়া অর্দ্ধ দগ্ধ অবস্থায় ভক্ষণ করিত।

কোরিয়া এবং চীন—ভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টি—সমুদ্র এবং পর্ব্বত—তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ প্রভাব জাপানীদের উপর বিস্তার করিয়াছে; তাই অতি প্রাচীনকাল হইতেই জাপানীরা অতি নির্ভীক এবং অসীম সাহসী। লৌহবর্ম্মা দ্বারা দেহ আচ্ছাদিত করিয়া খড়্গ ও ধনুর্ব্বাণ হস্তে স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই যুদ্ধ করিতে শুনা যায়। স্ত্রী যোদ্ধার মধ্যে সম্রাজ্ঞী 'জিগো'র নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি খৃষ্টপূর্ব্ব ৯৭ সালে কোরিয়া জয় করিয়া কিছুকালের জন্য উহা জাপান সাম্রাজ্য ভুক্ত করেন। এই সময় কোরিয়া শিল্প এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে জাপান অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিল; সুতরাং জাপান ঐ সমস্ত বিষয় কোরিয়া

হইতে শিক্ষা করিতে থাকে। কোরিয়ার সংসর্গে আসিয়া জাপানীরা প্রথমতঃ রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে অনেক সংস্কার করেন। এই সময়ে তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন বিভাগীয় কার্য্যের জন্য পৃথক পৃথক মন্ত্রী নিযুক্ত করেন এবং শাসনকার্য্যের সুবিধার্থে দেশকে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করিয়া তৎসমুদয় স্থানে স্থানীয় শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করেন। শাসকসম্প্রদায়ের সুব্যবস্থার ফলে দেশে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য এবং সাহিত্যাদি উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতে থাকে।

গীতবাদ্য কোরিয়া হইতেই জাপানীরা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং কোরিয়ার দৃষ্টান্তেই তাঁহারা যুদ্ধকালে এবং জাহাজে পতাকা উড়াইতে আরম্ভ করেন।

বাজপক্ষীর সাহায্যে শিকার-প্রথা জাপানীরাই নাকি সর্ব্ব প্রথম জগতে প্রচলন করেন। ৩৫৫ খৃঃ অব্দে জাপ-সম্রাট্ 'নিন্ তকু' তদনন্তীন কোরিয়ারাজের নিকট হইতে কতকগুলি বাজপক্ষী উপঢৌকন স্বরূপ প্রাপ্ত হন। এইগুলিকে তিনি স্বায়ত্তে আনিয়া শিকার শিক্ষা দিয়াছিলেন।

জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার হইবার পর হইতে চীনবাসীদের সহিত জাপানীদের অনেকটা মেশা-মিশি আরম্ভ হয় এবং ইহার ফলে জাপানীদের সামাজিক অনেক রীতি নীতির পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। 'অহিংসা পরমো ধর্ম্ম' বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মূলমন্ত্র হওয়ায় যে সকল জাপানী উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন তাঁহারা মৎস্য মাংস একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। শেষ এই হইল

যে ধীবরেরা জাল ছিঁড়িয়া এবং শিকারীরা ধনুর্ব্বাণ ভঙ্গ করিয়া নূতন ধর্ম্মের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিল।

বাসগৃহ ও পরিচ্ছদ—আধুনিক জাপানীরা বেশ ভূষা এবং সাজ সজ্জা কিরূপ পরিপাটীরূপে করিয়া থাকেন তাহা সামান্য পারিচারিকাগণের চিত্র হইতেই প্রতীয়মান্ হইবে। সম্বলিত চিত্রখানি হইতে জাপানীদের কাষ্ঠ ও কাগজ নির্ম্মিত ঘর এবং বংশ নির্ম্মিত আসবাবপত্রেরও আভাস পাওয়া যাইবে।

সচিত্র

জাপান প্রবাস

সম্বন্ধীয় অসংখ্য অভিমতের মধ্যে
নিম্নে কয়েকটী মাত্র প্রদত্ত হইল।

The Indian Mirror, 21st Sept. 1910.

The book before us is named *"Japan Probash"* or Sojourn in Japan, written by Babu Manmatha Nath Ghose M. C. E. (Japan), M.R.A.S. (Lond.), Organiser of the Jessore Comb,Button and Mat Factory Ltd. ... ...
... ...

The style of the book *is simple, and the descriptions quite picturesque.* Within a short compass, the author has compressed a mass of interesting information which will be of great use to those who may desire to know or visit the country. ... ...
... ...

Turning to the social life of the Japanese, our author gives an interesting account of the various social customs and usages in Japan, and it is remarkable that not a few find their parallel in India. ... ...
... ...

He gained a true insight into the life and character of the Japanese people, which is reflected in the pages of the book that he has compiled for the delectation of his countrymen.

A. B. Patrika, Oct 4, 1910 :—

"*Japan Probash.*"—This is a nice volume written by Babu Manmatha Nath Ghosh M.C.E.,M.R.A.S.,who went to Japan to learn industries and arts and is now in charge of the Jessore Comb and Button Factory Ltd. Babu Sarada Charan Mittra has written an introduction to this book, in which *he highly speaks of it.* ... ...

Manmatha Babu, however, has nothing but praise for Japan ; indeed, he can not but speak of the country except in glittering terms ; he finds the country and her natural sceneries beautiful, the character of the nation perfectly a model one and hopes that Japan will continue to rise till it reaches the highest pinnacle of glory, which she is destined to. He, however, does not hold the same view with regard to China. It will be clearly seen that Manmatha Babu tried to *dive deep into the secrets of Japan society* and elicited facts which are not marked by ordinary observers who only look to the surface of things. He has described a parting scene with a Japan family where he had for sometime lived as a family member and none can read it without being deeply affected. Besides Japan, the author has given many interesting facts regarding Penang, Singapur, Hongkong and other places which he visited on his way to Japan and back. What

has made the book specially attractive is that the author has never tried to make it heavy by the introduction of polemical subjects; but *has narrated the incidents and his experiences in simple language in a manner that the reader is carried away with his ideas.* The book also contains some beautiful scenes of Japan and her people.

Telegraph, 20th, Sep. 1910.

Japan-Probas.—By Srijut Manmatha Nath Ghosh M.C,E., (Japan), M. R. A. S. (Lond.) To be had at all principal book-sellers at Calcutta. Price Rs. 1-4

The book, as its name implies, is a sketch of the life spent by the author in the 'Land of the Rising Sun' and the experiences he gathered there during his sojourn. The author is undoubtebly *a gifted young man* who has made most of the time he was allowed to stay in Dai Nippon as an ardent student of some of its arts and industries.

... ...

We do not hesitate to say that he has been eminetly successful in the task he has undertaken to give a fair idea of the manners and customs, the every-day-used language, in fact everything to be learnt of the people, and the *inner working and mysteries of the great factories of Japan* where people flock from distant lands to gather knowledge and experience. What is more he has presented his picture of Japan before the public in *a simple chaste and elegant language* which certainly redounds to his credit as a young author. The book is printed in good paper and is nicely bound so as to be easily attractive.

Mr. S.K. Agasti M.A., C.S., Magistrate & Collector, Jessore writes under date 8-10-10 :—

I have read the book *"Japan-Probas"* with very great pleasure. It is most interestingly and instructively written and *reads almost like a romance.* The author, Mr. Ghose, I am sure, will be in a position to enrich our vernacular literature with other and more ambitious contributions in the near future. He seems to have utilized his time in Japan to the utmost advantage. The *"Land of the Rising sun" has given him an inspiration* which he is trying to realise in an industrial enterprise for which I venture to predict a large future. His book should be in the hands of every well-wisher of the country and I am sure it will command a large sale. I wish its enterprising author every success in life.

Mohamohopadhaya Pundit Haroprosad Sastri M.A., C.I.E. writes under date Sept. 11, 1911 :—

My dear Monmatha Babu,

It is rarely our lot to read *such a good book in Bengali* as your "Japan-Probas" The subject of Japan, its inhabitants, its religion, its industries, its manners and its customs cannot but be interesting and attractive. But you have *made it still more attractive* by your appreciative spirit, your candour and specially by your *charming Bengali.* To cut the story short, *I have enjoyed your book thoroughly* .

Yours sincerely

(Sd). Haroprosad Shastri.

সঞ্জীবনী—১৯ শে আশ্বিন ১৩১৭ সাল।

জাপান প্রবাস।—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম, সি, ই; এম্, আর্, এ, এস্‌, প্রণীত। মূল্য এক টাকা চারি আনা। ১৭৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মন্মথ বাবু শিক্ষা লাভার্থ জাপানে গমন করিয়া তথায় ৩ বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহার ভূয়োদর্শনের বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই পুস্তকে জাপানের নানা বিষয়ক চিত্র দেওয়াতে গ্রন্থ খানি মনোহর হইয়াছে।

জাপানের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, শক্তি সামর্থ জানিতে অনেকেই উৎসুক। যাঁহারা জাপান যাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন। যাঁহারা স্বদেশের সীমার বাহিরে যাইবেন না, তাঁহারাও ঘরে বসিয়া জাপানের তত্ত্ব পাঠ করিয়া আনন্দ অনুভব করিবেন। এই পুস্তকে একটী সুন্দর জাপানী প্রহসনের অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বঙ্গবাসী—১৪ই আশ্বিন ১৩১৭ সাল।

জাপান প্রবাস। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম, সি, ই, (জাপান) প্রণীত। গ্রন্থকার শিল্প শিক্ষার্থে জাপানে গিয়াছিলেন। জাপানে অবস্থিতি তিন বৎসর কাল; সুতরাং বলাই বাহুল্য, ইনি জাপানের নিগূঢ় তথ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। এ গ্রন্থ সেই অভিজ্ঞতার পূর্ণ পরিচয়।

হিতবাদী—৩১ শে ভাদ্র ১৩১৭ সাল।

জাপান প্রবাস। যশোহরের চিরুণী ও বোতামের কারখানার কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম, সি, ই; এম্, আর, এ, এস, প্রণীত। মূল্য ১৷৹ মাত্র। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। শিল্প শিক্ষার জন্য মন্মথ বাবু তিন বৎসর কাল জাপানে অবস্থান করিয়া জাপান ও জাপানী সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহাই এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই পুস্তকের অনেকগুলি প্রবন্ধ ইতঃপূর্ব্বে হিতবাদীতে প্রকাশিত হইয়াছিল; সুতরাং এই পুস্তকের প্রশংসা আত্ম-প্রশংসা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, এই ভয়ে আমরা এই গ্রন্থ সম্বন্ধে অধিক কথা বলিতে পারিলাম না। তবে আমরা মুক্ত-কণ্ঠে এ কথা বলিতে পারি যে যাঁহারা জাপানে যাইবার ইচ্ছা করেন, এই পুস্তক তাঁহাদের অবশ্য পাঠ্য। আর যাঁহারা গৃহে বসিয়া সুদূর জাপানের সুস্পষ্ট চিত্র দেখিতে চাহেন, তাঁহারা এক টাকা চারি আনা ব্যয় করিয়া এই পুস্তক ক্রয় করিলে হতাশ হইবেন না। পুস্তকখানি সচিত্র সুতরাং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

বসুমতী—২২ শে আষাঢ় ১৩২০ সাল।

জাপান-প্রবাস।—শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় জাপানে শিল্পশিক্ষা করিয়া আসিয়া যশোহরে একটি চিরুণীর কারখানার তত্ত্বাবধায়ক হইয়াছেন। এই কার্য্যে তিনি যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ। আজকাল অনেক যুবক শিল্প-শিক্ষার্থ জাপানে যাইতেছেন; 'জাপান-প্রবাস' তাঁহাদের কাজে লাগিবে। 'জাপান-প্রবাস' সুখপাঠ্য, বহু জ্ঞাতব্য কথায় পূর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক। পুস্তকখানির মূল্য একটাকা চারি আনা মাত্র।

বামাবোধিনী—ভাদ্র ১৩১৭ সাল।

আমরা জাপান-প্রবাসী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, এম, সি, ই, মহাশয় প্রণীত "জাপান প্রবাস" নামক একখানি পুস্তক সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি।

পুস্তকখানির উপরে স্বর্ণ অক্ষরে লতাপাতা মণ্ডিত নাম, বাঁধাই সুন্দর। ইহাতে দ্বাদশখানি সুন্দর চিত্র আছে।

গ্রন্থখানির বাহ্যিক আকার সুন্দর হওয়ায় যেমন স্বতঃই নয়নকে আকৃষ্ট করে, তেমনি গ্রন্থকর্ত্তার ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল এবং বর্ণনা সকল মনোরঞ্জক হওয়ায় চিত্তকে অধিকতর আবদ্ধ ও প্রীতিপূর্ণ করে।

ইহাতে জাপানীদের কি সমাজিক, কি নৈতিক, সমুদয় বিষয় অতি সুন্দররূপে বিবৃত আছে। এতদ্ভিন্ন তৎসন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকলের বর্ণিত বিষয়, সকলেরই চিত্তাকর্ষক। পুস্তকখানি উপাদেয় সন্দেহ নাই। জাপান-প্রবাসার্থীর পক্ষে ইহা অমূল্য গ্রন্থ। প্রত্যেক বঙ্গবাসীর, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের প্রত্যেক যুবকের ইহা পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। নিকৃষ্ট উপন্যাস পরিত্যাগ করিয়া, এই গ্রন্থ পাঠ করিলে যে তাহাদের চরিত্রের উন্নতি এবং নীতিশিক্ষা হইবে, তাহার সন্দেহ নাই; অধিকন্তু জীবনের কি মূল্য তাহা তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে।

জাপ-রমণিদিগের বাক্য বিনিময় এবং জাপানের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনায় কিঞ্চিৎ অশ্লীলতা দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাতে গ্রন্থকারের বা গ্রন্থের কোনও অপযশ হইতে পারে না। চরিত্রবর্ণনকালে চরিত্রের সমুদয় অংশ দেখান স্বাভাবিক। এতদ্ব্যতীত সকল অংশই অতি উচ্চভাবে পরিপূর্ণ।

এদেশে রমণীগণের ইহা পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ তাঁহাদের অধিকাংশই নিজেদের জীবনের সহিত জাপানরমণীদের জীবনের তুলনা

করিলে অনায়াসে দেখিতে পাইবেন যে, কিরূপ অমূল্য সময় তাঁহারা বৃথা যাপন করিতেছেন।

পুস্তকখানি সকলেরই পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। শারদীয় পূজা সম্মুখে, পুরস্কার দিবার পক্ষে ইহা অমূল্য গ্রন্থ। অনেকে এই সমস্ত উপন্যাসাদি ক্রয় করিয়া উপহার দিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা যদি এইখানি উপহার প্রদান করেন, তবে পুরস্কৃত ব্যক্তি পাঠ করিয়া যে নিশ্চয়ই উপকৃত এবং প্রীত হইবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার ভূমিকাটী পাঠ করিলেই পুস্তকের সার মর্ম্ম বুঝা যায়। জাপানী প্রহসনটা কেবলই হাস্যোদ্দীপক। মূল্যও অল্প, এক টাকা চারি আনা মাত্র। ইহা কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে এবং গ্রন্থপ্রণেতার নিকট প্রাপ্তব্য। আমরা গ্রন্থকারের অপর দুইখানি পুস্তকপাঠের আশায় রহিলাম।